হইতে বাহির করিয়া তাহাকে জীবিত করা হয়।” তারপর তাহাকে ও শহীদগণকে নামাযে জানাযার জন্য রাখিতে আদেশ করিলেন। সুতরাং হযরত হামযা (রাঃ) ও অন্যান্য নয় জনকে একত্রে রাখা হইল। তিনি সাত তাকবীরে জানাযার নামায পড়িলেন। তারপর হযরত হামযাকে রাখিয়া বাকী নয়জনকে উঠাইয়া নেওয়া হইল (এবং অন্য) নয়জনকে রাখা হইল। তিনি উহাদের উপর সাত তাকবীরে জানাযার নামায পড়িলেন। পুনঃরায় হযরত হামযাকে রাখিয়া নয়জনকে উঠাইয়া নেওয়া হইল এবং পরবর্তী নয়জনকে রাখা হইল। উহাদের উপর সাত তাকবীরে নামায পড়িলেন। এইরূপে সকলের উপর নামায শেষ করিলেন। (মুনতাখাব)

হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, ওহুদের যুদ্ধের দিন একজন মেয়েলোক দ্রুত অগ্রসর হইল এবং শহীদগণের নিকট পৌঁছিবার উপক্রম হইল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পছন্দ করিলেন না যে, মেয়েরা শহীদদিগকে দেখিতে পায়। অতএব তিনি বলিলেন, মেয়ে লোকটিকে বাধা দাও। মেয়ে লোকটিকে বাধা দাও।” হযরত যুবাইর (রাঃ) বলেন, আমি চিনিতে পারিলাম যে, তিনি আমার মা সাফিয়্যা (রাঃ)। আমি দ্রুত তাহার প্রতি অগ্রসর হইলাম। তিনি শহীদগণের নিকট পৌঁছিবার পূর্বেই আমি তাহার নিকট পৌঁছিয়া গেলাম। তিনি খুবই শক্তিশালী মহিলা ছিলেন। সুতরাং আমার বুকের উপর ধাক্কা মারিয়া বলিলেন, সরিয়া যাও, তোমার যমীন নহে। আমি বলিলাম, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে নিষেধ করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া তিনি দাঁড়াইয়া গেলেন ও দুইখানা কাপড় বাহির করিলেন এবং বলিলেন, আমি আমার ভাইয়ের শাহাদাতের সংবাদ পাইয়াছি। অতএব এই দুইখানা কাপড় তাহার (কাফনের) জন্য আনিয়াছি। তোমরা তাহাকে ইহাতে কাফন দিও।’ হযরত যুবাইর (রাঃ) বলেন, হযরত হামযা (রাঃ)কে কাফন দিবার জন্য কাপড় দুইখানা লইয়া আসিলাম। কিন্তু দেখিলাম তাহার পার্শ্বে একজন আনসারী শহীদ হইয়া পড়িয়া আছেন। হযরত হামযার সহিত যেরূপ করা হইয়াছে তাহার সহিতও সেরূপ করা হইয়াছে। তিনি বলেন, আমাদের নিকট ইহা নীচতা বোধ হইল ও শরম লাগিল যে, হামযাকে দুই কাপড়ে কাফন দিব আর আনসারী’র জন্য কোন কাফনই নাই।

আমরা বলিলাম, একখানা হযরত হামযা (রাঃ)এর জন্য ও একখানা আনসারীর জন্য। আমরা কাপড় দুইখানা মাপিয়া দেখিলাম, একখানা বড় ও একখানা ছোট। অতএব আমরা উভয়ের মধ্যে লটারি করিলাম এবং উভয়কে তাহার অংশের কাপড়ে কাফন দিলাম। (বায্যার)

অপর এক রেওয়ায়াতে হযরত হামযা (রাঃ)এর শাহাদাতের ঘটনায় এরূপ বর্ণিত আছে যে, হযরত সাফিয়্যা বিনতে আব্দুল মুত্তালিব (রাঃ) তাঁহার ভাইকে দেখিবার জন্য অগ্রসর হইলে হযরত যুবাইর (রাঃ)এর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি বলিলেন, আয় আম্মাজান, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিতেছেন। তিনি বলিলেন, কেন? আমি জানিতে পারিয়াছি যে, আমার ভাইয়ের লাশকে বিকৃত করা হইয়াছে। আর ইহা তো আল্লাহর জন্য হইয়াছে। যাহা কিছু ঘটিয়াছে উহাতে কি আমরা সন্তুষ্ট নহি? ইনশাআল্লাহ্, আমি অবশ্যই সবর করিব ও সওয়াবের আশা করিব।’ হযরত যুবাইর (রাঃ) আসিয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই সংবাদ জানইলে তিনি বলিলেন, তাহার পথ ছাড়িয়া দাও।’ হযরত সাফিয়্যা (রাঃ) হামযা (রাঃ)এর নিকট আসিলেন ও ইন্না লিল্লাহ্ পড়িলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশে তাঁহাকে দাফন করা হইল। (ইবনে ইসহাক)

স্বামীর মৃত্যুতে হযরত উম্মে সালামা (রাঃ)এর সবর

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, হযরত আবু সালামা (রাঃ) একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে আসিয়া বলিলেন, ‘আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে এমন একটি কথা শুনিয়াছি যাহাতে আমার খুবই খুশী লাগিতেছে। তিনি বলিয়াছেন, যে কোন মুসলমানের কোন মুসীবত হয়, আর সে উক্ত মুসীবতের সময় “ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন পড়িয়া এই দোয়া পড়ে—

اَللّٰهُمَّ اْجُرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَاخْلُفْ لِيْ خَيْرًا مِنْهَا

অর্থাৎ আয় আল্লাহ্ আমাকে এই মুসীবতের সওয়াব দান করুন ও উহার পরিবর্তে উহা হইতে উত্তম জিনিষ দান করুন।

www.BANGLAKITAB.com

তবে আল্লাহ্ তায়ালা তাহার প্রার্থিত বস্তু তাহাকে দান করিবেন।' হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, আমি উক্ত দোয়া তাহার নিকট হইতে মুখস্ত করিয়া রাখিলাম। যখন আবু সালামা (রাঃ)এর ইন্তেকাল হইল তখন আমি ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন পড়িয়া বলিলাম,—

اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها

তারপর মনে মনে বলিলাম, আমার জন্য আবু সালামা হইতে উত্তম কোথা হইতে আসিবে? ইহার পর আমার ইদ্দাতের দিন পূর্ণ হইয়া গেলে একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার দ্বারে আসিয়া ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাহিলেন। আমি একটি চামড়া পাকানোর কাজ করিতেছিলাম' পাতা ইত্যাদি হইতে হাত ধুইয়া তাহাকে অনুমতি দিলাম এবং তাহার বসিবার জন্য খেজুরের ছাল ভর্তি চামড়ার গদি বিছাইয়া দিলাম। তিনি উহার উপর বসিলেন, এবং আমাকে বিবাহের পয়গাম দিলেন। তিনি কথা শেষ করিলে আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনার প্রতি অনাগ্রহের তো কোন কারণ আমার মধ্যে নাই, তবে আমি একজন অত্যন্ত আত্মাভিমানিনী মেয়ে লোক। আমার আশংকা হয় হয়ত আপনার সহিত এমন ব্যবহার করিয়া বসি আর আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে উহার জন্য আযাব দেন। তদুপরি আমার বয়স হইয়াছে ও সন্তান-সন্ততি আছে। তিনি বলিলেন, তুমি আত্মাভিমানের কথা বলিয়াছ, উহা আল্লাহ্ তায়ালা তোমার ভিতর হইতে দূর করিয়া দিবেন।' আর বয়সের কথা বলিয়াছ, তোমার যেরূপ বয়স হইয়াছে আমারও বয়স হইয়াছে। তুমি সন্তানের কথা বলিয়াছ, তোমার সন্তান আমারই সন্তান। হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমি নিজেকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সমর্পণ করিলাম। আর আল্লাহ্ তায়ালা আমার জন্য আবু সালমা হইতে উত্তম— রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করিলেন। (বিদায়াহ)

স্ত্রীর মৃত্যুতে হযরত উসাইদ (রাঃ)এর সবর

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমরা একবার হজ্ব অথবা ওমরা হইতে

ফিরিলাম। যুল হুলাইফাতে পৌছিয়া সকলের আত্মীয়-স্বজনের সহিত সাক্ষাত হইল। আনসারদের ছেলেরা তাহাদের আত্মীয়-স্বজনের সহিত দেখা করিতে লাগিল। হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইর (রাঃ)এর সহিত তাহার আত্মীয়দের সাক্ষাৎ হইলে তাহারা তাহার স্ত্রীর ইন্তেকালের খবর দিল। তিনি (এই সংবাদ পাইয়া) চাদর দ্বারা মুখ আবৃত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, আল্লাহ্ আপনাকে মাফ করুন, আপনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী ও বহুদর্শী প্রবীণ ব্যক্তি হইয়া একজন মেয়েলোকের জন্য কাঁদিতেছেন! হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, তিনি মাথা হইতে কাপড় সরাইয়া বলিলেন, আমার জিন্দিগীর কসম, আপনি সত্য কথা বলিয়াছেন। হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রাঃ)এর (ইন্তেকালের) পর কাহারো জন্য আমার কাঁদা উচিত নহে। অথচ রাসূলুল্লাহ্ তাহার সম্পর্কে যে উচ্চ কথা বলিবার বলিয়াছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার সম্পর্কে কি বলিয়াছেন? তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, সা'দ ইবনে মুআযের ওফাতে আরশ কাঁপিয়া উঠিয়াছে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, এই সকল কথা-বার্তার সময় তিনি আমার ও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝখানে চলিতে ছিলেন। (কানয)

অপর রেওয়ায়াতে এরূপ বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিলেন, আমার কাঁদা উচিত নহে কি? অথচ আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, সা'দ ইবনে মুআযের ইন্তেকালে আরশের পায়া পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠিয়াছে। অন্য রেওয়ায়াতে আছে তিনি বলিয়াছেন, আমি কেন কাঁদিব না? অথচ আমি শুনিয়াছি........।

ভাইয়ের মৃত্যুতে সবর

আওন (রহঃ) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর নিকট যখন তাঁহার ভাই উতবাহ্ (রাঃ)এর মৃত্যু সংবাদ পৌছিল তিনি কাঁদিলেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি কাঁদিতেছেন? তিনি জবাব দিলেন, বংশের দিক হইতে সে আমার ভাই এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহচর হিসাবে সে আমার সঙ্গী তথাপি আমি ইহা পছন্দ করি না যে, আমি

www.BANGLAKITAB.com

তাঁহার পূর্বে মৃত্যুবরণ করি। বরং আমি আগে মৃত্যুবরণ করি আর সে সওয়াবের আশায় সবর করে, ইহা অপেক্ষা সে আগে মৃত্যুবরণ করে আর আমি সওয়াবের আশায় সবর করি ইহা আমার নিকট অধিক প্রিয়।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, যখন হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর নিকট তাহার ভাই উতবাহ্ (রাঃ)এর মৃত্যু সংবাদ পৌছিল তাঁহার চক্ষুদ্বয় অশ্রুসজল হইল। এবং তিনি বলিলেন, ইহা (অর্থাৎ অশ্রু) আল্লাহ্র দেওয়া একটি রহমাত, যাহা বনি আদম সংবরণ করিতে পারে না।'

বোনের মৃত্যুতে সবর

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবি সুলাইত (রাঃ) বলেন, আমি আবু আহমাদ ইবনে জাহাশ (রাঃ)কে দেখিয়াছি, হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ (রাঃ)এর খাটিয়া কাঁধে লইয়াছেন। অথচ তিনি অন্ধ ছিলেন, আর কাঁদিতেছিলেন। আর হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি যে, হে আবূ আহমাদ, খাটিয়ার নিকট হইতে সরিয়া দাঁড়াও, লোকদের কারণে তোমার কষ্ট হইবে।' লোকেরা হযরত যায়নাব (রাঃ)এর খাটিয়ার নিকট ভীড় জমাইয়া ছিল। হযরত আবূ আহমাদ (রাঃ) বলিলেন, হে ওমর, এই সেই মহিলা যাহার বরকতে আমরা সর্বপ্রকার মঙ্গল লাভ করিয়াছি। আর এই (কান্না) আমার অন্তর্জ্বালাকে ঠাণ্ডা করিবে।' হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, 'সংযত হও, সংযত হও।'

হযরত ওমর (রাঃ)এর মৃত্যুতে মুসলমানদের সবর

হযরত আহ্নাফ ইবনে কায়েস (রাঃ) বলেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি যে, "কুরাইশগণ সকল লোকের মাথা (অর্থাৎ সর্দার)। তাহাদের যে কেহ কোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করিবে লোকদের একদল ও তাহার পিছন পিছন উক্ত দরজা দিয়া প্রবেশ করিবে।" হযরত আহনাফ (রাঃ) বলেন, কিন্তু আমি তাঁহার ছুরিকাহত হইবার পূর্ব পর্যন্ত এই কথার মর্ম বুঝিতে পারি নাই। ছুরিকাহত হইবার পর যখন তাঁহার মৃত্যুর সময় সন্নিকট হইল, তিনি হযরত সুহাইব (রাঃ)কে তিন দিন লোকদের নামায পড়াইতে বলিলেন, এবং যতক্ষণ না লোকেরা কাহাকেও নিজেদের খলীফা নিযুক্ত করিয়া লয়, তাহাদিগকে খানা তৈয়ার করাইয়া খাওয়াইতে আদেশ করিলেন। অতএব তাহারা যখন তাঁহার জানাযা হইতে ফিরিলেন, খানা আনা হইল এবং দস্তরখানা বিছানো হইল। কিন্তু লোকেরা শোক–দুঃখের দরুন খাওয়া হইতে বিরত রহিল। হযরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রাঃ) বলিলেন, 'হে লোক সকল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর আমরা খাওয়া দাওয়া করিয়াছি। হযরত আবূবকর (রাঃ)এর ইন্তেকালের পরও আমরা খাওয়া দাওয়া করিয়াছি। খাওয়া ব্যতীত কোন উপায় নাই, কাজেই খাইতে আরম্ভ কর।' তারপর তিনি হাত বাড়াইলেন ও খাইতে আরম্ভ করিলেন। লোকেরাও হাত বাড়াইল ও খাইতে আরম্ভ করিল। আমি হযরত ওমর (রাঃ)এর কথা "কুরাইশগণ লোকদের মাথা" ইহার তাৎপর্য তখন বুঝিতে পারিলাম। (কান্য)

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর সান্ত্বনা দান

হযরত আবু উয়াইনাহ্ (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) যখন কোন শোকার্তকে সান্ত্বনা দিতেন তখন বলিতেন, সবর করিলে মুসীবত অবশিষ্ট থাকে না। আর অধৈর্যতার মধ্যে কোন ফায়েদা নাই। মৃত্যুর পূর্বাবস্থা অতি সহজ, কিন্তু মৃত্যুর পরবর্তীকাল অত্যন্ত কঠিন। তোমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হারানোর কথা স্মরণ কর, তোমাদের মুসীবাত হালকা হইয়া যাইবে এবং আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সওয়াবকে বাড়াইয়া দিবেন।'

হযরত আলী (রাঃ)এর সান্ত্বনা দান

সুফিয়ান (রহঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ) হযরত আশআস ইবনে কায়েস (রাঃ)কে তাহার ছেলের মৃত্যুতে সান্ত্বনা দিতে যাইয়া বলিলেন, যদি দুঃখ কর তবে রক্তের সম্পর্ক উহার হক রাখে। আর যদি সবর কর তবে তোমার ছেলের বদলা আল্লাহ্র নিকট পাইবে। অবশ্য যদি সবর কর তথাপি তক্দীরের লেখন তোমার উপর আসিবে, কিন্তু তুমি সাওয়াব পাইবে। আর যদি অধৈর্য হও তথাপি তক্দীরের লেখন তোমার উপর আসিবে, কিন্তু তুমি গুনাহ্গার হইবে।' (কান্য)

www.BANGLAKITAB.com

সর্বপ্রকার বালা-মুসীবতের উপর সবর করা

একজন আনসারী মহিলার সবর

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় থাকাকালীন একজন আনসারী মহিলা তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, এই খবীস (শয়তান বা জ্বীন) আমাকে কাহিল করিয়া দিয়াছে। তিনি বলিলেন, 'যদি এই অবস্থার উপর সবর করিয়া থাক তবে কেয়ামতের দিন তুমি এমন অবস্থায় উঠিবে যে, তোমার কোন গুনাহ্ অবশিষ্ট থাকিবে না ও তোমার কোন হিসাব হইবে না।' মহিলাটি বলিলেন, 'সেই পাক যাতের কসম, যিনি আপনাকে হক দিয়া পাঠাইয়াছেন, আমি আল্লাহ্র সাক্ষাৎ লাভ পর্যন্ত সবর করিব।' তারপর বলিলেন, কিন্তু আমার ভয় হয় যে, এই খবীস আমাকে উলঙ্গ করিয়া না দেয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার জন্য দোয়া করিলেন। ইহার পর যখনই উহা আসিবার আশঙ্কা হইত তিনি আসিয়া কাবা শরীফের গিলাফ ধরিতেন, আর উহাকে বলিতেন, 'অপদস্ত হ।' সুতরাং উহা চলিয়া যাইত।

আতা (রহঃ) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) আমাকে বলিলেন, তোমাকে বেহেশতী মেয়েলোক দেখাইব কি? আমি বলিলাম, অবশ্যই। তিনি বলিলেন, এই কৃষ্ণকায় মেয়ে লোকটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিল, 'আমি অজ্ঞান হইয়া যাই ও আমার ছতর খুলিয়া যায়, আমার জন্য দোয়া করুন।' তিনি বলিলেন, 'যদি চাহ সবর কর বেহেশত পাইবে। আর যদি চাহ আল্লাহ্র নিকট তোমার জন্য দোয়া করি তুমি রোগমুক্ত হইবে।' সে বলিল, না, বরং আমি সবর করিব; কিন্তু দোয়া করুন যেন আমার ছতর খুলিয়া না যায়। তিনি উহার জন্য দোয়া করিয়া দিলেন। বোখারী ও মুসলিম শরীফে এইরূপেই বর্ণিত হইয়াছে। অতঃপর ইমাম বোখারী (রহঃ) আতা (রহঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি সেই উম্মে যুফার (রাঃ)কে দেখিয়াছেন। লম্বা ও কৃষ্ণকায় একজন মেয়েলোক, কাবা শরীফের গিলাফের সহিত লাগিয়া রহিয়াছেন। (বিদায়াহ)

এক ব্যক্তির ঘটনা

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুগাফ্ফাল (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে,

জাহিলিয়্যাতের যুগে দেহপশারিনী এক মেয়েলোক ছিল। একবার তাহার পাশ দিয়া একলোক যাইতেছিল অথবা মেয়েটি লোকটির পাশ দিয়া যাইতেছিল, এমন সময় লোকটি তাহার দিকে হাত বাড়াইল। মেয়েটি বলিল, 'ছাড়, আল্লাহ্ তায়ালা শিরক্কে দূর করিয়া দিয়াছেন, ইসলাম আনয়ন করিয়াছেন।' (ইহা শুনিয়া) সে তাহাকে ছাড়িয়া দিল এবং তাহার দিকে দেখিতে দেখিতে ফিরিয়া চলিল। এরূপ চলিতে যাইয়া তাহার চেহারা একটি দেওয়ালের সহিত ধাক্কা লাগিল। অতঃপর সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া উক্ত ঘটনা বর্ণনা করিলে তিনি বলিলেন, 'তুমি এমন বান্দা যাহার জন্য আল্লাহ্ তায়ালা মঙ্গল চাহিয়াছেন। কারণ আল্লাহ্ তায়ালা যখন কোন বান্দার মঙ্গল চাহেন তখন তাহার গুনাহের শাস্তি জলদি (দুনিয়াতেই) দিয়া দেন। আর যখন তিনি কোন বান্দার অমঙ্গল চাহেন তখন তাহার গুনাহ্কে জমা করিয়া রাখেন, এবং কেয়ামতের দিন তাহাকে উহার সাজা দিবেন।

মুসীবতের ব্যাখ্যা

আব্দুল্লাহ্ ইবনে খলীফা (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ)এর সহিত একটি জানাযায় শরীক ছিলাম। তাঁহার জুতার ফিতা ছিড়িয়া গেলে তিনি ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন পড়িলেন। তারপর বলিলেন, যে কোন বিষয় তোমার খারাপ লাগে উহাই তোমার মুসীবাত।'

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব (রহঃ) বলেন, একবার হযরত ওমর (রাঃ)এর চটির ফিতা ছিড়িয়া গেলে তিনি ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন পড়িলেন। লোকেরা বলিল, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি চটির (সামান্য) ফিতার জন্য ইন্না লিল্লাহ পড়িতেছেন! তিনি বলিলেন, মুমিনের যে কোন বিষয় খারাপ লাগে উহাই মুসীবাত। (কান্য)

সবরের প্রতি উৎসাহ দান

আসলাম (রহঃ) বলেন, হযরত আবু ওবাইদাহ্ (রাঃ) রুমীদের বিপুল বাহিনী ও তাহাদের আক্রমণের আশংকা জানাইয়া হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট চিঠি লিখিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) জবাবে লিখিলেন, "আম্মা বাদ, মুমিন

WWW.BANGLAKITAB.COM

বান্দার উপর যখনই কোন কঠিন অবস্থা আসে আল্লাহ্ তায়ালা উহার পর মুক্তির পথ খুলিয়া দেন। এক কষ্ট, দুই স্বস্তির উপর প্রবল হইতে পারে না। আল্লাহ্ তায়ালা আপন কিতাবে বলিতেছেন,—

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! স্বয়ং ধৈর্য অবলম্বন কর ও জেহাদে ধৈর্য রাখ এবং জেহাদের জন্য প্রস্তুত থাক। আর আল্লাহ্কে ভয় করিতে থাক, যেন তোমরা পূর্ণ সফলকাম হও। (কান্‌য)

হযরত ওসমান (রাঃ)এর সবর

আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী (রহঃ) বলেন, হযরত ওসমান (রাঃ)এর মধ্যে এমন দুইটি জিনিষ ছিল যাহা হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ)এর মধ্যে ছিল না। এক, নিজের জানের উপর এমন ধৈর্য যে, শেষ পর্যন্ত মজলুম অবস্থায় শহীদ হইয়া গেলেন। দুই, এক কোরআনের উপর সকলকে একত্রিত করা। (আবু নুআঈম)

শোকর

সাইয়্যেদিনা হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শোকর

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার বাহির হইয়া নিজের ছোট কামরার দিকে গেলেন এবং ভিতরে প্রবেশ করিয়া কেবলামুখী হইলেন ও সেজদায় পড়িয়া গেলেন। এত দীর্ঘ সেজদা করিলেন যে, আমি ভাবিলাম, আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহাকে সেজদারত অবস্থায় (দুনিয়া হইতে) উঠাইয়া লইয়া গিয়াছেন। আমি তাঁহার নিকটবর্তী হইয়া বসিলাম। তিনি মাথা উঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কে? আমি বলিলাম, আব্দুর রহমান। তিনি বলিলেন, তোমার কি হইয়াছে? আমি বলিলাম,

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এরূপ সেজদা করিয়াছেন যে, আমার আশঙ্কা হইতে লাগিল যে, হয়ত বা আল্লাহ্ তায়ালা আপনাকে সেজদারত অবস্থায় (দুনিয়া হইতে) উঠাইয়া লইয়া গিয়াছেন। তিনি বলিলেন, জিব্রাঈল (আঃ) আসিয়া আমাকে সুসংবাদ দিয়াছেন যে, আল্লাহ্ আযযা ওয়া জাল্লা বলিতেছেন, যে ব্যক্তি তোমার উপর দরূদ পড়িবে আমি তাহার উপর রহমত নাযিল করিব। আর যে কেহ তোমাকে সালাম দিবে আমি তাহাকে সালাম দিব।" সুতরাং আমি উহার শোকর আদায়ের উদ্দেশ্যে আল্লাহকে সেজদা করিলাম। (আহমাদ)

হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া দেখিলাম, তিনি নামাযে দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি সোবহে সাদেক পর্যন্ত দাঁড়াইয়াই রহিলেন। অতঃপর এরূপ সেজদা করিলেন যে, আমার মনে হইল, সেজদার ভিতর তাঁহাকে (দুনিয়া হইতে) উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে। তারপর (সেজদা হইতে উঠিয়া) তিনি বলিলেন, জান কি, ইহা কিসের জন্য? আমি বলিলাম, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলই ভাল জানেন। তিনি তিনবার অথবা চারবার একই কথা পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিলেন, "আমার পরওয়ারদিগার যতক্ষণ চাহিয়াছেন আমি নামায পড়িয়াছি। অতঃপর আমার নিকট আমার পরওয়ারদিগার আসিয়াছেন। (অর্থাৎ তাহার খাছ তাজাল্লী হইয়াছে অথবা তাহার পক্ষ হইতে কোন ফেরেশতা আসিয়াছেন।)তিনি আমাকে (দীর্ঘ কথাবার্তার পর) সর্বশেষ বলিয়াছেন, "তোমার উম্মাত সম্পর্কে কি করিব? "আমি বলিয়াছি, "আয় পরওয়ারদিগার, আপনিই ভাল জানেন।" তিনি তিন অথবা চার বার এই কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া সর্বশেষ আবার বলিলেন, "তোমার উম্মাত সম্পর্কে কি করিব?" আমি বলিলাম, "আয় পরওয়ারদিগার, আপনিই ভাল জানেন।" তিনি বলিলেন, "আমি তোমার উম্মাতের ব্যাপারে তোমাকে দুঃখ দিব না।" এই জন্য আমি আমার পরওয়ারদিগারের উদ্দেশ্যে সেজদা করিলাম। আমার পরওয়ারদিগার গুণগ্রাহী, তিনি শোকর গুযারদিগকে ভালবাসেন। (তাবরানী)

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবি বকর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া দেখিলাম, তাঁহার উপর ওহী নাযিল হইতেছে। ওহী নাযিল হওয়া শেষ হইলে তিনি

www.BANGLAKITAB.com

হযরত আয়েশা (রাঃ)কে বলিলেন, আমার চাদর দাও।” তারপর তিনি বাহির হইয়া মসজিদে গেলেন। দেখিলেন, সেখানে কিছু লোক বসিয়া আছে। তাহারা ব্যতীত মসজিদে আর কেহ নাই। তিনি তাহাদের এক পার্শ্বে বসিয়া গেলেন। উক্ত মজলিসের আলোচনাকারী তাহার আলোচনা শেষ করিলে তিনি সূরা আলিফ লা–ম মী–ম সেজদা পড়িতে আরম্ভ করিলেন। তারপর এত দীর্ঘ সেজদা করিলেন যে, দুই মাইল দূর হইতেও লোক আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং (চারিদিকে) লোকদের মধ্যে তাঁহার সেজদা সম্পর্কে আলোচনা হইতে লাগিল (ও লোকজন সমবেত হইতে লাগিল)। এতলোকের সমাগম হইল যে, মসজিদ সংকুলান হইতেছিল না। হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁহার ঘরের লোকদের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে, তোমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাযির হও, কারণ, আমি আজ তাহার এমন অবস্থা দেখিতেছি যাহা পূর্বে কখনও দেখি নাই। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা উঠাইলে হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আপনি এত দীর্ঘ সেজদা করিয়াছেন ! তিনি বলিলেন, আমার পরওয়ারদিগার আমাকে আমার উম্মাত সম্পর্কে যাহা দান করিয়াছেন উহার শোকর হিসাবে তাঁহাকে সেজদা করিয়াছি। (আমার উম্মতের) সত্তর হাজার বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করিবে। হযরত আবূ বকর (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আপনার উম্মাত তো ইহা অপেক্ষা অধিক ও উত্তম। আপনি যদি আরো বেশী চাহিতেন। তিনি দুই বার অথবা তিনবার পুনঃ পুনঃ চাহিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমার পিতা–মাতা আপনার উপর কোরবান হউক, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আপনার (সম্পূর্ণ) উম্মাতই আপনি চাহিয়া লইয়াছেন। (তাবরানী)

বিকলাঙ্গকে দেখিয়া শোকর

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, বিকলাঙ্গ এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দিয়া গেল। তিনি সওয়ারী হইতে নামিয়া সেজদায় পড়িয়া গেলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) তাহার নিকট দিয়া অতিক্রম করিলেন এবং সওয়ারী হইতে নামিয়া সেজদায় গেলেন। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) তাহার নিকট দিয়া গেলেন, এবং তিনিও সওয়ারী হইতে নামিয়া সেজদায় গেলেন। (তাবরানী)

মৌখিক শোকর

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার তাঁহার পরিবার হইতে এক জামাত পাঠাইলেন এবং বলিলেন, আয় আল্লাহ্ (আপনি যদি) ইহাদিগকে নিরাপদে ফিরাইয়া আনেন তবে আমি আপনার উপযুক্ত শোকর আদায় করিব। তারপর তাহারা কিছুদিনের মধ্যে নিরাপদে ফিরিয়া আসিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন,—

الحمد لله على سابغ نعم الله

অর্থ ঃ আল্লাহর সর্বাঙ্গীন সকল নেয়ামতের উপর আল্লাহ্রই জন্য সকল প্রশংসা। আমি বলিলাম, আপনি না বলিয়াছিলেন যে, যদি আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে নিরাপদে ফিরাইয়া আনেন তবে তাঁহার উপযুক্ত শোকর আদায় করিব? তিনি বলিলেন, আমি কি তাহা আদায় করি নাই? (কান্য)

সাহাবা (রাঃ)দের শোকর

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর দেওয়া একটি খেজুরের উপর শোকর

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একজন ভিখারী আসিল। তিনি তাহাকে একটি খেজুর দিতে বলিলেন। সে খেজুরটি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। তারপর আরেক জন আসিল। তিনি তাহাকে একটি খেজুর দিতে বলিলেন। সে (খেজুর লইয়া শোকর সূচক) বলিল, সুবহানাল্লাহ্, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হইতে একটি খেজুর ! তিনি বাঁদীকে বলিলেন, যাও, উম্মে সালামাকে বল, তাহার নিকট যে চল্লিশটি দেরহাম রাখা আছে তাহা যেন ইহাকে দিয়া দেয়।

হযরত হাসান (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একজন ভিখারী আসিল। তিনি তাহাকে একটি খেজুর দিলেন। সে ব্যক্তি (তাচ্ছিল্যের সুরে) বলিল, সুবহানাল্লাহ্ নবীকুলের এক নবী একটি মাত্র খেজুর সদকা করিতেছে ! নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি কি জান না ইহার ভিতর বহু যার্রা বিদ্যমান আছে? তারপর আরেকজন আসিয়া চাহিল। তিনি তাহাকে একটি খেজুর দিলেন। সে বলিল, নবী কুলের

www.BANGLAKITAB.com

এক নবীর পক্ষ হইতে একটি খেজুর! যতদিন জীবিত থাকিব এই খেজুর আমার নিকট হইতে পৃথক হইবে না, আমি সারা জীবন ইহার বরকত লইব। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে আরো কিছু দিতে আদেশ করিলেন। অতঃপর অল্প কিছু দিনের ভিতর সে ধনী হইয়া গেল। (কান্‌য)

হযরত ওমর (রাঃ)এর শোকর

সুলাইমান ইবনে ইয়াসার (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) দাজ্‌নান নামক স্থান অতিক্রম কালে বলিলেন, এই জায়গায় একদিন আমি খাত্তাবের জানোয়ার চরাইতাম। খোদার কসম, আমার জানা মতে সে (অর্থাৎ খাত্তাব) অত্যন্ত কঠিন মেজাজ ও কঠোর ভাষী ছিল। আর আজ আমি উম্মাতে মুহাম্মাদীর দায়ীত্ব গ্রহণ করিয়াছি। তারপর উপমাস্বরূপ এই কবিতা আবৃত্তি করিলেন—

لَا شَیْءَ فِیْمَا تَرٰی اِلَّا بَشَاشَتُهٗ   یَبْقَی الْاِلٰهُ وَیُوْدِی الْمَالُ وَالْوَلَدُ

অর্থাৎ—যাহা কিছু তুমি দেখিতেছ তাহা উহার চাকচিক্য–বৈ কিছুই নহে, শুধু আল্লাহ্ বাকী থাকিবেন। আর মাল–আওলাদ সবই ধ্বংস হইয়া যাইবে।

তারপর 'চল' বলিয়া নিজের উটকে হাঁকাইলেন।

বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি যদি দুইটি বাহন পাইতাম, একটি শোকরের ও অপরটি সবরের, তবে নির্দ্বিধায় যে কোন একটিতে সওয়ার হইয়া যাইতাম।

হযরত ওমর (রাঃ) কর্তৃক নেয়ামতের পরিচয় দান ও উহার শোকরের প্রতি উৎসাহ দান

ইকরামা (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) একজন কুষ্ঠ, অন্ধ, বধির ও বোবা লোকের নিকট দিয়া যাইবার সময় নিজের সঙ্গীদিগকে বলিলেন, তোমরা এই লোকটির মধ্যে আল্লাহ্ তায়ালার কোন নেয়ামত দেখিতে পাইতেছ কি? তাহারা বলিল, না। তিনি বলিলেন, নিশ্চয়ই তাহার মধ্যে আল্লাহ্‌র নেয়ামত বিদ্যমান আছে। তোমরা দেখিতেছনা, সে অনায়াসে প্রস্রাব করিতে

পারে এবং সহজে তাহার প্রস্রাব নির্গত হইয়া যায়? ইহাও আল্লাহ্ তায়ালার একটি নেয়ামত। (কান্‌য)

ইব্রাহীম (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) শুনিতে পাইলেন, এক ব্যক্তি এরূপ দোয়া করিতেছে, আয় আল্লাহ্, আমি চাহি যে, আমার জান ও মাল আপনার রাস্তায় শেষ হইয়া যাক। তিনি বলিলেন, তোমরা কি চুপ থাকিতে পার না? যদি পরীক্ষা আসে তবে সবর করিবে। আর যদি নিরাপদ থাক তবে শোকর করিবে।

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি শুনিয়াছেন, হযরত ওমর (রাঃ)কে কেহ সালাম দিল। তিনি তাহার সালামের জবাব দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন আছ? সে বলিল, আপনার নিকট আল্লাহ্‌র প্রশংসা করিতেছি? হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, আমি তোমার নিকট ইহারই আশা করিয়াছি। (কান্‌য)

হাসান বিসরী (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)এর নিকট চিঠি লিখিলেন যে, দুনিয়ার রিযিকের উপর সন্তুষ্ট থাক। কারণ পরম করুণাময় পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে কোন কোন বান্দার রিযিককে অপর বান্দা অপেক্ষা বাড়াইয়া দিয়াছেন। যাহার রিযিক বাড়াইয়া দিয়াছেন, তাহাকে পরীক্ষা করিতে চাহেন যে, সে কিরূপ শোকর করে। আর আল্লাহ্‌র শোকর এই যে, তাহার দেওয়া রিযিক ও নেয়ামতের মধ্যে তিনি যে হক নির্ধারণ করিয়াছেন উহা আদায় করা। অপর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, শোকরকারীগণ বর্ধিত নেয়ামতপ্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং (তোমরা শোকর করিয়া) বর্ধিত নেয়ামত অন্বেষণ কর। কারণ আল্লাহ্ তায়ালা বলিয়াছেন,—

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ

অর্থ ঃ যদি তোমরা শোকর কর তবে তোমাদিগকে অধিক নেয়ামত দান করিব।

www.BANGLAKITAB.com

হযরত ওসমান (রাঃ)এর শোকর

সুলাইমান ইবনে মূসা (রহঃ) বলেন, হযরত ওসমান ইবনে আফ্ফান (রাঃ)কে সংবাদ দেওয়া হইল যে, কতিপয় লোক খারাপ কাজে লিপ্ত হইয়াছে। তিনি তাহাদের উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন। আসিয়া দেখিলেন, তাহারা পূর্বেই সরিয়া পড়িয়াছে। তিনি সেখানে (তাহাদের সরাব পানের ন্যায়) খারাপ কাজের চিহ্ন দেখিতে পাইলেন। তবে খারাপ কাজে লিপ্ত অবস্থায় তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ না হওয়ার উপর আল্লাহ্ তায়ালার প্রশংসা করিলেন ও (শুকরিয়া স্বরূপ) একটি গোলাম আযাদ করিলেন।

শোকর সম্পর্কে হযরত আলী (রাঃ)এর উক্তি

হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, নেয়ামত শোকরের সহিত সংযুক্ত, আর শোকর নেয়ামত বৃদ্ধির সহিত সংশ্লিষ্ট। উভয়ই একই দড়িতে বাঁধা। যতক্ষণ বান্দার পক্ষ হইতে শোকর বন্ধ না হয় আল্লাহর পক্ষ হইতে নেয়ামত বৃদ্ধিও বন্ধ হয় না।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ) বলিয়াছেন, এমন কখনও হয় না যে, আল্লাহ্ তায়ালা (কাহারো জন্য) শোকরের দ্বার উন্মুক্ত করিলেন আর (নেয়ামত) বৃদ্ধির দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন, দোয়ার দ্বার উন্মুক্ত করিলেন, আর কবুলের দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন, তাওবার দ্বার উন্মুক্ত করিলেন আর মাগফিরাতের দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। আমি তোমাদের সম্মুখে (ইহার স্বপক্ষে) আল্লাহ্র কিতাব হইতে তেলাওয়াত করিতেছি। আল্লাহ্ তায়ালা বলিতেছেন,—

ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

অর্থাৎ তোমরা আমার নিকট দোয়া কর, আমি তোমাদের দোয়া কবুল করিব।

তিনি বলিতেছেন—

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

অর্থ ঃ যদি তোমরা শোকর কর তবে তোমাদিগকে অধিক নেয়ামত দান করিব।

তিনি বলিতেছেন—

اذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ

অর্থ ঃ তোমরা আমার স্মরণ কর আমিও তোমাদিগকে স্মরণ রাখিব।

তিনি আরও বলিতেছেন—

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا

অর্থ ঃ আর যে ব্যক্তি কোন দুস্কর্ম করে, অথবা নিজ নফসের উপর জুলুম করে, অতঃপর আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে তবে সে আল্লাহ্কে অতীব ক্ষমাশীল, পরম করুণাময় পাইবে। (কান্‌য)

শোকর সম্পর্কে হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর উক্তি

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিয়াছেন, কোন রাত্র বা সকাল আমার এরূপ কাটে যে, লোকেরা আমার উপর অবাঞ্ছিত কোন মুসীবত আসিতে না দেখে, ইহাকে আমি আমার উপর আল্লাহ তায়ালার বড় নেয়ামত মনে করি। তিনি আরও বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি খানা–পিনা ব্যতীত আল্লাহ্ তায়ালার আর কোন নেয়ামত নিজের উপর দেখিতে পায় না তাহার জ্ঞান কমিয়া গিয়াছে ও আযাব উপস্থিত হইয়া গিয়াছে।

হযরত আয়েশা (রাঃ)এর উক্তি

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, যে কোন বান্দা বিশুদ্ধ পানি পান করিল, আর তাহা অনায়াসে ভিতরে প্রবেশ করিল, এবং (পুনরায়) অনায়াসে তাহা শরীর হইতে বাহির হইল, তাহার উপর শোকর করা ওয়াজিব হইয়া গেল। (কান্‌য)

WWW.BANGLAKITAB.com

হযরত আসমা (রাঃ)এর উক্তি

হযরত আসমা বিনতে আবি বকর (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর (রাঃ)এর শাহাদাতের পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেওয়া কোন জিনিষ তাঁহার নিকট হইতে হারাইয়া গেল। তিনি উহা তালাশ করিতে লাগিলেন। তারপর যখন পাইলেন তখন (শোকর আদায়ের উদ্দেশ্যে) সেজদায় পড়িয়া গেলেন। (তাবরানী)

আজর বা সওয়াবের প্রতি আগ্রহ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সওয়াবের প্রতি আগ্রহ

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, বদর যুদ্ধে আমাদের প্রতি তিনজনের জন্য একটি করিয়া উট ছিল। হযরত আবু লুবাবাহ্ (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত একই উটে শরীক ছিলেন। একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পায়দল চলিবার পালা আসিলে তাহারা দুইজন বলিলেন, আপনার পরিবর্তে আমরা পায়দল চলিব। তিনি বলিলেন, তোমরা আমার অপেক্ষা শক্তিশালী নহ, আর আমি তোমাদের অপেক্ষা সওয়াবের কম আগ্রহী নহি। (বিদায়াহ)

সাহাবা (রাঃ)দের সওয়াবের প্রতি আগ্রহ

সাহাবা (রাঃ)দের বসিয়া অপেক্ষা দাঁড়াইয়া নামায পড়িবার প্রতি আগ্রহ

হযরত মুত্তালিব ইবনে আবি ওদাআহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বসিয়া নামায পড়িতে দেখিয়া বলিলেন, বসিয়া নামায আদায়কারী, দাঁড়াইয়া নামায আদায়কারীর অর্ধেক সওয়াব পাইবে। (ইহা শুনিয়া) লোকেরা দাঁড়াইয়া নামায আদায়ের প্রতি আগ্রহী হইয়া পড়িল।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় আগমন করিলেন, তখন উহা জ্বর উপদ্রুত এলাকা ছিল। লোকজন জ্বরাক্রান্ত হইয়া পড়িল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে

প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, লোকেরা বসিয়া বসিয়া নামায আদায় করিতেছে। তিনি বলিলেন, বসিয়া নামায আদায়কারী দাঁড়াইয়া নামায আদায়কারীর অর্ধেক সওয়াব পাইবে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় আসিলেন তখন তিনি ও তাঁহার সাহাবা (রাঃ) মদীনার জ্বরে আক্রান্ত হইলেন এবং তাহারা এই রোগে অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িলেন। তারপর আল্লাহ্ তায়ালা আপন নবী হইতে এই জ্বর দূর করিয়া দিলেন। কিন্তু সাহাবা (রাঃ) (দুর্বলতার দরুন) বসিয়া নামায আদায় করিতেন। একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাদিগকে এইরূপে নামায পড়িতে দেখিয়া বলিলেন, জানিয়া রাখ, বসিয়া নামায আদায়কারী দাঁড়াইয়া নামায আদায়কারীর অর্ধেক সওয়াব পাইবে। (ইহা শুনিয়া) মুসলমানগণ অধিক সওয়াবের আশায় দুর্বলতা ও রোগ সত্বেও দাঁড়াইয়া নামায আদায়ের কষ্ট করিতে লাগিলেন। (বিদায়াহ)

হযরত রবীআহ (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত রাবীআহ্ ইবনে কা'ব (রাঃ) বলেন, আমি সারাদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করিতাম। তারপর এশার নামায পড়িয়া যখন তিনি ঘরে প্রবেশ করিতেন তখন আমি তাঁহার ঘরের দরজায় এই আশায় বসিয়া থাকিতাম যে, হয়ত আল্লাহ্র রাসূলের কোন প্রয়োজন হইতে পারে। সেখানে বসিয়া আমি শুনিতে পাইতাম যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারংবার সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী পড়িতেছেন। তারপর একসময় আমি নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতাম অথবা আমার চোখে ঘুম চাপিয়া আসিত আর আমি ঘুমাইয়া পড়িতাম। একদিন তিনি আমার প্রতি তাঁহার হক মনে করিয়া ও আমার খেদমত দেখিয়া বলিলেন, হে রাবীআহ্ ইবনে কা'ব, আমার নিকট চাহ, আমি তোমাকে দিব। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমার বিষয়ে আমি একটু ভাবিয়া দেখি। তারপর আপনাকে তাহা জানাইব। অতঃপর আমি মনে মনে ভাবিয়া দেখিলাম, দুনিয়া তো দূর হইয়া যাইবে শেষ হইয়া যাইবে, এবং আমি এখানে যথেষ্ট পরিমাণ রিযিক পাইতেছি

WWW.BANGLAKITAB.COM

ও পাইতে থাকিব। তারপর ভাবিলাম, আমি আল্লাহর রাসূলের নিকট আমার আখেরাতের জন্য চাহিব। কারণ তিনি আল্লাহ্র নিকট অতি উচ্চাসনে আসীন। সুতরাং আমি তাঁহার নিকট আসিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে রাবীআহ্, কি স্থির করিয়াছ? আমি বলিলাম, জ্বি হাঁ, আমি আপনার নিকট ইহাই চাহি যে, আপনি আমার জন্য আপনার পরওয়ারদিগারের নিকট সুপারিশ করিবেন যেন তিনি আমাকে আগুন হইতে মুক্তিদান করেন। তিনি বলিলেন, রাবীআহ্, কে তোমাকে এমন কথা শিখাইয়াছে? আমি বলিলাম, না, সেই পাক যাতের কসম, যিনি আপনাকে হক্ব দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, আমাকে কেহ শিখায় নাই। তবে আপনি যখন আমাকে বলিলেন, "আমার নিকট চাহ, আমি তোমাকে দিব," আর আপনি আল্লাহ্র নিকট অতি উচ্চাসনে আসীন, তখন আমি আমার এই বিষয়ে ভাবিয়া দেখিলাম, দুনিয়া তো দূর হইয়া যাইবে ও শেষ হইয়া যাইবে। আর এখানে আমার রিযিক আমার নিকট আসিতে থাকিবে। সুতরাং ভাবিলাম, আল্লাহর রাসূলের নিকট আমার আখেরাতের জন্য চাহিব। হযরত রাবীআহ্ (রাঃ) বলেন, শুনিয়া তিনি দীর্ঘক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলেন। তারপর বলিলেন, আমি (তাহাই) করিব তবে তুমি অধিক পরিমাণে সেজদা (অর্থাৎ নামায আদায়) করিয়া আমাকে তোমার স্বপক্ষে সাহায্য কর।

মুসলিম শরীফের এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, হযরত রাবীআহ্ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট রাত্রি যাপন করিতাম, এবং তাঁহার ওযুর পানি আনিয়া দিতাম ও অন্যান্য কাজ করিয়া দিতাম। তিনি (একদিন) আমাকে বলিলেন, 'আমার নিকট চাহ। আমি বলিলাম, 'বেহেশ্তে আপনার সঙ্গলাভ চাহি।' তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা ব্যতীত আর কিছু কি? আমি বলিলাম, ইহাই চাহি। তিনি বলিলেন, তুমি অধিক পরিমাণ সেজদা (অর্থাৎ–নামায আদায়) করিয়া আমাকে তোমার স্বপক্ষে সাহায্য কর। (তারগীব)

হযরত আবদুল জাব্বার ইবনে হারেস (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আব্দুল জাব্বার ইবনে হারেস ইবনে মালেক হাদাসী ও মানারী (রাঃ) বলেন, আমি 'সারাত' এলাকা হইতে প্রতিনিধি স্বরূপ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলাম। আমি নবী করীম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরবীয় কায়দায় "আন্‌ঈম সাবাহান" (অর্থাৎ সুপ্রভাত) বলিয়া অভিবাদন" করিলাম। তিনি বলিলেন, 'আল্লাহ্ আয্‌যা ও জাল্লা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁহার উম্মাতকে ইহার পরিবর্তে সালাম দান করিয়াছেন, সুতরাং তাহারা পরস্পর সালাম করিয়া থাকে।' আমি বলিলাম, 'আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি জবাব দিলেন, ওয়া আলাইকাস্‌সলাম। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি? আমি বলিলাম, জাব্বার ইবনে হারেস। তিনি বলিলেন, 'তুমি আব্দুল জাব্বার ইবনে হারেস।' আমি বলিলাম, 'আমি আব্দুল জাব্বার ইবনে হারেস।' অতঃপর আমি ইসলাম গ্রহণ করিলাম ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বাইআত হইলাম। আমার বাইআতের পর কেহ তাঁহাকে বলিল যে, এই মানারী তাহার কাওমের ঘোড় সওয়ারদের এক জন। অতএব রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে একটি ঘোড়া দান করিলেন। আমি তাঁহার নিকট থাকিয়া তাঁহার সহিত জেহাদে শরীক হইতাম। একদিন তিনি আমার ঘোড়ার ডাক শুনিতে না পাইয়া বলিলেন, কি ব্যাপার, হাদাসী লোকটির ঘোড়ার ডাক শুনিতে পাই না? আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, জানিতে পারিলাম, উহার ডাকে আপনার কষ্ট হয়, কাজেই আমি উহাকে খাসী করিয়া দিয়াছি। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোড়া খাসী করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। তারপর আমাকে কেহ বলিল, তোমার চাচাতো ভাই তামীম দারীর ন্যায় তুমিও যদি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে লিখিত কোন পরওয়ানা চাহিয়া লইতে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কি নগদ (এই দুনিয়ার কোন বিষয়) চাহিয়াছেন, না বাকী (আখেরাতের কোন বিষয়) চাহিয়াছেন? তাহারা বলিল, বরং তিনি নগদ (দুনিয়ার কোন বিষয়) চাহিয়াছেন। আমি বলিলাম, নগদ (দুনিয়া) হইতেই তো আমি বিমুখ হইয়া আসিয়াছি। তবে আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ইহাই চাহিব যেন আগামীকাল (অর্থাৎ কেয়ামতের দিন) আল্লাহ্র সম্মুখে তিনি আমাকে সাহায্য করেন। (মুন্‌তাখাব)

হযরত আমর ইবনে তাগলিব (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত আম্‌র ইবনে তাগ্‌লিব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.BANGLAKITAB.com

ওয়াসাল্লাম কিছু লোককে দিলেন আর কিছু লোককে দিলেন না। যাহাদিগকে দেন নাই তাহারা যেন অসন্তুষ্ট হইল। তিনি বলিলেন, "আমি একদল লোককে তাহাদের অস্থিরতা ও অধৈর্যতার আশঙ্কায় দিয়া থাকি; আর একদল লোককে তাহাদের অন্তরে আল্লাহর দেওয়া পুণ্য ও অভাবশূন্যতার উপর ভরসা করিয়া ছাড়িয়া দেই। আম্র ইবনে তাগলিব সেই সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত।" হযরত আম্র (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কথার বিনিময়ে আমি লাল বর্ণের উটও পছন্দ করিব না। (বিদায়াহ)

হযরত আলী ও হযরত ওমর (রাঃ)এর ঘটনা

আম্র ইবনে হাম্মাদ (রহঃ) বলেন, আমার নিকট এক ব্যক্তি বর্ণনা করিয়াছে যে, হযরত আলী ও হযরত ওমর (রাঃ) তওয়াফ শেষে বাহির হইয়া আসিয়া দেখিলেন, এক বেদুঈন তাহার মাকে নিজ পিঠের উপর বহন করিয়া এইরূপ ছড়া আবৃত্তি করিতে করিতে যাইতেছে,—

اَنَا مَطِيَّتُهَا لَا اَنْفِرُ ؛ وَاِذَا الرِّكَابُ ذُعِرَتْ لَا اَذْعَرُ

وَمَا حَمَلَتْنِىْ وَاَرْضَعَتْنِىْ اَكْثَرُ ؛ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ

অর্থ ঃ আমি তাহার এমন বাহন যে লাফালাফি করে না, যখন (লোকদের) বাহনগুলি ভীত হয় তখন আমি ভীত হই না, তিনি আমাকে যে পরিমাণ বহন করিয়াছেন ও দুধ পান করাইয়াছেন তাহা ইহা অপেক্ষা অধিক, লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক।

হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, হে আবু হাফস, চলুন, আমরাও তওয়াফ করি, হয়ত রহমত নাযিল হইবে আর আমাদিগকেও শামিল করিয়া লইবে। সেই ব্যক্তি মাকে পিঠে লইয়া তওয়াফ করিতে আরম্ভ করিল ও ছড়া পড়িতে লাগিল,—

اَنَا مَطِيَّتُهَا لَا اَنْفِرُ ؛ وَاِذَا الرِّكَابُ ذُعِرَتْ لَا اَذْعَرُ

وَمَا حَمَلَتْنِىْ وَاَرْضَعَتْنِىْ اَكْثَرُ ؛ لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ

হযরত আলী (রাঃ) (তাহার প্রতি উত্তরে) বলিতে লাগিলেন,—

اِنْ تَبَرَّهَا فَاللّٰهُ اَشْكَرُ ؛ يَجْزِيْكَ بِالْقَلِيْلِ الْاَكْثَرُ

অর্থ ঃ যদি তুমি তাহার সহিত সদ্ব্যবহার কর তবে আল্লাহ তায়ালা উহার সমুচিৎ মূল্য দানকারী, তোমাকে অল্পের বিনিময়ে তিনি অনেক সওয়াব দান করিবেন। (কান্‌য)

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর ঘটনা

মাইমূন ইবনে মেহরান (রহঃ) বলেন, (খারেজী নেতা) নাজদাহ্ হারুরী'র অনুচরগণ হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) উটের পালের নিকট দিয়া যাইবার সময় উটগুলি হাঁকাইয়া লইয়া গেল। রাখাল আসিয়া বলিল, হে আবু আব্দির রহমান, উটের পরিবর্তে সওয়াবের আশা করুন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, উহার কি হইয়াছে? সে বলিল, নাজ্দার অনুচরগণ নিকট দিয়া যাইবার সময় সেগুলি লইয়া গিয়াছে। তিনি বলিলেন, তোমাকে রাখিয়া শুধু উট কিরূপে লইয়া গেল? সে বলিল, তাহারা আমাকেও ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল, কিন্তু আমি তাহাদের হাত হইতে পালাইয়া আসিয়াছি। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি তাহাদের সহিত না যাইয়া আমার নিকট কেন আসিয়াছ? সে বলিল, যেহেতু আপনি আমার নিকট তাহাদের অপেক্ষা অধিক প্রিয়। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আল্লাহর কসম, যিনি ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নাই, সত্যই কি আমি তাহাদের অপেক্ষা তোমার নিকট অধিক প্রিয়? সে (জবাবে) উহার উপর কসম খাইল। তিনি বলিলেন, আমি উট সহ তোমার ব্যাপারেও সওয়াবের আশা করিতেছি। তারপর তাহাকে (গোলামী হইতে) মুক্ত করিয়া দিলেন। অতঃপর কিছুদিন অতিবাহিত হইয়া গেলে এক ব্যক্তি আসিয়া তাহার সেই উটের নাম উল্লেখ করিয়া বলিল, আপনার সেই উট লইতে চাহেন কি? আপনার সেই উট বাজারে বিক্রয় হইতেছে। তিনি বলিলেন, আমার চাদর দাও। তারপর চাদর কাঁধে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পরক্ষণেই আবার বসিয়া গেলেন ও চাদর রাখিয়া দিলেন। তারপর বলিলেন, আমি তো সওয়াবের আশা করিয়াছি, সুতরাং আবার কেন উহা চাহিব! (আবু নুআঈম)

www.BANGLAKITAB.com

সওয়াবের আশায় বিবাহ করা

হযরত আম্র ইবনে দীনার (রাঃ) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) চাহিলেন, বিবাহ করিবেন না। কিন্তু হযরত হাফসা (রাঃ) বলিলেন, বিবাহ কর। যদি তোমার সন্তান হইয়া মারা যায় তবে তুমি সওয়াব পাইবে। আর যদি তাহারা বাঁচিয়া থাকে তবে তোমার জন্য আল্লাহ্র নিকট দোয়া করিবে। (ইবনে সা'দ)

হযরত আম্মার (রাঃ)এর সওয়াবের আশা

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আব্যা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) সিফ্ফীনের (যুদ্ধের) দিকে চলিতে চলিতে ফোরাত নদীর তীরে পৌঁছিয়া বলিয়াছেন, আয় আল্লাহ্, আমি যদি জানিতাম যে, এই পাহাড় হইতে নিজেকে নিক্ষেপ করিয়া পড়িয়া গেলে আপনি আমার উপর সন্তুষ্ট হইবেন তবে আমি তাহাই করিতাম। আর যদি জানিতাম যে, বিরাট অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া উহাতে ঝাপাইয়া পড়িলে আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন তবে আমি তাহাই করিতাম। আয় আল্লাহ্, যদি জানিতাম, নিজেকে পানিতে ফেলিয়া ডুবাইয়া দিলে আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন তবে তাহাই করিতাম। আমি একমাত্র আপনার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে লড়াই করিব। যেহেতু আপনার সন্তুষ্টি লাভই আমার উদ্দেশ্য সেহেতু আশা করি আমাকে বঞ্চিত করিবেন না। (ইবনে সা'দ)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)এর সওয়াবের আশা

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আম্র ইবনে আস (রাঃ) বলিয়াছেন, অদ্যকার কোন নেক আমল আমার নিকট রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে উহার দ্বিগুণ আমল অপেক্ষা পছন্দনীয়। কারণ আমরা যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম তখন আখেরাত আমাদিগকে চিন্তাযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিল, দুনিয়া আমাদিগকে চিন্তাযুক্ত করে নাই। আর আজ দুনিয়া আমাদের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। (অর্থাৎ—তখনকার যুগে নেক আমল কোন কঠিন বিষয় ছিল না কিন্তু বর্তমানে নেক আমল করা অত্যন্ত দুরূহ ও কঠিন, আর কঠিন কাজে সওয়াব বেশী।) (আবু নুআঈম)

এবাদতে পরিশ্রম

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এবাদতে পরিশ্রম

হযরত আয়েশা (রাঃ)এর বর্ণনা

আলকামাহ্ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি (এবাদতের জন্য) কোন বিশেষ দিন পালন করিতেন? তিনি বলিলেন, না। তাহার সকল আমলই নিয়মিত ছিল। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহা পারিতেন, তোমাদের কে তাহা পারিবে?

হযরত মুগীরাহ (রাঃ)এর বর্ণনা

হযরত মুগীরাহ্ ইবনে শো'বা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে এত দীর্ঘ কেয়াম করিলেন যে, তাহার পাদ্বয় ফাটিয়া গেল। তাঁহাকে বলা হইল, আল্লাহ্ তায়ালা কি আপনার অতীত ভবিষ্যতের সকল গুনাহ মাফ করিয়া দেন নাই? তিনি বলিলেন, আমি কি শোকর গুযার বান্দা হইব না। (বিদায়াহ)

সাহাবা (রাঃ)দের এবাদতে পরিশ্রম

হযরত ওসমান (রাঃ)এর পরিশ্রম

যুবাইর ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রহঃ) তাহার রুহাইমাহ্ নামক এক দাদি হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত ওসমান (রাঃ) সর্বদা রোযা রাখিতেন ও রাত্রের প্রথমাংশের কিছু সময় ব্যতীত সারা রাত্র নামাযে দাঁড়াইয়া থাকিতেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ)এর পরিশ্রম

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর (রাঃ) এরূপ এবাদত করিয়াছেন যে, কেহ এরূপ করিতে পারে নাই। একবার (তওয়াফের স্থানে) এরূপ ঢল হইল যে, লোকদের তওয়াফ বন্ধ হইয়া গেল, কিন্তু হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর (রাঃ) সাঁতার কাটিয়া তওয়াফের সাত চক্কর পুরা করিলেন। কাতান ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রহঃ) বলেন, হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ) একাধারে

www.BANGLAKITAB.com

সাতদিন (সেহরী ও ইফতার ব্যতীত) এরূপ রোযা রাখিতেন যে, তাহার নাড়ী শুকাইয়া গেল।

হিশাম ইবনে ওরওয়া (রহঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর (রাঃ) একাধারে সাতদিন (সেহরী ও ইফতার ব্যতীত) রোযা রাখিতেন পরবর্তী কালে অধিক বয়স হইয়া গেলে তিনি সাতদিনের পরিবর্তে তিন দিন করিয়া রোযা রাখিতেন। (মুনতাখাব)

বীরত্ব

সাইয়্যেদেনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বীরত্ব

হযরত আনাস (রাঃ)এর বর্ণনা

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও সর্বাধিক দানশীল এবং সর্বাপেক্ষা বীর বা সাহসী ছিলেন। একবার রাত্রি কালে (বিকট এক আওয়াজ শুনিয়া) মদীনাবাসী ভীত হইল এবং সকলে আওয়াজের প্রতি ছুটিল। পথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফিরিয়া আসিতে দেখা গেল। তিনি সর্বাগ্রে আওয়াজের দিকে গিয়াছিলেন। এবং তিনি কাঁধে তলোওয়ার ঝুলাইয়া হযরত আবূ তালহা (রাঃ)এর একটি ঘোড়ায় জ্বীন ব্যতিরেকে সওয়ার হইয়া গিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (লোকদিগকে) বলিতেছিলেন, 'কোন ভয় নাই, কোন ভয় নাই। আবু তাল্হা (রাঃ)এর ঘোড়া অত্যন্ত ধীরগতি ছিল। তিনি তাহার ঘোড়া সম্পর্কে বলিলেন, আমি ইহাকে সমুদ্রের ন্যায় পাইয়াছি। অথবা বলিলেন, ইহাতো সমুদ্র। অর্থাৎ দ্রুতগতিসম্পন্ন পাইয়াছি।

মুসলিম শরীফের এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, একবার মদীনাবাসী ভীত হইলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবূ তালহা (রাঃ)এর নিকট হইতে একটি ঘোড়া চাহিয়া লইয়া সওয়ার হইয়া গেলেন, যাহার নাম মান্দুব ছিল। তারপর (ফিরিয়া আসিয়া) বলিলেন, আমরা ভয়ের কিছু পাই নাই, আর এই ঘোড়াকে সমুদ্রের ন্যায় পাইয়াছি।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, যুদ্ধ তীব্র আকার ধারণ করিলে আমরা

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশ্রয় গ্রহণ করিতাম। হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন যে, বদরের যুদ্ধের দিন মুশরিকদের আক্রমণ হইতে আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম। তিনি আক্রমণে সর্বাপেক্ষা প্রচণ্ড ছিলেন। (বিদায়াহ)

হযরত বারা (রাঃ)এর বর্ণনা

আবূ ইসহাক (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি শুনিয়াছেন, কায়েস গোত্রীয় এক ব্যক্তি হযরত বারা ইবনে আযেব (রাঃ) কে প্রশ্ন করিল যে, 'হুনাইনের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফেলিয়া আপনারা পলায়ন করিয়া ছিলেন কি? তার জবাবে হযরত বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বলিলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পলায়ন করেন নাই। হাওয়াযেন গোত্রীয়গণ দক্ষ তীরন্দাজ ছিল। আমরা যখন তাহাদের উপর আক্রমণ করিলাম তাহারা পলায়ন করিতে লাগিল। আর আমরা গনীমতের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলাম। তারপর তাহারা তীর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁহার সাদা খচ্চরের উপর সওয়ার দেখিয়াছি। উহার লাগাম হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) ধরিয়াছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি বলিতেছিলেন, "আমি নবী, ইহা মিথ্যা নহে।'

বোখারী শরীফের রেওয়ায়াতে আছে, তিনি বলিয়াছেন, "আমি নবী, মিথ্যাবাদী নহি, আমি আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান।"

অপর রেওয়ায়াতে আছে, অতঃপর তিনি আপন খচ্চর হইতে অবতরণ করিলেন। অন্য এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তারপর তিনি খচ্চর হইতে অবতরণ করিয়া আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করত বলিলেন, "আমি নবী, ইহা মিথ্যা নহে, আমি আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান, আয় আল্লাহ্, আপনার মদদ নাযিল করুন।"

হযরত বারা (রাঃ) বলিয়াছেন যে, তীব্র আক্রমণের সময় আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আড়ালে আশ্রয় গ্রহণ করিতাম। আর যে তাঁহার বরাবরে দাঁড়াইত তাহাকেই বাহাদুর মনে করা হইত। (বিদায়াহ)

www.BANGLAKITAB.com

হযরত আবূ বকর, ওমর, আলী, তাল্‌হা, যুবাইর, সা'দ, হামযা, আব্বাস, মুআয ইবনে আম্‌র, মুআয ইবনে আফরা, আবু দুজানা, কাতাদাহ, সালামা ইবনে আকওয়া, আবু হাদরাদ, খালিদ ইবনে ওলীদ, বারা ইবনে মালিক, আবু মিহ্‌জান, আম্মার ইবনে ইয়াসির, আম্‌র ইবনে মা'দিকারাব ও আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর (রাঃ) প্রমুখগণের বীরত্বের ঘটনাবলী "জেহাদে সাহাবাদের বীরত্বের" বর্ণনায় পূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে।

পরহেযগারী

সাইয়্যেদুনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরহেযগারী

আমর ইবনে শুআইব তাহার পিতা ও তিনি তাহার পিতামহ (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার রাত্রিবেলা নিজের পার্শ্বদেশের নীচে একটি খেজুর পাইলেন এবং উহা খাইলেন। তারপর সারা রাত্র তিনি আর ঘুমাইতে পারেন নাই। তাঁহার কোন এক স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আপনি সারা রাত্র জাগিয়া কাটাইলেন, কি ব্যাপার? তিনি বলিলেন, আমি আমার পার্শ্বদেশের নীচে একটি খেজুর পাইয়া খাইয়া ফেলিয়াছি। তারপর এই চিন্তা করিয়া যে, আমাদের ঘরে কিছু সদকার খেজুর আছে, এই আশঙ্কা হইতে লাগিল যে, উহা সেই সদকার খেজুর না হয়। (অর্থাৎ এই আশঙ্কায় সারা রাত্র ঘুম হয় নাই।) (বিদায়াহ)

সাহাবা (রাঃ)দের পরহেযগারী

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর পরহেযগারী

মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) ব্যতীত আর কেহ খানা খাইয়া উহা বমি করিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। একবার তাঁহার নিকট খানা আনা হইলে তিনি উহা খাইলেন। তারপর তাঁহাকে বলা হইল যে, উহা নো'মান (রাঃ) আনিয়াছিল। শুনিয়া তিনি বলিলেন, তোমরা আমাকে ইবনে নো'মানের জোতির্বিদ্যার উপার্জন খাওইয়াছ? তারপর বমি করিয়া ফেলিয়া দিলেন। (আহমাদ)

আব্দুর রহমান ইবনে আবি লায়লা (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, ইবনে নুআইমান (রাঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের মধ্য হইতে একজন ছিলেন। তিনি এক কাওমের নিকট আসিলেন। তাহারা বলিল, গর্ভধারণ করে না এরূপ মেয়েলোকের কোন চিকিৎসা আপনার জানা আছে কি? তিনি বলিলেন, হাঁ। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, উহা কি? তিনি বলিলেন,—

يَا اَيَّتُهَا الرَّحِمُ الْعَقُوقُ صَهْ لَدَاهَا دَفُوْقٌ وَتُحَرَّمُ مِنَ الْعُرُوْقِ
يَا لَيْتَهَا فِي الرَّحِمِ الْعَقُوْقِ، لَعَلَّهَا تُعَلَّقُ اَوْ تُفِيْقُ

অতঃপর তাহারা তাহাকে বিনিময়স্বরূপ কিছু বকরি ও ঘী দিল। তিনি তন্মধ্য হইতে কিছু হযরত আবু বকর (রাঃ)কে দিলেন। তিনি খাওয়া শেষ করিয়া উঠিলেন এবং তারপর (জানিতে পারিয়া) বমন করিয়া ফেলিয়া দিলেন। অতঃপর বলিলেন, তোমরা আমাদের নিকট কোন জিনিষ লইয়া আস আর জানাও না যে, কোথা হইতে উপর্জন করিয়াছ? (মুন্তাখাব)

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) বলেন, হযরত আবূ বকর (রাঃ)এর এক গোলাম ছিল, যে তাঁহার জন্য খাদ্যশষ্য আনয়ন করিত। একদিন রাত্রে তাঁহার জন্য সে খাদ্য আনিল। তিনি উহা হইতে এক লোকমা গ্রহণ করিলেন। গোলাম বলিল, কি ব্যাপার, আপনি তো প্রত্যেক রাত্রেই খাদ্য সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, অদ্য রাত্রে কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না? তিনি উত্তর দিলেন, 'অধিক ক্ষুধা আমাকে এরূপ করিতে বাধ্য করিয়াছে। বল, কোথা হইতে ইহা আনিয়াছ? সে বলিল, ইসলামের পূর্বে জাহিলিয়্যাতের যুগে আমি এক কাওমের নিকট গিয়াছিলাম এবং তাহাদের (কোন রোগ ব্যাধির) জন্য মন্ত্র পড়িয়াছিলাম। তাহারা আমাকে কিছু দিবে বলিয়া ওয়াদা করিয়াছিল। অদ্য যখন আমি তাহাদের নিকট গেলাম, দেখিলাম তাহাদের সেখানে বিবাহের উৎসব হইতেছে। তাহারা (তথা হইতে) এই খাদ্য সামগ্রী আমাকে দিয়াছে।

www.BANGLAKITAB.com

তিনি (শুনিয়া) বলিলেন, তুমি তো আমাকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলে। অতঃপর গলার ভিতর হাত ঢুকাইয়া বমন করিতে চাহিলেন কিন্তু বাহির হইতেছিল না বিধায় কেহ বলিল, পানি পান করা ব্যতীত ইহা বাহির হইবে না। তিনি এক পাত্র পানি চাহিলেন। তারপর পানি পান করিতে লাগিলেন ও বমন করিতে থাকিলেন। এইরূপে সম্পূর্ণ বাহির করিয়া ফেলিলেন। কেহ তাঁহাকে বলিল, আল্লাহ্ তায়ালা আপনার উপর রহম করুন, এক লোকমার জন্য এত কষ্ট করিলেন! তিনি জবাবে বলিলেন, জীবনের বিনিময়ে হইলেও উহাকে বাহির করিতাম। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, "যে শরীর হারাম দ্বারা গঠিত হইবে উহার জন্য আগুনই অধিক উপযুক্ত।" সুতরাং আমার আশঙ্কা হইল যে, এই লোকমা দ্বারা আমার শরীরের কোন অংশ না গঠিত হয়। (আবু নুআঈম)

হযরত ওমর (রাঃ)এর পরহেযগারী

যায়েদ ইবনে আসলাম (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) একবার দুধ পান করিলেন, যাহা তাহার নিকট খুবই সুস্বাদু মনে হইল। তিনি যে ব্যক্তি তাঁহাকে এই দুধ পান করাইয়াছে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এই দুধ কোথায় পাইয়াছ? সে জানাইল যে, কোন এক পানির ঘাটে কতিপয় সদকার উট উপস্থিত হইয়াছিল। রাখালগণ উহার দুধ দোহন করিতেছিল। তন্মধ্য হইতে আমাদের জন্যও তাহারা দোহন করিল। আমি উহা আমার এই পাত্রে রাখিয়াছিলাম। হযরত ওমর (রাঃ) (মুখের ভিতর) আঙ্গুল ঢুকাইয়া বমন করিয়া ফেলিলেন। (বায়হাক্বী)

হযরত মেসওয়ার ইবনে মাখ্‌রামাহ (রাঃ) বলেন, আমরা পরহেযগারী শিক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর সাহচর্যে পড়িয়া থাকিতাম। (ইবনে সা'দ)

হযরত আলী (রাঃ)এর পরহেযগারী

শা'বী (রহঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ) একদা কুফা হইতে বাহির হইয়া এক দ্বারে উপস্থিত হইলেন এবং পানি চাহিলেন। একটি মেয়ে লোটা ও রুমাল লইয়া আসিলে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই বাড়ী কাহার? সে বলিল, ওমুক কাসতালের (দিরহাম ও দীনার পরখকারী)। তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, কাসতালের কূয়া হইতে পান করিও না এবং শুল্ক উসূলকারীর ঘরের ছায়াতে দাঁড়াইও না।

হযরত মুআয (রাঃ)এর পরহেযগারী

ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ)এর দুই স্ত্রী ছিলেন। যেদিন যাহার পালা হইত সেদিন তিনি অন্যজনের ঘরে অযুও করিতেন না। শাম দেশের প্লেগ রোগে উভয়ের ইন্তেকাল হইয়া গেলে লোকদের ব্যস্ততার দরুন উভয়কে একই কবরে দাফন করা হইল। উহাদের কাহাকে আগে কবরে রাখিবেন এই ব্যাপারেও তিনি লটারি করিলেন। (আবু নুআঈম)

মালেক ইবনে ইয়াহ্ইয়া (রহঃ) বলেন, হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ)এর দুই বিবি ছিলেন। যেদিন যাহার পালা হইত সেদিন তিনি অপর জনের ঘরে পানিও পান করিতেন না। (আবু নুআঈম)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর পরহেযগারী

তাউস (রহঃ) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি যে, "আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আমরা আরাফাতে অবস্থানকালে হযরত ওমর (রাঃ)কে তালবিয়া পড়িতে শুনিয়াছি।" একব্যক্তি তাঁহাকে (ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে) জিজ্ঞাসা করিল, যখন সেখান হইতে রওয়ানা হইয়াছেন তখন কি তিনি তালবিয়া পড়িয়াছেন? হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, জানিনা। তাঁহার এই পরহেযগারীর উপর লোকেরা বিস্মিত হইল। (অর্থাৎ অজানা বিষয়ে অনর্থক নিজের জ্ঞান প্রকাশ না করিয়া জানি না বলিয়া দেওয়া খোদাভীতিরই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এরূপ বিষয়ে খোদাভীতি বিরল বলিয়া লোকেরা বিস্মিত হইল।)

www.BANGLAKITAB.com

তাওয়াক্কুল

সাইয়্যেদুনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাওয়াক্কুল

হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত নাজ্‌দ এলাকায় জেহাদে গেলেন। ফিরিবার পথে বৃক্ষ পরিপূর্ণ এক ময়দানে দ্বিপ্রহরের আরামের সময় হইল। লোকেরা বিভিন্ন গাছের ছায়ায় ছড়াইয়া পড়িল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও একটি গাছের সহিত নিজের তরবারী ঝুলাইয়া রাখিয়া উহার ছায়াতে আরাম করিলেন। হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, আমরা সামান্য সময় ঘুমাইয়াছি মাত্র, এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে ডাকিলেন। আমরা তাঁহার ডাকে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, তাঁহার নিকট এক বেদুঈন বসিয়া আছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমার নিদ্রাবস্থায় এই ব্যক্তি আমার তরবারী উন্মুক্ত করিয়াছে। আমি জাগ্রত হইয়া দেখি তাহার হাতে উন্মুক্ত তরবারী। অতঃপর সে বলিল, কে তোমাকে আমার হাত হইতে রক্ষা করিবে? আমি বলিলাম, আল্লাহ! সে (পুনরায়) বলিল, কে তোমাকে আমার হাত হইতে রক্ষা করিবে? আমি বলিলাম, আল্লাহ! তারপর সে তরবারী বন্ধ করিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার এইরূপ কার্যকলাপ সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে কোন শাস্তি প্রদান করিলেন না। (বোখারী ও মুসলিম)

বাইহাক্বী হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত জাবের (রাঃ) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহারিব ও গাত্‌ফানদের সহিত যুদ্ধ করিলেন। তাহারা মুসলমানদিগকে অন্যমনস্ক দেখিল। সুতরাং তাহাদের মধ্য হইতে গাওরাস ইবনে হারিস নামক এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথার নিকট আসিয়া তরবারী উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইল এবং বলিল, কে তোমাকে আমার হাত হইতে রক্ষা করিবে? তিনি বলিলেন, আল্লাহ্! তৎক্ষণাৎ তাহার হাত হইতে তরবারী পড়িয়া গেল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তরবারী উঠাইয়া লইলেন এবং বলিলেন, কে তোমাকে আমার হাত হইতে রক্ষা করিবে? সে বলিল, আপনি

উত্তম তরবারী ধারণকারী হউন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহু এর সাক্ষ্য দিবে? সে বলিল, না। তবে আমি আপনার সহিত এই মর্মে অঙ্গীকার করিতেছি যে, 'আপনার সহিত যুদ্ধ করিব না ও যাহারা আপনার সহিত যুদ্ধ করে তাহাদিগকে সাহায্য করিব না।' তিনি তাহার পথ ছাড়িয়া দিলেন। সে তাহার সঙ্গীগণের নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আমি সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তির নিকট হইতে তোমাদের নিকট আসিয়াছি। তারপর হযরত জাবের (রাঃ) সালাতুল খাওফের উল্লেখ করিয়াছেন।

সাহাবা (রাঃ)দের তাওয়াক্কুল

হযরত আলী (রাঃ)এর তাওয়াক্কুল

ইয়াহইয়া ইবনে মুররাহ্ (রহঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ) রাত্রিবেলা মসজিদে যাইয়া নফল নামায পড়িতেন। আমরা তাঁহাকে পাহারা দিতে আসিলাম। তিনি নামায শেষে আমাদের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কেন বসিয়া আছ? আমরা বলিলাম, আপনাকে পাহারা দিতেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা আসমানবাসী হইতে আমাকে পাহারা দিতেছ, না যমীনবাসী হইতে? আমরা উত্তর দিলাম, বরং যমীনবাসী হইতে। তিনি বলিলেন, যমীনে কিছুই ঘটিতে পারে না যতক্ষণ না আসমানে উহার ফয়সালা হয়। প্রত্যেক ব্যক্তির সহিত দুইজন ফেরেশতা নিযুক্ত আছেন যাহারা তাহার বিপদ আপদ কে দূর করেন ও তাহাকে হেফাযত করেন, যতক্ষণ না তাক্বদীর উপস্থিত হয়। আর যখন তাক্বদীরের লেখনী উপস্থিত হয় তখন তাঁহারা তাক্বদীর ও উক্ত ব্যক্তির মধ্য হইতে সরিয়া যান। আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে আমার উপর একটি মজবুত ঢাল রহিয়াছে। যখন আমার মৃত্যুর সময় আসিবে তখন উহা সরিয়া যাইবে। কেহ ঈমানের স্বাদ লাভ করিতে পারিবে না যতক্ষণ না সে এই বিশ্বাস রাখিবে যে, যে বিপদ আসিবার তাহা টলিবে না আর যাহা টলিবার তাহা কখনও তাহার উপর আসিবে না।' (আবু দাউদ)

হযরত কাতাদাহ্ (রহঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, জীবনের শেষ রাত্রিতে হযরত আলী (রাঃ) অস্থির হইয়া পড়িলেন। ইহাতে তাঁহার পরিবারস্থ লোকজন শঙ্কিত হইলেন ও একে অপরকে গোপনে সংবাদ

www.BANGLAKITAB.com

দিয়া তাহার নিকট সমবেত হইলেন এবং তাঁহাকে (ঘর হইতে বাহির না হইবার জন্য) কসম দিলেন। তিনি বলিলেন, 'প্রত্যেক বান্দার সহিত দুইজন ফেরেশতা নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা বিপদ–আপদকে দূর করিতে থাকেন যতক্ষণ না তাক্দীর উপস্থিত হয়। যখন তাক্দীরের লেখনী উপস্থিত হয় তখন তাহার ও তাক্দীরের মধ্য হইতে তাহারা সরিয়া যান।' তারপর তিনি মসজিদের উদ্দেশ্যে ঘর হইতে বাহির হইলেন ও শাহাদাত বরণ করিলেন। (ইবনে আসাকির ও আবু দাউদ)

আবু মিজলায (রহঃ) বলেন, একবার হযরত আলী (রাঃ) মসজিদে নামায পড়িতেছিলেন, এমন সময় মুরাদ গোত্রীয় এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে বলিল, আপনি সাবধান হউন, কারণ মুরাদ গোত্রীয় কতিপয় লোক আপনাকে কতল করিতে চাহিতেছে। তিনি বলিলেন, প্রত্যেক ব্যক্তির সহিত দুইজন ফেরেশতা নিযুক্ত আছেন, যাহারা তাক্দীর ব্যতীত সকল বিপদ–আপদ হইতে তাহাকে হেফাযত করিয়া থাকেন। আর যখন তাক্দীর উপস্থিত হয় তখন তাহারা তাক্দীর ও তাহার মধ্য হইতে সরিয়া যান। আর মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট সময় একটি মজবুত ঢাল।' (ইবনে সা'দ ও ইবনে আসাকির)

ইয়াহইয়া ইবনে আবি কাসীর (রহঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ)কে কেহ বলিল, আমরা আপনাকে পাহারা দিব কি? তিনি বলিলেন, "মানুষকে তাহার সুনির্দিষ্ট মৃত্যুর সময়ই পাহারা দিতেছে।" (আবু নুআঈম)

জা'ফর ইবনে মুহাম্মাদ (রহঃ) তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, দুই ব্যক্তি হযরত আলী (রাঃ)এর নিকট বিবাদ মিমাংসার জন্য আসিল। তিনি একটি দেয়ালের নিচে বসিলেন। এক ব্যক্তি বলিল, আমীরুল মুমিনীন, দেয়াল ধ্বসিয়া পড়িতেছে! তিনি বলিলেন, যাও, হেফাযতের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তারপর উভয়ের মধ্যে মিমাংসা করিয়া উঠিলেন। তাঁহারা উঠিয়া যাইবার পর দেয়ালটি পড়িয়া গেল। (আবু নুআঈম)

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর তাওয়াক্কুল

আবু যাব্ইয়াহ্ (রহঃ) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হইলে হযরত ওসমান (রাঃ) তাঁহাকে দেখিতে গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার অসুখ কি? তিনি বলিলেন, আমার গুনাহ্। জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন খাহেশ আছে কি? বলিলেন, আমার পরওয়ারদিগারের রহমতের খাহেশ। জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার জন্য কোন ডাক্তার ডাকিব কি? তিনি বলিলেন, ডাক্তারইত আমাকে অসুখ দিয়াছে। বলিলেন, আপনার জন্য কোন অনুদানের কথা বলিব কি? তিনি জবাব দিলেন, আমার উহার প্রয়োজন নাই। তিনি বলিলেন, আপনার পরে আপনার মেয়েদের কাজে লাগিবে। জবাব দিলেন, আপনি কি আমার মেয়েদের জন্য অভাবের আশঙ্কা করিতেছেন? আমি আমার মেয়েদিগকে প্রত্যহ রাত্রিতে সূরায়ে ওয়াকেয়া পড়িতে বলিয়াছি। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি প্রত্যহ রাত্রে সূরায়ে ওয়াকেয়া পড়িবে তাহার কখনও অভাব হইবে না। (ইবনে আসাকির)

পূর্বে সর্বপ্রকার রোগের উপর সবরের বর্ণনায় হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) ও হযরত আবু দারদা (রাঃ) সম্পর্কেও সূরায়ে ওয়াকেয়ার উল্লেখ ব্যতিরেকে অনুরূপ ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে।

তাক্দীরের উপর সন্তুষ্ট থাকা

তাক্দীর সম্পর্কে সাহাবা(রাঃ)দের বিভিন্ন উক্তি

হযরত ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিয়াছেন, আমার পছন্দনীয় অথবা অপছন্দনীয় যে কোন অবস্থায়ই আমার সকাল হোক না কেন আমি উহার কোন পরওয়া করি না। কারণ আমি জানি না, মঙ্গল কি আমার পছন্দের মধ্যে নিহিত আছে, না আমার অপছন্দের মধ্যে। (কানয)

হযরত হাসান (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, কেহ হযরত আলী (রাঃ)কে বলিল যে, হযরত আবু যার (রাঃ) বলিয়াছেন, দারিদ্রতা আমার নিকট সচ্ছলতা অপেক্ষা পছন্দনীয়, অসুস্থতা আমার নিকট সুস্থতা অপেক্ষা প্রিয়। তিনি বলিলেন, আল্লাহ পাক আবু যারের উপর রহম করুন। আমি বলিব, যে ব্যক্তি তাহার জন্য আল্লাহ্র উত্তম নিবার্চনের উপর নিজেকে সঁপিয়া দেয়, সে আল্লাহ্র নির্বাচিত অবস্থা ভিন্ন অন্য অবস্থার কখনও আকাঙ্খা করে না। আর ইহাই তাক্দীর সংঘটিত অবস্থার উপর রাজী থাকার সীমারেখা। (ইবনে আসাকির)

ইবনে আসাকিরের অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আলী

www.BANGLAKITAB.com

(রাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের ফায়সালা মোতাবেক আগত অবস্থার উপর রাজী থাকে সে সওয়াব লাভ করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ পাকের ফয়সালা মোতাবেক আগত অবস্থার উপর রাজী থাকে না তাহার নেক আমল বরবাদ হইয়া যায়।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তি এই আফসোস করিবে যে, হায়! যদি সে দুনিয়াতে জীবন ধারণ পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করিত! দুনিয়ার সকাল–সন্ধ্যা যে কোন অবস্থায় কাটে উহাতে শুধু মনের সামান্য কষ্ট ব্যতীত কাহারো আর কোন ক্ষতি হয় না। আল্লাহ্ পাকের ফয়সালাকৃত বিষয়ে "হায় এমন যদি না হইত" বলা অপেক্ষা উত্তম হইল, কেহ জ্বলন্ত কয়লা মুখে ধারণ করে যতক্ষণ না উহা নিভিয়া যায়। (আবু নুআঈম)

তাক্বওয়া

তাক্বওয়া সম্পর্কে হযরত আলী (রাঃ)এর উক্তি

কুমাইল ইবনে যিয়াদ (রহঃ) বলেন, আমি একদিন হযরত আলী (রাঃ)এর সঙ্গে বাহির হইলাম। তিনি এক ময়দানে পৌঁছিয়া একটি কবরস্থানের দিকে ফিরিলেন এবং বলিলেন, হে কুবরবাসী, হে জরা–জীর্ণ, হে নির্জনবাসী, তোমাদের কি খবর? আমাদের খবর তো এই যে, (তোমাদের পরিত্যাক্ত) ধন–সম্পদ বন্টন হইয়া গিয়াছে, সন্তানাদি এতীম হইয়া গিয়াছে, স্ত্রীগণ অন্য স্বামী গ্রহণ করিয়াছে। ইহাতো আমাদের খবর। তোমাদের খবর কি? তারপর আমার প্রতি চাহিয়া বলিলেন, হে কুমাইল, যদি তাহাদের জবাব দিবার অনুমতি থাকিত তবে তাহারা বলিত, উত্তম সম্বল তাক্বওয়া। অতঃপর তিনি কাঁদিতে লাগিলেন, এবং বলিলেন, হে কুমাইল, কবর হইল আমলের সিন্দুক। মৃত্যুর সময় সব জানিতে পারিবে। (ইবনে আসাকির)

কায়েস ইবনে আবি হাযিম (রহঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা (জাহেরী) তাক্বওয়া অপেক্ষা আমল কবুল হওয়ার এহ্তেমাম কর। কারণ তাক্বওয়ার সহিত আমল কখনও কম হয় না। আর যে আমল কবুল হইয়াছে উহা কিরূপে কম হইবে? (আবু নুআঈম)

আব্দে খায়ের (রহঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, তাক্বওয়ার সহিত আমল কম হয় না। আর যে আমল কবুল হইয়াছে উহা কিরূপে কম (বলিয়া গণ্য) হইবে? (আবু নুআঈম)

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ পাক আমার কোন্ আমল কবুল করিতেছেন ইহা জানিতে পারা আমার নিকট যমীন ভরা স্বর্ণ অপেক্ষা প্রিয়। (ইবনে আসাকির)

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিয়াছেন, জ্ঞানবান ও হুঁশিয়ার লোকদের নিদ্রা যাওয়া ও রোযা ভঙ্গ করা কতই না উত্তম। তাহারা অজ্ঞ ও বেওকুফদের রাত্রি জাগরণ ও রোযা রাখাকে দোষ দেয় কিরূপে! অথচ তাক্বওয়া ও একীনওয়ালা ব্যক্তির ক্ষুদ্রতম নেক আমল মূর্খলোকদের এবাদত অপেক্ষা অধিক পরিমাণে বড়, উত্তম ও পাহাড়সমূহ অপেক্ষা ভারী। (আবু নুআঈম)

ইবনে আবি হাতেম (রহঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ্ পাক আমার কোন একটি নামায কবুল করিয়াছেন ইহা পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত জানিতে পারা আমার নিকট দুনিয়া ও তন্মধ্যে অবস্থিত সকল জিনিষ অপেক্ষা প্রিয়। কারণ আল্লাহ্ পাক বলিতেছেন—

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

অর্থ ঃ আল্লাহ্ তায়ালা মুত্তাক্বীদের আমলই কবুল করিয়া থাকেন।

(সুতরাং কাহারো আমল কবুল হওয়া তাহার মুত্তাক্বী হওয়ার প্রমাণ।)

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলিয়াছেন, তোমাদের যে কেহ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য কোন (হারাম) বস্তুকে ত্যাগ করে, তবে আল্লাহ্ তায়ালা ধারণাতীত রূপে উহা অপেক্ষা উত্তম বস্তু তাহাকে দান করেন। আর যে, কেহ সাধারণ মনে করিয়া কোন হারাম বস্তু গ্রহণ করে তবে আল্লাহ্ পাক তাহার জন্য ধারণাতীত রূপে কঠিন অবস্থার সৃষ্টি করেন। (কান্‌য)

www.BANGLAKITAB.com

খোদা ভীতি

সাইয়্যেদুনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খোদা ভীতি

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, একদিন হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আপনি দেখিতেছি বার্ধক্যে উপনীত হইয়া গিয়াছেন! তিনি উত্তর দিলেন, সূরা হুদ, ওয়াকেয়া, ওয়াল মুরসালাত, আম্মা ইয়াতাসাআলূন ও ইযাশ্‌শামসু কুব্বেরাত আমাকে বৃদ্ধ করিয়া দিয়াছে।

হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আপনার বার্ধক্য আসিয়া পড়িয়াছে। তিনি উত্তর দিলেন, সূরা হুদ ও উহার সাদৃশ্য সূরাগুলি অর্থাৎ সূরা ওয়াকেয়া, আম্মা ইয়াতাসা আলূন ও ইযাশ্‌শামসু কুব্বেরাত আমাকে বৃদ্ধ করিয়া দিয়াছে। (বাইহাকী)

হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি কিরূপে আয়েশ করিতে পারি, অথচ শিঙ্গাওয়ালা (ফেরেশতা) কখন তাহার প্রতি আদেশ হইবে এই অপেক্ষায় শিঙ্গা মুখে পুরিয়া লইয়াছে, কপাল ঝুকাইয়া ফেলিয়াছে ও কান খাড়া করিয়াছে। মুসলমানগণ বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমরা কি পড়িব? তিনি বলিলেন, পড়—

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا

অর্থ ঃ আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট তিনিই উত্তম সাহায্যকারী আমরা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করিলাম। (আহমাদ ও তিরমিযী)

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন ক্বারীকে

اِنَّ لَدَيْنَا اَنْكَالًا وَّجَحِيْمًا

অর্থ ঃ নিশ্চয় আমাদের নিকট শিকলসমূহ ও অগ্নিকুণ্ড রহিয়াছে। পড়িতে শুনিয়া বেহুঁশ হইয়া গেলেন। (কান্‌য)

সাহাবা (রাঃ)দের খোদাভীতি

এক আনসারী যুবকের খোদাভীতি

হযরত সাহ্‌ল ইবনে সা'দ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক আনসারী যুবকের অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয় পয়দা হইল। সে দোযখের আলোচনা শুনিয়া কাঁদিত। তাহার এই ভয় ও কান্নাকাটি তাহাকে ঘরে আবদ্ধ করিয়া দিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাহার সম্পর্কে আলোচনা হইলে তিনি তাহার বাড়ীতে গেলেন। ঘরে প্রবেশ করিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন। আর এই অবস্থায়ই তাহার মৃত্যু হইয়া গেল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের সঙ্গীকে (জানাযার জন্য) প্রস্তুত কর। ভয় তাহার কলিজাকে টুকরা টুকরা করিয়া দিয়াছে। (বাইহাক্কী)

হযরত হোযাইফা (রাঃ) হইতেও উক্ত ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। তবে উহাতে এইরূপ বলা হইয়াছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার নিকট আসিলেন। তাঁহার প্রতি যুবকের দৃষ্টি পড়িতেই সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল, আর এই অবস্থায়ই তাহার মৃত্যু হইয়া গেল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের সঙ্গীকে (জানাযার জন্য) প্রস্তুত কর। দোযখের ভয় তাহার কলিজাকে টুকরা টুকরা করিয়া দিয়াছে। সেই পাক যাতের কসম, যাহার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ, অবশ্যই আল্লাহ্ পাক তাঁহাকে দোযখ হইতে পানাহ্ দিয়াছেন। যে যাহার আশা করে সে উহা পাইবার চেষ্টা করিয়া থাকে। আর যে কোন জিনিষকে ভয় করে সে উহা হইতে পলায়ন করিয়া থাকে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, যখন আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এই আয়াত নাযিল করিলেন—

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ

অর্থ ঃ ঈমানদারগণ, তোমরা নিজদিগকে ও তোমাদের পরিজনদিগকে

www.BANGLAKITAB.com

সেই অগ্নি হইতে রক্ষা কর—যাহার ইন্ধন মানুষ ও প্রস্তরসমূহ হইবে।

তখন একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহা তাঁহার সাহাবাদের সম্মুখে তেলাওয়াত করিলেন। এক যুবক উহা শুনিয়া বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া গেল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন হাত মুবারক তাহার দিলের উপর রাখিয়া দেখিলেন, স্পন্দন বাকি আছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে যুবক, বল, লা–ইলা–হা ইল্লাল্লাহ। সে উহা বলিল। তিনি তাহাকে বেহেশতের সুসংবাদ দিলেন। সাহাবা (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, এই সুসংবাদ কি আমাদের মধ্য হইতে শুধু তাহারই জন্য? তিনি বলিলেন, তোমরা কি আল্লাহ্ তায়ালার কালাম শুন নাই—

ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِىْ وَخَافَ وَعِيْدِ.

অর্থ ঃ ইহা উহাদের প্রত্যেকের জন্য যাহারা আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয় রাখে এবং আমার শাস্তিকে ভয় করে। (তারগীব)

হযরত ওমর (রাঃ)এর ভয় ও আশা

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) একবার অসুস্থ হইলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে দেখিতে গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ওমর, নিজকে কেমন পাইতেছ? তিনি বলিলেন, আমি আশা করিতেছি ও ভয় করিতেছি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, মুমিনের অন্তরে যখন আশা আর ভয় একত্রিত হয় তখন আল্লাহ্ তায়ালা তাহার আশার বস্তু তাহাকে দান করেন ও তাহার ভয়ের বস্তু হইতে তাহাকে নিরাপত্তা দান করেন। (বাইহাকী)

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর উক্তি

হযরত হাসান (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) বলিয়াছেন, দেখিতেছ না, আল্লাহ তায়ালা কঠোরতার আয়াতের সহিত নম্রতার আয়াত, নম্রতার আয়াতের সহিত কঠোরতার আয়াত উল্লেখ করিয়াছেন? যেন মুমিন (তাহার রহমতের প্রতি) আগ্রহী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে

(তাহার আযাবের কথা স্মরণ করিয়া) ভীতও হয়। সুতরাং সে আল্লাহ্র নিকট অন্যায় আশা করিবে না এবং নিজেকে আপন হাতে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দিবে না। (কান্য)

হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)এর খোদা ভীতির আরো ঘটনাবলি খলীফাদের খোদা ভীতির বর্ণনায় উল্লেখ হইয়াছে।

হযরত ওসমান (রাঃ)এর ভয়

আব্দুল্লাহ্ ইবনে রূমী (রহঃ) বলেন, আমার নিকট এই সংবাদ পৌছিয়াছে যে, হযরত ওসমান (রাঃ) বলিয়াছেন, আমার অবস্থান যদি বেহেশত ও দোযখের মাঝখানে হয়, আর আমি জানিনা যে, কোন্ দিকে আমার জন্য আদেশ হইবে তবে উহা জানিবার পূর্বেই আমি নিজের জন্য ছাই হইয়া যাওয়া শ্রেয় মনে করিব। (আবু নুআঈম)

হযরত আবু ওবায়দাহ (রাঃ)এর ভয়

কাতাদাহ্ (রহঃ) বলেন, হযরত আবু ওবায়দাহ ইবনে জাররাহ (রাঃ) বলিয়াছেন, আমার ইচ্ছা হয়, যদি আমি একটি ভেড়া হইতাম, আর আমার মালিক আমাকে জবাই করিয়া আমার গোশত খাইয়া ফেলিত, আর আমার শুরুয়া পান করিয়া ফেলিত।

হযরত এমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ)এর ভয়

কাতাদাহ্ (রহঃ) বলেন, হযরত এমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) বলিয়াছেন, হায়, আমি যদি কোন টিলার উপর ছাই হইয়া পড়িয়া থাকিতাম আর জোর বাতাসের দিন বাতাস আমাকে উড়াইয়া ছড়াইয়া দিত। (মুনতাখাব)

কাতাদাহ্ (রহঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, আমার নিকট এই সংবাদ পৌছিয়াছে যে, হযরত এমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) বলিয়াছেন, হায়, আমি যদি ছাই হইতাম, আর বাতাস আমাকে উড়াইয়া দিত। (ইবনে সা'দ)

www.BANGLAKITAB.com

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর ভয়

আমের ইবনে মাসরুক্ব (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর সম্মুখে বলিল, আমি আসহাবে ইয়ামীনদের (অর্থাৎ ডান হাতে আমলনামাপ্রাপ্ত সাধারণ মুমিনীনদের) অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উপর সন্তুষ্ট নহি বরং আমি তো মুকাররাবীনদের অন্তর্ভুক্ত হওয়াকে অধিক পছন্দ করি। হযরত আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বলিলেন, কিন্তু এইখানে এক ব্যক্তি আছে, যাহার পছন্দ হইল, মৃত্যুর পর যদি তাহার পুনরুত্থান না হইত। অর্থাৎ এই কথা তিনি নিজের সম্পর্কে বলিলেন। (আবু নুআঈম)

অপর এক রেওয়ায়াতে হাসান (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, যদি আমাকে বেহেশ্ত ও দোযখের মাঝখানে দাঁড় করানো হয় আর বলা হয় যে, তোমাকে এখতিয়ার দেওয়া হইল, বেহেশত ও দোযখের যে কোন একটি তোমার অধিক পছন্দ হয় বাছিয়া লও অথবা ছাই হইয়া যাও, তবে আমি ছাই হইয়া যাওয়াকেই পছন্দ করিব। (আবু নুআঈম)

হযরত আবু যার (রাঃ)এর ভয়

হযরত আবু যার (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিয়াছেন, খোদার কসম আমি যাহা জানি যদি তোমরা তাহা জানিতে তবে তোমরা তোমাদের বিবিদের সহিত হাসি–তামাশা করিতে না এবং তোমাদের বিছানায় আরাম করিতে না। খোদার কসম, আমার ইচ্ছা হয় যে, আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে যে দিন সৃষ্টি করিয়াছেন সেদিন যদি তিনি আমাকে এমন একটি বৃক্ষরূপে সৃষ্টি করিতেন যাহা কাটিয়া ফেলা হয় এবং উহার ফল খাওয়া হয়। (আবু নুআঈম)

হযরত আবু দারদা ও হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর ভয়

হিযাম ইবনে হাকীম (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিয়াছেন, মৃত্যুর পর তোমরা যাহা দেখিবে তাহা যদি তোমরা জানিতে তবে মনের মত খানা খাইতে না, মনের মত পান করিতে না। আর না ছায়া

গ্রহণের উদ্দেশ্যে ঘরে প্রবেশ করিতে। বরং বুক চাপড়াইয়া নিজের জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে ময়দানের দিকে বাহির হইয়া পড়িতে। হায়, আমি যদি বৃক্ষ হইতাম, যাহা কাটিয়া খাইয়া ফেলা হয়। (আবু নুআঈম)

হযরত আবু দারদা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন, হায়, আমি যদি আমার পরিবারের একটি ভেড়া হইতাম। তাহাদের ঘরে মেহমান আসিত, আর তাহারা আমার গলায় ছুরি চালাইয়া আমাকে জবাই করিত। তারপর নিজেরা খাইত আর (মেহমানকে) খাওয়াইয়া ফেলিত। (ইবনে আসাকির)

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিয়াছেন, হায়, আমি যদি এই খাম্বা হইতাম। (ইবনে সা'দ)

হযরত মুআয (রাঃ)এর ভয়

তাউস (রহঃ) বলেন, হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) আমাদের এলাকায় আসিলেন। আমাদের মুরুব্বিশ্রেণীর লোকরা বলিলেন, আপনি যদি বলেন, তবে আমরা এই পাথর ও কাঠ দ্বারা আপনার জন্য একটি মসজিদ বানাইয়া দিব। তিনি জবাব দিলেন, আমার এই আশঙ্কা হয় যে, কেয়ামতের দিন আমাকে উহা পিঠের উপর বহন করিবার আদেশ না করা হয়। (আবু নুআঈম)

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর ভয়

নাফে' (রহঃ) বলেন, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) কা'বা শরীফের ভিতর প্রবেশ করিলেন, আমি তাঁহাকে সেজদারত অবস্থায় বলিতে শুনিয়াছি যে, (আয় আল্লাহ্) আপনি অবশ্যই জানেন, কোরাইশের সহিত এই দুনিয়া লইয়া ঝগড়া করা হইতে আপনার ভয়ই আমাকে বিরত রাখিয়াছে। (আবু নুআঈম)

আবু হাযিম (রহঃ) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বেহুঁশ অবস্থায় পড়িয়া থাকা ইরাকবাসী এক লোকের নিকট দিয়া যাইবার সময় জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার কি হইয়াছে? লোকেরা বলিল, ইহার সম্মুখে কোরআন পড়া হইলে তাহার এই অবস্থা হয়। তিনি বলিলেন, আমরাও অবশ্যই আল্লাহ্কে ভয় করি কিন্তু (এইরূপ বেহুঁশ হইয়া) পড়িয়া যাই না। (আবু নুআঈম)

www.BANGLAKITAB.com

হযরত সাদ্দাদ (রাঃ)এর ভয়

হযরত সাদ্দাদ ইবনে আওস আনসারী (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন বিছানায় যাইতেন, এপাশ ওপাশ করিতেন, তাহার ঘুম আসিত না, তখন তিনি বলিতেন, আয় আল্লাহ্, আগুনের ভয় আমার ঘুম উড়াইয়া দিয়াছে। তারপর উঠিয়া সকাল পর্যন্ত নামায পড়িতে থাকিতেন। (আবু নুআঈম)

হযরত আয়েশা (রাঃ)এর ভয়

আমর ইবনে সালামা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, খোদার কসম, আমার ইচ্ছা হয়, আমি যদি একটি বৃক্ষ হইতাম। খোদার কসম, আমার ইচ্ছা হয়, আমি যদি একটি মাটির ডেলা হইতাম। খোদার কসম, আমার ইচ্ছা হয় যদি আল্লাহ তায়ালা আমাকে কখনও কিছুই সৃষ্টি না করিতেন। (ইবনে সা'দ)

ইবনে আবি মুলাইকাহ (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ)এর ইন্তেকালের পূর্বে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাঁহার নিকট গেলেন এবং প্রশংসা করিতে যাইয়া বলিলেন, সুসংবাদ গ্রহণ করুন, হে আল্লাহ্র রাসূলের বিবি। আপনি ব্যতীত আর কোন কুমারীকে তিনি বিবাহ করেন নাই। আসমান হইতে আপনার পবিত্রতা (সম্পর্কে আয়াত) নাযিল হইয়াছে। তাহার চলিয়া যাওয়ার পর হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর (রাঃ) গেলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস আমার প্রশংসা করিয়া গিয়াছে, কিন্তু আজ আমি কাহারো নিকট আমার প্রশংসা শুনিতে চাহি না, বরং আমার ইচ্ছা হয়, হায়, আমি যদি একেবারে বিস্মৃত হইয়া যাইতাম। (ইবনে সা'দ)

ক্রন্দন

সাইয়্যেদুনা হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্রন্দন

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আমাকে বলিলেন, আমাকে কোরআন পড়িয়া শুনাও। আমি

বলিলাম, আমি আপনাকে কুরআন পড়িয়া শুনাইব? অথচ আপনারই উপর কুরআন নাযিল হইয়াছে! তিনি বলিলেন, অপরের নিকট হতে শুনিতে আমার ভাল লাগে। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি সূরা নিসা পড়িতে আরম্ভ করিলাম। আমি যখন এই আয়াত—

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلَى هٰٓؤُلَاءِ شَهِيدًا ۔

অর্থ ঃ সুতরাং ঐ সময়েই বা কি অবস্থা হইবে? যখন আমরা প্রত্যেক উম্মত হইতে এক একজন সাক্ষী উপস্থাপিত করিব, এবং আপনাকে তাহাদের উপর সাক্ষীরূপে উপস্থিত করিব।

পর্যন্ত পৌছিলাম, তিনি বলিলেন, যথেষ্ট হইয়াছে। আমি তাঁহার প্রতি চাহিয়া দেখিলাম যে, তাঁহার চক্ষুদ্বয় হইতে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে। (বুখারী)

সাহাবা (রাঃ)দের ক্রন্দন

আসহাবে সুফফাদের ক্রন্দন

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, যখন এই আয়াত—

أَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ

অর্থ ঃ তবে কি তোমরা এই কথায় বিস্মিত হইতেছ, এবং হাসিতেছ, আর কাঁদিতেছ না?

নাযিল হইল, আসহাবে সুফ্ফা (রাঃ) এমনভাবে কাঁদিতে লাগিলেন যে, তাঁহাদের গণ্ড বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তাহাদের কান্নার আওয়াজ শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাহাদের সহিত কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্রন্দনের দরুন আমরাও কাঁদিতে আরম্ভ করিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ভয়ে কাঁদিবে সে দোযখে প্রবেশ করিবে না, আর যে ব্যক্তি কোন গুনাহের কাজ (তওবা ব্যতীত) বারংবার করিতে থাকে সে বেহেশতে প্রবেশ

www.BANGLAKITAB.com

করিবে না। আর তোমরা যদি গুনাহ্ না কর, তবে আল্লাহ্ তায়ালা এমন জাতি পয়দা করিবেন, যাহারা গুনাহ্ করিবে অতঃপর তিনি তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন। (বাইহাকী)

একজন কৃষ্ণকায় ব্যক্তির ক্রন্দন

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত—

وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

অর্থ ঃ উহার ইন্ধন মানুষ ও প্রস্তর সম্পহ হইবে।

তেলাওয়াত করিয়া বলিলেন, দোযখের আগুনকে এক হাজার বৎসর প্রজ্জ্বলিত করার পর উহা লাল বর্ণ হইয়া গিয়াছে। অতঃপর এক হাজার বৎসর প্রজ্জ্বলিত করা হইলে উহা সাদা বর্ণ ধারণ করিয়াছে। পুনরায় এক হাজার বৎসর প্রজ্জ্বলিত করার পর উহা কালো বর্ণ হইয়া গিয়াছে। বর্তমানে উহা কালো ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। উহার শিখা কখনও নির্বাপিত হয় না।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে কৃষ্ণকায় এক ব্যক্তি বসিয়াছিল। সে উচ্চস্বরে কাঁদিতে আরম্ভ করিল। এমন সময় হযরত জিব্রাঈল (আঃ) অবতীর্ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার সম্মুখে এই ক্রন্দনরত ব্যক্তিটি কে? তিনি জবাব দিলেন, হাবশাবাসী এক ব্যক্তি। এবং তাহার প্রশংসা করিলেন। জিব্রাঈল (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ আয্যা ওয়াজাল্লা বলিতেছেন, আমার ইজ্জতের কসম, আমার জালালের কসম এবং আপন আরশের উপর আমার উচ্চাসনের কসম, যে কোন বান্দার চক্ষু দুনিয়াতে আমার ভয়ে ক্রন্দন করিবে আমি বেহেশতে তাহার হাস্যকে বৃদ্ধি করিয়া দিব।

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর ক্রন্দন

হযরত কায়েস ইবনে আবি হাযেম (রহঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্যে (মদীনায়) আসিয়া হযরত আবু বকর (রাঃ)কে

তাঁহার স্থলাভিষিক্ত পাইলাম। দেখিলাম, তিনি আল্লাহ্ তায়ালার উত্তম প্রশংসা করিলেন ও অত্যাধিক ক্রন্দন করিলেন। (মুনতাখাব)

হযরত ওমর (রাঃ)এর ক্রন্দন

হাসান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) জুমআর খোতবায় সূরা কুব্বেরাত পড়িতেছিলেন। যখন এই আয়াত পর্যন্ত পৌছিলেন—

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ

অর্থ ঃ প্রত্যেক ব্যক্তি সেই আমল সমূহ জানিতে পারিবে যাহা লইয়া সে আসিয়াছে।

তখন কান্নার দরুন সূরা শেষ করিতে পারিলেন না।

হাসান (রহঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) একদিন এই আয়াত পড়িলেন—

إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ

অর্থ ঃ নিঃসন্দেহে আপনার রব্বের আযাব অবশ্যই সংঘটিত হইবে, উহাকে কেহই টলাইতে পারিবে না।

এবং ভয়ের চোটে তাঁহার শরীর এরূপ ফুলিয়া গেল যে, বিশ দিন পর্যন্ত তিনি অসুস্থ রহিলেন।

ওবায়েদ ইবনে ওমায়ের (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) আমাদিগকে ফজরের নামায পড়াইলেন। নামাযে তিনি সূরা ইউসুফ আরম্ভ করিলেন। যখন তিনি এই আয়াতে পৌছিলেন—

وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ

অর্থ ঃ আর শোকে তাঁহার চক্ষুদ্বয় সাদা হইয়া গেল, এবং তিনি শোক সংবরণ করিতে ছিলেন।

কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। (কান্নার দরুন) আর সম্মুখে পড়িতে পারিলেন

www.BANGLAKITAB.com

না। সুতরাং রুকু করিলেন। (মুনতাখাব)

আব্দুল্লাহ্ ইবনে শাদ্দাদ ইবনে হাদ (রহঃ) বলেন, ফজরের নামাযে আমি সর্বশেষ কাতার হইতে হযরত ওমর (রাঃ)এর কান্নার আওয়াজ শুনিতে পাইতেছিলাম। তিনি সূরা ইউসূফ পড়িতেছিলেন। যখন এই আয়াতে পৌঁছিলেন—

إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ

অর্থ ঃ 'আমি আমার শোক ও দুঃখের অভিযোগ কেবল আল্লাহ্র সমীপেই করিতেছি।'

কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। (মুনতাখাব)

হিশাম ইবনে হাসান (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) কোন আয়াত পড়িতে যাইয়া কখনও কান্নায় তাঁহার গলা বন্ধ হইয়া আসিত। আর তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে পড়িয়া যাইতেন। তারপর ঘরে পড়িয়া থাকিতেন। আর লোকেরা তাঁহাকে অসুস্থ মনে করিয়া দেখিতে যাইত। (আবু নুআঈম)

হযরত ওসমান (রাঃ)এর ক্রন্দন

হযরত ওসমান (রাঃ)এর গোলাম হানী (রহঃ) বলেন, হযরত ওসমান (রাঃ) যখন কোন ক্ববরের নিকট দাঁড়াইতেন, কাঁদিয়া দাড়ি ভিজাইয়া ফেলিতেন। কেহ তাঁহাকে বলিল, আপনি বেহেশত ও দোযখের কথা শুনিয়া এত কাঁদেন না, ক্ববরের কথায় এত কাঁদেন কেন? তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, ক্ববর আখেরাতের মনযিলসমূহের মধ্যে প্রথম মনযিল। যে ব্যক্তি এই মনযিলে নাজাত পাইয়া যাইবে পরবর্তী মনযিলগুলি তাহার জন্য অতি সহজ হইবে। আর যে ব্যক্তি এইখানে আটকা পড়িয়া যাইবে পরবর্তীগুলি তাহার জন্য আরও কঠিন হইবে। তিনি আরো বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, ক্ববর অপেক্ষা ভয়ানক দৃশ্য আর কোথাও দেখি নাই। হানী (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ওসমান (রাঃ)কে কবরের নিকট এই কবিতা পাঠ করিতে শুনিয়াছি—

فَإِنْ تَنْجُ مِنْهَا تَنْجُ مِنْ ذِي عَظِيمَةٍ ؛ وَإِلَّا فَإِنِّي لَا إِخَالُكَ نَاجِيًا

অর্থাৎ—তুমি যদি ক্ববরে নাজাত পাইয়া যাও তবে বড় বিপদ হইতে নাজাত পাইয়া গেলে। অন্যথা তুমি নাজাত পাইবে বলিয়া মনে হয় না।

হযরত মুআয (রাঃ)এর ক্রন্দন

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) হযরত মুআয (রাঃ)এর নিকট যাইয়া দেখিলেন, তিনি কাঁদিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন কাঁদিতেছ? তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে একটি হাদীস শুনিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন, সামান্যতম রিয়াও শিরক। আর আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক প্রিয় বান্দা তাহারাই যাহারা আল্লাহ্কে ভয় করিয়া চলে এবং নিজেকে এরূপ গোপন রাখে যে, অনুপস্থিত থাকিলে তাহাদিগকে কেহ তালাশ করে না আর উপস্থিত হইলে কেহ চিনে না। ইহারাই হেদায়াতের ইমাম ও এলমের চেরাগ।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর ক্রন্দন

কাসেম ইবনে আবি বায্যাহ্ (রহঃ) বলেন, আমার নিকট এমন একব্যক্তি বর্ণনা করিয়াছেন যিনি হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে শুনিয়াছেন যে, তিনি সূরা মুতাফ্ফিফীন তেলাওয়াত করিতে যাইয়া যখন এই আয়াতে পৌঁছিলেন—

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ .... يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

অর্থ ঃ যেদিন মানুষ দণ্ডায়মান হইবে বিশ্ব পালনকর্তার সম্মুখে।

কাঁদিতে কাঁদিতে পড়িয়া গেলেন এবং (কান্নার দরুন) সম্মুখে আর পড়িতে পারিলেন না। (আবু নুআঈম)

নাফে' (রহঃ) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) যখনই সূরা বাকারার এই শেষ দুই আয়াত পড়িতেন—

إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ

www.BANGLAKITAB.com

অর্থ ঃ 'যদি তোমরা মনের কথা প্রকাশ কর কিংবা গোপন কর, আল্লাহ্ তোমাদের নিকট হইতে উহার হিসাব লইবেন। অতঃপর যাহাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং যাহাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দিবেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।'

কাঁদিতেন, আর বলিতেন, এই হিসাব বড় কঠিন। (আহমাদ)

নাফে' (রহঃ) হইতে আরো বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) যখন এই আয়াত পড়িতেন—

اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ

অর্থ ঃ যাহারা মুমিন, তাহাদের জন্য কি আল্লাহ্র স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হইয়াছে উহার কারণে হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় আসে নাই?

এত কাঁদিতেন যে, কান্না থামাইতে সক্ষম হইতেন না। (আবু নুআঈম)

ইউসুফ ইবনে মাহাক (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ)এর সহিত হযরত ওবায়েদ ইবনে ওমায়ের (রাঃ)এর নিকট গেলাম। তিনি আপন সঙ্গীদিগকে ওয়াজ করিতে ছিলেন। আমি হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ)এর প্রতি চাহিয়া দেখিলাম, তাঁহার চক্ষুদ্বয় হইতে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে। (ইবনে সা'দ)

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত ওবায়েদ ইবনে ওমায়ের (রাঃ) এই আয়াত শেষ পর্যন্ত পড়িলেন—

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍۭ بِشَهِيْدٍ

অর্থ ঃ 'সুতরাং ঐ সময়ইবা কি অবস্থা হইবে? যখন আমরা প্রত্যেক উম্মত হইতে এক একজন সাক্ষী উপস্থাপিত করিব, এবং আপনাকে তাহাদের উপর সাক্ষীরূপে উপস্থিত করিব।

শুনিয়া হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) এত কাঁদিলেন যে, চোখের পানিতে তাহার দাড়ি ও বুক ভাসিয়া গেল। বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ্ বলেন, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)এর পার্শ্ববর্তী লোকটি বর্ণনা করিয়াছে যে, আমার ইচ্ছা হইয়াছিল, ওবায়েদ ইবনে ওমায়েরকে দাঁড়াইয়া বলি যে, আপনার ওয়াজ বন্ধ করুন, আপনি তো এই শায়েখকে কষ্ট দিতেছেন। (ইবনে সা'দ)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর ক্রন্দন

আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবি মুলাইকা (রহঃ) বলেন, মক্কা হইতে মদীনা যাওয়ার পথে আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর সহিত ছিলাম। যখন কোন জায়গায় অবস্থান করিতেন, অর্ধরাত্রি এবাদতে কাটাতেন। বর্ণনাকারী আইয়ুব (রহঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার কোরআন পড়া কেমন হইত? বলিলেন, একবার তিনি এই আয়াত পড়িলেন—

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ

অর্থ ঃ 'আর মৃত্যুকষ্ট প্রকৃতপক্ষে আসিয়া পৌছিয়াছে; ইহা সেই বস্তু যাহা হইতে তুমি এড়াইয়া চলিতে।

তিনি উক্ত আয়াতকে তরতীলের সহিত ধীরে ধীরে পড়িতে লাগিলেন এবং কান্নার পরিমাণ বাড়াইতে লাগিলেন। (আবু নুআঈম)

আবু রাজা (রহঃ) বলেন, (অধিক পরিমাণে ক্রন্দনের দরুন) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর এই জায়গা অর্থাৎ চক্ষু হইতে অশ্রু গড়াইবার জায়গায় পুরাতন সুতার ন্যায় (দাগ) হইয়া গিয়াছিল। (আবু নুআঈম)

হযরত ওবাদাহ (রাঃ)এর ক্রন্দন

ওসমান ইবনে আবি সাওদাহ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ওবাদাহ্ ইবনে সামেত (রাঃ)কে মসজিদের এই দেয়ালের উপর দেখিয়াছি, যাহার অপর দিক ওয়াদিয়ে জাহান্নাম নামে অভিহিত। তিনি উহার উপর নিজের বুক রাখিয়া কাঁদিতেছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আবুল ওয়ালীদ, আপনি কেন কাঁদিতেছেন? তিনি বলিলেন, এই সেই জায়গা যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহান্নাম দেখিয়াছেন বলিয়া আমাদিগকে সংবাদ দিয়াছেন। (আবু নুআঈম)

হযরত ইবনে আমর (রাঃ)এর ক্রন্দন

ইয়া'লা ইবনে আতা (রহঃ) তাহার মাতা সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ)এর জন্য সুরমা বানাইতেন। হযরত ইবনে

আমর (রাঃ) অধিক পরিমাণে কান্নাকাটি করিতেন। কখনো আপন ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া কাঁদিতে থাকিতেন। অধিক কান্নার দরুন তাঁহার চক্ষু হইতে পুঁজ নির্গত হইত। ইয়ালা ইবনে আতা (রহঃ) বলেন, আমার মা তাঁহার জন্য সুরমা তৈয়ার করিয়া দিতেন। (আবু নুআঈম)

হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ)এর ক্রন্দন

মুসলিম ইবনে বিশ্র (রহঃ) বলেন, হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) তাঁহার অসুখের সময় কাঁদিতে লাগিলেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, হে আবু হোরাইরা, আপনি কেন কাঁদিতেছেন? তিনি বলিলেন, আমি তোমাদের এই দুনিয়ার জন্য কাঁদিতেছি না। আমি তো এই জন্য কাঁদিতেছি যে, আমার সফর অতি দীর্ঘ কিন্তু সম্বল অতি কম। আমি অদ্য এমন এক টিলার উপর অবস্থান করিতেছি, যাহা বেহেশত ও দোযখের দিকে নামিয়া গিয়াছে। জানিনা, আমাকে কোন্ দিকে লইয়া যাওয়া হইবে। (ইবনে সা'দ)

চিন্তা-ভাবনা ও উপদেশ গ্রহণ

সাহাবা (রাঃ)দের চিন্তা-ভাবনা ও উপদেশ গ্রহণ

হযরত আবু রায়হানা (রাঃ)এর চিন্তা-ভাবনা

হযরত আবু রায়হানা (রাঃ)এর গোলাম বর্ণনা করেন যে, একবার হযরত আবু রায়হানা (রাঃ) জেহাদ হইতে ফিরিয়া রাত্রের খানা খাইলেন। তারপর অযূ করিয়া আপন মুসল্লার উপর নামাযে দাঁড়াইয়া গেলেন এবং সূরা পড়িতে আরম্ভ করিলেন। মুআযযিন ফজরের আযান দেওয়া পর্যন্ত নিজ স্থানে নামাযে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার স্ত্রী বলিলেন, হে আবু রায়হানা, আপনি জেহাদ করিয়াছেন এবং ক্লান্ত হইয়া বাড়ী ফিরিয়াছেন। আপনার উপর আমাদের কি কোন হক নাই? তিনি বলিলেন, নিশ্চয়ই, খোদার কসম; কিন্তু যদি তোমার কথা স্মরণ থাকিত তবে অবশ্যই আমার উপর তোমার হক হইত। স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে কি জিনিষ আপনাকে আমার কথা ভুলাইয়া দিয়াছে? তিনি বলিলেন, বেহেশত ও উহার ভোগ বিলাস সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, উহার মধ্যে এরূপ চিন্তামগ্ন ছিলাম যে, মুআযযিনের আওয়াজে উহা ভঙ্গ হইল। (এসাবাহ)

হযরত আবু যার (রাঃ)এর চিন্তা

মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসে' (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত আবু যার (রাঃ)এর ইন্তেকালের পর তাঁহার এবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবার উদ্দেশ্যে হযরত উম্মে যার (রাঃ)এর নিকট আসিয়া বলিল, আমি আপনার নিকট এই উদ্দেশ্যে আসিয়াছি যে, আপনি আমাকে হযরত আবু যার (রাঃ)এর এবাদাত সম্পর্কে বলিবেন। বলিলেন, তিনি সারা দিন শুধু চিন্তা করিয়া কাটাইতেন। (আবু নুআঈম)

হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর চিন্তা ও উপদেশ গ্রহণ

আওন ইবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে উতবা (রহঃ) বলেন, আমি হযরত উম্মে দারদা (রাঃ)কে হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর সর্বোৎকৃষ্ট আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, তাঁহার (সর্বোৎকৃষ্ট আমল) চিন্তা করা ও শিক্ষা বা উপদেশ গ্রহণ করা ছিল।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত উম্মে দারদারেকে কেহ জিজ্ঞাসা করিল, হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর সর্বাধিক আমল কি ছিল? তিনি বলিলেন, শিক্ষা বা উপদেশ গ্রহণ। (আবু নুআঈম)

সালেম ইবনে আবি জা'দাহ্ (রহঃ) হইতেও অনুরূপ রেওয়ায়াত বর্ণিত হইয়াছে। তবে উহাতে শিক্ষা বা উপদেশ গ্রহণের পরিবর্তে হযরত উম্মে দারদা (রাঃ) "চিন্তা করা" বলিয়াছেন। (আবু নুআঈম)

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিয়াছেন, সামান্য সময় চিন্তা করা সারারাত এবাদত অপেক্ষা উত্তম।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিয়াছেন, কিছুলোক আছে যাহারা মঙ্গলের চাবি ও অমঙ্গলের জন্য তালাস্বরূপ। ইহার বিনিময়ে তাহাদের জন্য সওয়াব রহিয়াছে। আর কতিপয় লোক অমঙ্গলের চাবি ও মঙ্গলের জন্য তালা স্বরূপ। আর ইহার বিনিময়ে তাহাদের জন্য রহিয়াছে গুনাহের বোঝা। সামান্য সময় চিন্তা করা সারারাত্র এবাদত অপেক্ষা উত্তম। (কানয)

হাবীব ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রহঃ) বলেন, হযরত আবু দারদা (রাঃ) জেহাদে যাইবার এরাদা করিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে বলিল,

WWW.BANGLAKITAB.COM

আমাকে নসীহত করুন। তিনি বলিলেন, তুমি সুখের সময় আল্লাহ্‌কে ইয়াদ করিও, তিনি দুঃখের সময় তোমাকে স্মরণ রাখিবেন। দুনিয়ার কোন জিনিষের প্রতি যখন তোমার মন আকৃষ্ট হয় তখন উহার (অর্থাৎ দুনিয়ার জিনিষের) পরিণতির প্রতি চিন্তা করিও। (আবু নুআঈম)

সালেম ইবনে আবি জা'দাহ (রহঃ) বলেন, কর্মরত দুইটি (হালের) বলদ হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর নিকট দিয়া যাইতেছিল। একটি কাজ করিতে লাগিল, আর অপরটি থামিয়া গেল। ইহা দেখিয়া হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিলেন, ইহার মধ্যেও শিক্ষণীয় জিনিষ রহিয়াছে। (অর্থাৎ যে থামিয়া গেল সে কৃষকের মার খাইল, আর যে কাজ করিতেছিল সে মার খাইল না। (আবু নুআঈম)

নফসের মুহাসাবা (হিসাব গ্রহণ)

মুহাসাবা সম্পর্কে হযরত আবু বকর (রাঃ)এর উক্তি

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর গোলাম বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর খাতিরে নিজের নফসের উপর অসন্তুষ্ট হয় আল্লাহ্ তায়ালা তাহাকে আপন অসন্তুষ্টি হইতে নিরাপদ রাখিবেন। (কান্‌য)

হযরত ওমর (রাঃ)এর উক্তি

সাবিত ইবনে হাজ্জাজ (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলিয়াছেন, তোমাদিগকে ওজন করা হইবার পূর্বে তোমরা নিজের নফসের ওজন কর। তোমাদের হিসাব লওয়া হইবার পূর্বে আপন নফসের হিসাব লও। কারণ আগামীকালের (কেয়ামতের) হিসাব অপেক্ষা আপন নফসের হিসাব লওয়া তোমাদের জন্য অতি সহজ। বড় হাজিরির জন্য (তাকওয়া ও আমল দ্বারা) সুসজ্জিত হও।

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ

অর্থ ঃ যেই দিন তোমাদিগকে (হিসাবের জন্য উপস্থিত করা হইবে,

তোমাদের কোন বিষয় গোপন থাকিবে না। (আবু নুআঈম)

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, আমি একদিন হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর সহিত বাহির হইলাম। তিনি একটি বাগানে প্রবেশ করিলেন। তিনি বাগানের ভিতরে ছিলেন। (আর আমি বাহিরে।) আমার ও তাঁহার মধ্যে দেয়ালের আড়াল ছিল। দেয়ালের অপর পার্শ্ব হইতে আমি শুনিতে পাইলাম, তিনি নিজেকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, আমীরুল মুমিনীন (হইয়াছ?), খোদার কসম, তুমি হয় আল্লাহ্‌কে ভয় করিয়া চলিবে আর না হয় অবশ্যই আল্লাহ্ তোমাকে আযাব দিবেন। (মুনতাখাব)

চুপ থাকা ও যবানের হেফাজত করা

সাইয়্যেদুনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুপ থাকা

ইমাম আহমাদ ও তাবরানী (রহঃ) সেমাক (রহঃ) হইতে এক দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত হাদীসে বর্ণিত আছে যে, সেমাক (রহঃ) বলেন, আমি হযরত জাবের ইবনে সমুরাহ্ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে বসিতেন? তিনি বলিলেন, হাঁ, তিনি অধিক সময় চুপ করিয়া থাকিতেন।

হযরত আবু মালেক আশজায়ী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাঁহার পিতা বলিয়াছেন, আমরা বালকগণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে বসিতাম। আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা অধিক নিরব থাকিতে আর কাহাকেও দেখি নাই। তাঁহার সাহাবা (রাঃ) কথা বলিতেন। তাহাদের অনেক কথার পর তিনি একটু মুচকি হাসিতেন। (তাবারানী)

হযরত ওবাদাহ্ ইবনে সামেত (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহির হইলেন এবং আপন বাহনের উপর সওয়ার হইয়া চলিলেন। সাহাবা (রাঃ)ও তাঁহার সহিত ছিলেন। কিন্তু কেহ তাঁহার সম্মুখে অগ্রসর হইতেছিলেন না। হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমি আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করি যেন আপনার

www.BANGLAKITAB.com

(মৃত্যুর) দিনের পূর্বে আমাদের (মৃত্যুর) দিন আনয়ন করেন। যদি বিপরিত ঘটে—আল্লাহ্ এমন না দেখান—তবে আপনার পরে আমরা কি আমল করিব? হযরত মুআয (রাঃ) বলেন, তারপর আমি নিজেই জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার পিতা মাতা আপনার উপর কোরবান হউন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আল্লাহ্র রাহে জেহাদ করিব কি? তিনি বলিলেন, আল্লাহ্র রাহে জেহাদ তো অতি উত্তম জিনিষ তবে লোকদের জন্য ইহা অপেক্ষা মজবুত জিনিষ রহিয়াছে। হযরত মুআয (রাঃ) বলিলেন, রোযা ও সদকা? তিনি বলিলেন, রোযা ও সদকা অতি উত্তম জিনিষ তবে লোকদের জন্য ইহা অপেক্ষা মজবুত জিনিষ রহিয়াছে। হযরত মুআয (রাঃ) জানা মত সকল ভাল কাজের কথা একে একে উল্লেখ করিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি বারই বলিলেন, তবে লোকদের জন্য ইহা অপেক্ষা মজবুত জিনিষ রহিয়াছে। হযরত মুআয (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, লোকদের জন্য ইহা অপক্ষো মজবুত জিনিষ কি রহিয়াছে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখের দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, ভাল কথা ব্যতীত চুপ থাকা। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাদের জিহবা যে সকল কথা বলে উহার উপর কি আমাদিগকে পাকড়াও করা হইবে? রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুআয (রাঃ)এর উরুর উপর চাপড় মারিয়া বলিলেন, তোমার মা তোমাকে হারাক,—এবং আরো যাহা আল্লাহ্ চাহিয়াছেন বলিয়াছেন—একমাত্র মানুষের মুখের কথাই তো তাহাদিগকে উপুড় করিয়া দোযখে ফেলিবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখেরাতের দিনের উপর ঈমান রাখে সে যেন ভাল কথা বলে, আর না হয় মন্দ কথা হইতে চুপ থাকে। ভাল কথা বল, লাভবান হইবে। মন্দ কথা হইতে চুপ থাক, নিরাপদ থাকিবে। (তাবরানী)

সাহাবা (রাঃ)দের চুপ থাকা

একজন শহীদ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর উক্তি

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক ব্যক্তি শহীদ হইল। কোন একজন মহিলা তাহার জন্য কাঁদিল এবং বলিল, হায়রে শহীদ! নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, থাম, তুমি কি জান, সে শহীদ কিনা! হয়ত সে বে-ফায়দা কোন কথা বলিয়াছে, আর এমন জিনিষের ব্যাপারে কৃপণতা করিয়াছে, যাহাতে তাহার কোন কম হইত না। (আবু ইয়ালী)

অপর রেওয়ায়াতে হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, ওহোদের যুদ্ধে আমাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি শহীদ হইলে ক্ষুধার দরুন পেটে পাথর বাঁধা অবস্থায় তাহাকে পাওয়া গেল। তাহার মাতা তাহার মুখমণ্ডল হইতে ধুলা-বালি মুছিয়া দিয়া বলিল, হে আমার বেটা বেহেশত তোমার জন্য সুখময় হউক। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি কি জান! হয়ত সে বেফায়দা কোন কথা বলিয়াছে, আর এমন জিনিষ হইতে বিরত রহিয়াছে যাহাতে তাহার কোন ক্ষতি হইত না। (আবু ইয়ালা)

হযরত আম্মার (রাঃ)এর চুপ থাকা

খালেদ ইবনে নুমাইর (রহঃ) বলেন, হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) দীর্ঘ সময় চুপ থাকিতেন এবং চিন্তিত ও ভারাক্রান্ত থাকিতেন। তাহার কথা-বার্তার মধ্যে বেশীর ভাগই তিনি আল্লাহ্র নিকট নিজের ব্যাপারে ফেৎনা হইতে পানাহ্ চাহিতেন। (আবু নুআঈম)

আবু ইদ্রীস খাওলানী (রহঃ) বলেন, আমি দামেশকের মসজিদে প্রবেশ করিয়া এক ব্যক্তিকে দেখিলাম, তাঁহার সম্মুখের দন্তদ্বয় অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং দীর্ঘসময় চুপ করিয়া থাকেন। আর তাঁহার সহিত সেখানে আরও লোকজন রহিয়াছে। তাহাদের কোন বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দিলে তাহারা তাঁহার শরনাপন্ন হয় এবং তাঁহার রায়ের উপর সন্তুষ্ট হইয়া যায়। আমি উক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে আমাকে বলা হইল, ইনি হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ)। (হাকেম)

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর আপন জিহ্বা ধরিয়া টানা

আসলাম (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, একদিন হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)এর প্রতি উঁকি দিয়া দেখিলেন, তিনি আপন জিহবা টানিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূলের খলীফা, আপনি কি

www.BANGLAKITAB.com

করিতেছেন? তিনি উত্তর দিলেন, ইহাই তো আমাকে যত বিপদে ফেলিয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, শরীরের এমন কোন অংশ নাই যে, জিহ্বার তেজস্বীতার অভিযোগ না করে। (আবু ইয়ালা)

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর আপন জিহ্বাকে শাসন

আবু ওয়ায়েল (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) একবার সাফা পাহাড়ে আরোহন করিলেন এবং আপন জিহ্বা ধরিয়া বলিলেন, হে জিহ্বা, ভাল কথা বল, লাভমান হইবে। মন্দ কথা হইতে চুপ থাক, লজ্জিত হইবে না, নিরাপদ থাকিবে। তারপর বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, আদম সন্তানের বেশীর ভাগ গুনাহ্ জিহ্বার দ্বারা সংঘটিত হইয়া থাকে। (তাবারানী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর আপন জিহ্বাকে শাসন

সাঈদ জারীরী (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, কোন এক ব্যক্তি বলিয়াছেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে দেখিয়াছি, আপন জিহ্বার পার্শ্ব ধরিয়া বলিতেছেন, তোমার নাশ হউক, ভাল কথা বল, লাভবান হইবে। মন্দ কথা হইতে চুপ থাক নিরাপদ থাকিবে। এক ব্যক্তি বলিল, হে ইবনে আব্বাস, কি ব্যাপার! আপন জিহ্বা ধরিয়া এমন কথা বলিতেছেন? তিনি বলিলেন, আমি জানিতে পারিয়াছি যে, কেয়ামতের দিন বান্দা আপন জিহ্বা অপেক্ষা অন্য কাহারো উপর এত অধিক ক্ষোভ প্রকাশ করিবে না। (আবু নুআঈম)

হযরত শাদ্দাদ (রাঃ)এর ঘটনা

সাবেত বুনানী (রহঃ) বলেন, হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস (রাঃ) একদিন তাঁহার সঙ্গীদের একজনকে বলিলেন, খানা আন, উহাতে মশগুল হই। ইহা শুনিয়া তাঁহার সঙ্গীদের একজন বলিল, আপনার সাহচর্যে থাকাকালীন এযাবৎ আপনার নিকট এরূপ (অসংযত) কথা আর শুনি নাই। তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিচ্ছেদের পর আজ পর্যন্ত আমার মুখ হইতে লাগাম ও বল্গাহীন কোন কথা বাহির হয় নাই। খোদার কসম,

আজকের এই কথা ব্যতীত কোন অসতর্ক কথা আমার মুখ হইতে বাহির হইবে না। (আবু নুআঈম)

সুলাইমান ইবনে মূসা (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস (রাঃ) একদিন বলিলেন, খানা আন, খেলা করি। সুলাইমান (রহঃ) বলেন, লোকেরা তাঁহাকে এই কথার উপর ধরিল। তিনি বলিলেন, আবু ইয়ালা (অর্থাৎ নিজে)কে দেখ, তাহার (মুখ) হইতে কি বাহির হইতেছে! তারপর বলিলেন, হে আমার ভাতিজাগণ, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বাইআত হওয়ার পর হইতে আজ পর্যন্ত ইহা ব্যতীত লাগাম ও বল্গাহীন কোন কথা বলি নাই। আস, তোমাদিগকে হাদীস শুনাইব। ইহা ছাড়, আর ইহা অপেক্ষা উত্তম জিনিষ গ্রহণ কর—

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ التَّثَبُّتَ فِي الْاَمْرِ وَنَسْأَلُكَ عَزِيْمَةَ
الرُّشْدِ وَنَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَ
نَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيْمًا وَلِسَانًا صَادِقًا وَنَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا
تَعْلَمُ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ্! আমরা আপনার নিকট নেক কাজে দৃঢ়তা চাহি, এবং হেদায়াতের পরিপক্কতা চাহি, আপনার নেয়ামতের শোকর ও উত্তমরূপে এবাদতের তৌফিক চাহি, আর আপনার নিকট পবিত্র অন্তর ও সত্যবাদী জিহ্বা চাহি, এবং আপনার জানামত সকল মঙ্গল চাহি, ও আপনার জানা মত সকল মন্দ হইতে আপনার নিকট পানাহ চাহি।

ইহা গ্রহণ কর আর উহা ছাড়িয়া দাও। (আবু নুআঈম)

আবু নুআঈম হইতে অপর রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিলেন, আমার সেই কথা ভুলিয়া যাও। আর আমি এখন যাহা বলিব উহা স্মরণ রাখ। আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যখন লোকজন স্বর্ণ-রূপা (কোষাগারে) জমা করে তখন তোমরা

www.BANGLAKITAB.com

এই কলেমাগুলি (অন্তরে) জমা কর—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِى الْاَمْرِ وَالْعَزِيْمَةَ عَلَى الرُّشْدِ

বাকী অংশ উপরোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী। তবে শেষাংশে অতিরিক্ত এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ

অর্থাৎ আপনার জানামত সকল গুনাহ হইতে ক্ষমা চাহি, কারণ আপনি গায়েবের সকল বিষয় সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত।

জিহ্বা সম্পর্কে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর সতর্কবানী

ঈসা ইবনে উক্বাহ্ (রহঃ) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, সেই পাক যাতের কসম, যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, জিহ্বা অপেক্ষা দীর্ঘকাল বন্দী করিয়া রাখার উপযুক্ত যমীনের বুকে আর কোন বস্তু নাই। (আবু নুআঈম)

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি তোমাদিগকে অনর্থক কথা হইতে সাবধান করিতেছি। তোমাদের কাহারো জন্য প্রয়োজন পরিমাণ কথাই যথেষ্ট।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, তিনি বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিন তাহারাই সর্বাধিক গুনাহ লইয়া উপস্থিত হইবে যাহারা (দুনিয়াতে) বাতিল বিষয় লইয়া অধিক আলোচনা করিয়া থাকে। (তাবরানী)

চুপ থাকার প্রতি হযরত আলী (রাঃ)এর উৎসাহ দান

হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, জিহ্বা শরীরের পরিচালক। জিহ্বা সঠিক চলিলে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও সঠিক চলে। জিহ্বা ওলট পালট হইলে শরীরের কোন অঙ্গই আর ঠিক চলে না।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, তিনি বলিয়াছেন, নিজেকে গোপন কর, তোমার কোন আলোচনা হইবে না। চুপ থাক, নিরাপদ থাকিবে। অপর রেওয়ায়াতে আছে, তিনি বলিয়াছেন, চুপ থাকা বেহেশতে লইয়া যাইবে।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, তিনি বলিয়াছেন—

لَا تُفْشِ سِرَّكَ اِلَّا اِلَيْكَ — فَاِنَّ لِكُلِّ نَصِيْحٍ نَصِيْحًا

فَاِنِّىْ رَأَيْتُ غُوَاةَ الرِّجَالِ — لَا يَدَعُوْنَ اَدِيْمًا صَحِيْحًا

অর্থ ঃ নিজের গোপন কথা নিজের কাছে ব্যতীত কাহারো নিকট প্রকাশ করিও না। কারণ প্রত্যেক হিতাকাঙ্খীর জন্য অপর হিতাকাঙ্খী রহিয়াছে, আমি ভ্রষ্ট লোকদিগকে দেখিয়াছি, তাহারা কোন চামড়াকেই অক্ষত ছাড়ে না। (কানযুল উম্মাল)

চুপ থাকার প্রতি হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর উৎসাহ দান

ইবনে আসাকির (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা চুপ থাকা শিক্ষা কর, যেমন তোমরা কথা বলা শিক্ষা করিয়া থাক। কারণ চুপ থাকা বিরাট ধৈর্যের কাজ। বলিবার পরিবর্তে শুনিবার অধিক আগ্রহী হও। এমন বিষয়ে কথা বলিও না যাহাতে তোমার কোন লাভ নাই। অনর্থক হাসিও না, আর বিনা প্রয়োজনে হাঁটিও না।

আবু নুআঈম (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন, আল্লাহর নিকট মুমিনের শরীরে জিহ্বা অপেক্ষা অধিক প্রিয় আর কোন মাংসপিণ্ড নাই। কারণ উহার কারণেই তাহাকে বেহেশতে প্রবেশ করাইবেন। আর আল্লাহর নিকট কাফেরের শরীরে জিহ্বা অপেক্ষা অধিক ঘৃণিত আর কোন মাংসপিণ্ড নাই। কারণ উহার কারণেই তাহাকে দোযখে প্রবেশ করাইবেন।

জিহ্বার হেফাজত সম্পর্কে হযরত ইবনে ওমর ও হযরত আনাস (রাঃ)এর উক্তি

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, বান্দার শরীরে জিহ্বাই সর্বাপেক্ষা পবিত্র রাখার উপযুক্ত। (আবু নুআঈম)

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলিয়াছেন, আপন জিহ্বাকে হেফাজত না করিয়া বান্দা আল্লাহ্‌কে ভয় করিতে পারে না।

www.BANGLAKITAB.com

কথা-বার্তা

সাইয়্যেদুনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা-বার্তা

হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনভাবে কথা বলিতেন যে, যদি কেহ তাহার কথাগুলি গণনা করিতে চাহিত তবে গণনা করিতে পারিত। (বুখারী)

বোখারী হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি কি তোমাকে আশ্চর্যের কথা বলিব? অমুকের বাপ আমার হুজরার নিকট আসিয়া বসিল এবং এমনভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিল যেন আমি শুনিতে পাই। আমি তাসবীহ পাঠে রত ছিলাম। কিন্তু আমার তাসবীহ পাঠ শেষ হইবার পূর্বেই সে হাদীস বর্ণনা শেষ করিয়া চলিয়া গেল। আমি যদি তাহাকে পাইতাম তবে প্রতিবাদ করিতাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের ন্যায় এরূপ দ্রুত কথা বলিতেন না। ইমাম আহমাদ, মুসলিম ও আবু দাউদ (রহঃ)এর রেওয়ায়াতে অমুকের বাপ-এর পরিবর্তে আবু হোরায়রা (রাঃ)এর উল্লেখ রহিয়াছে।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে, তিনি বলিয়াছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা পৃথক পৃথক হইত এবং প্রত্যেকেই বুঝিতে পারিত। এরূপ দ্রুত হইত না।

হযরত জাবের (রাঃ) অথবা হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা ধীরে ধীরে থামিয়া থামিয়া হইত। (আবু ইয়ালা)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন কথা বলিতেন, তিন বার বলিতেন, আর যখন কোন কাওমের নিকট আসিয়া (অনুমতি চাহিয়া) সালাম করিতেন তখন তিনবার সালাম করিতেন।

হযরত সুমামাহ্ ইবনে আনাস (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আনাস (রাঃ) যখন কথা বলিতেন, তিন বার বলিতেন। এবং তিনি বলিয়াছেন,

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কথা বলিতেন, তিন বার বলিতেন এবং তিনবার (সালাম করিয়া) অনুমতি চাহিতেন। (আহমাদ)

অপর এক রেওয়ায়াতে সুমামাহ্ (রহঃ) হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কথা বলিতেন, প্রত্যেকটি কথা পুনঃ পুনঃ তিনবার করিয়া বলিতেন, যাহাতে শ্রোতা ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে পারে। (তিরমিযী)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আমাকে সংক্ষিপ্ত কিন্তু ব্যাপক অর্থসম্পন্ন কালাম দান করা হইয়াছে, এবং (শত্রুর অন্তরে) আতঙ্ক (সৃষ্টি করার) দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হইয়াছে। আর ঘুমন্ত অবস্থায় আমার নিকট যমীনের সকল (রত্ন) ভাণ্ডারের চাবি আনা হইয়াছে এবং আমি উহা স্বহস্তে ধারণ করিয়াছি। (আহমাদ ও বুখারী)

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে সালাম (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বসিয়া কথা বলিতেন প্রায়ই আকাশের দিকে তাকাইতেন। (আবু দাউদ)

হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের মনতুষ্টির উদ্দেশ্যে তাহাদের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তির দিকে মুখ করিয়া কথা বলিতেন। তিনি কথা-বার্তায় আমার দিকে মুখ করিয়া কথা বলিতেন। ইহাতে আমার ধারণা হইল যে, আমিই বোধ হয় সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি। সুতরাং আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ্ আমি উত্তম, না আবু বকর উত্তম? তিনি জবাব দিলেন, আবু বকর। আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, আমি উত্তম, না ওমর উত্তম? তিনি বলিলেন, ওমর। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, আমি উত্তম, না ওসমান উত্তম? তিনি বলিলেন, ওসমান। আমি যতবারই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তিনি সত্য বলিয়াছেন। কিন্তু পরে আমার মনে হইয়াছে যে, যদি তাঁহাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা না করিতাম (তবেই ভাল ছিল)।

www.BANGLAKITAB.com

মুচকি হাসি ও হাসি

সাইয়্যেদুনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুচকি হাসি ও হাসি

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপ মুখ খুলিয়া হাসিতে কখনও দেখি নাই যে, আলজিভ দেখা যায়। তবে তিনি মুচকি হাসিতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

আব্দুল্লাহ্ ইবনে হারিস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা অধিক মুচকি হাসিতে আর কাহাকেও দেখি নাই। (তিরমিযী)

তিরমিযী হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু মাত্র মুচকি হাসিতেন।

সেমাক ইবনে হারব (রহঃ) বলেন, আমি হযরত জাবের ইবনে সামুরাহ্ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে বসিতেন? তিনি বলিলেন, হাঁ, অনেক। তিনি সূর্য উদয় পর্যন্ত ফজরের নামাযের জায়গা হইতে উঠিতেন না। সূর্য উদয়ের পর উঠিয়া যাইতেন। সাহাবা (রাঃ) আলোচনা করিতেন, কখনও জাহিলিয়াতের কোন বিষয় লইয়া আলোচনা আরম্ভ হইত আর তাঁহারা হাসিতেন কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু মুচকি হাসিতেন। (মুসলিম)

অপর রেওয়ায়াতে আছে, সেমাক (রহঃ) বলেন, আমি হযরত জাবের ইবনে সামুরাহ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে বসিতেন? তিনি বলিলেন, হাঁ, তবে তিনি দীর্ঘ সময় চুপ থাকিতেন ও কম হাসিতেন। তাঁহার সাহাবা (রাঃ) কখনও তাঁহার সম্মুখে কবিতা আবৃত্তি করিতেন, কখনও তিনি তাহাদের কোন বিষয়ে কথা বলিতেন, আর তাহারা হাসিতেন, আর তিনি কখনও মুচকি হাসিতেন। (বিদায়াহ)

হুসাইন ইবনে ইয়াযীদ কালবী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুখ খুলিয়া হাসিতে দেখি নাই, তবে তিনি মুচকি হাসিতেন। কখনও ক্ষুধার তাড়নায় পেটে পাথর বাঁধিয়া রাখিতেন। (আবু নুআঈম)

আমরাহ্ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম,

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার বিবিগণের সহিত নিরিবিলিতে কিরূপ আচরণ করিতেন? তিনি বলিলেন, তোমাদের পুরুষদের মতই একজন পুরুষালী আচরণ করিতেন, তবে তিনি সর্বাপেক্ষা মেহেরবান ও কোমল (প্রাণ) ছিলেন। সর্বদা হাসি খুশি থাকিতেন। (হাকেম)

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যখন ওহী আসিত অথবা তিনি যখন ওয়াজ করিতেন তখন তুমি তাঁহাকে দেখিলে বলিতে আসন্ন আযাব সম্পর্কে কোন কাওমের একজন ভীতি প্রদর্শনকারী। আর যখন উক্তভাব কাটিয়া যাইত তখন দেখিলে বলিতে তিনি সর্বাপেক্ষা সুপ্রসন্ন ও সর্বাধিক হাস্যময় ও সর্বাপেক্ষা হাস্যোজ্জ্বল ব্যক্তি।

আবু উমামাহ্ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বাপেক্ষা হাস্য মুখ ও সর্বাধিক সৎস্বভাবের অধিকারী ছিলেন। (তাবরানী)

হযরত সা'দ (রাঃ)এর তীর নিক্ষেপের ঘটনা

আমের ইবনে সা'দ (রহঃ) বলেন, হযরত সা'দ (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খন্দকের যুদ্ধের দিন এমনভাবে হাসিতে দেখিয়াছি যে, তাঁহার দান্দান মুবারক প্রকাশ হইয়া গিয়াছিল। আমের বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কি কারণে হাসিয়াছেন? তিনি বলিলেন, শত্রুপক্ষের এক ব্যক্তির নিকট একটি ঢাল ছিল। হযরত সা'দ (রাঃ) দক্ষ তীরন্দাজ ছিলেন। সে নিজের ললাট ঢাকিবার উদ্দেশ্যে ঢাল এদিক ওদিক করিতেছিল। সা'দ (রাঃ) ধনুকে তীর যোজন করিয়া নিশানা করিলেন এবং উক্ত ব্যক্তি ঢাল হইতে মাথা উঠাইবা মাত্র তিনি তীর নিক্ষেপ করিলেন। তীর সোজা তাহার কপালে বিদ্ধ হইতে ভুল হইল না। আর সে পা উপর দিক করিয়া উল্টাইয়া পড়িল। ইহা দেখিয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন ভাবে হাসিয়া উঠিলেন যে, তাহার দান্দান মুবারক প্রকাশ হইয়া পড়িল। আমের বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কি কারণে হাসিলেন? তিনি বলিলেন, সা'দের লোকটির উপর এরূপ তীর নিক্ষেপ করার উপর। (তিরমিযী)

www.BANGLAKITAB.com

এক সাহাবীর রমযানে স্ত্রী সহবাসের ঘটনা

হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিল, আমি ধ্বংস হইয়া গিয়াছি, আমি রমযান মাসে নিজ পরিবারের সহিত সহবাস করিয়াছি। তিনি বলিলেন, একটি গোলাম আযাদ কর। সে বলিল, আমার সে ক্ষমতা নাই। তিনি বলিলেন, তবে দুইমাস একাধারে রোযা রাখ। সে বলিল, আমার সে শক্তি নাই। তিনি বলিলেন, তবে ষাট মিসকীনকে খানা খাওয়াও। সে বলিল, আমার নিকট এত পরিমাণ খাদ্যও নাই। এমন সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কেহ এক আরাক (টুকরি) খেজুর আনিল। বর্ণনাকারী ইবরাহীম (রহঃ) বলেন, আরাক শব্দের অর্থ খেজুর পাতার বুনা টুকুরী। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কোথায় সেই প্রশ্নকারী? (তারপর তাহাকে টুকরি দিয়া বলিলেন,) এইগুলি সদকা করিয়া দাও। সে বলিল, আমা অপেক্ষা অভাবি লোকের উপর সদকা করিব কি? খোদার কসম, মদীনার এই দুই প্রস্তরময় যমীনের মাঝে আমার পরিবার অপেক্ষা অভাবী আর কেহ নাই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাহার কথা শুনিয়া) এমন ভাবে হাসিয়া উঠিলেন যে, তাহার দান্দান মুবারক প্রকাশ হইয়া গেল। বলিলেন, তবে তোমরাই খাও। (বুখারী)

সর্বশেষ বেহেশতীর ঘটনা

হযরত আবু যার (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি সেই ব্যক্তি সম্পর্কে খুব ভালরূপে জানি, যে সর্বপ্রথম বেহেশতে প্রবেশ করিবে। আর সেই ব্যক্তি সম্পর্কেও জানি যাহাকে সর্বশেষ দোযখ হইতে বাহির করা হইবে। কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র দরবারে এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হইবে। তাহার সম্মুখে তাহার ছোট ছোট গুনাহগুলি উত্থাপন করিবার ও বড় বড় গুনাহগুলি গোপন রাখিবার নির্দেশ দেওয়া হইবে। তাহাকে তাহার ছোট ছোট গুনাহগুলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইবে, তুমি কি অমুক দিন অমুক গুনাহ্ কর নাই? সে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিবে। কারণ অস্বীকারের কোন উপায় থাকিবে না। আর কবীরা গুনাহের ব্যাপারে ভীত হইবে, (না জানি উহার দরুন কি অবস্থা হয়)। তারপর আদেশ হইবে, তাহার প্রত্যেক গুনাহের

পরিবর্তে একটি করিয়া নেকী দিয়া দাও। ইহা শুনিয়া সে বলিয়া উঠিবে, আমার আরও অনেক গুনাহ্ রহিয়াছে, যাহা আমি এইখানে দেখিতেছি না। হযরত আবু যার (রাঃ) বলেন, আমি দেখিলাম, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পর্যন্ত বলিয়া এমনভাবে হাসিয়া উঠিলেন যে, তাহার দান্দান মুবারক প্রকাশ হইয়া পড়িল। (হাসির কারণ ছিল, যে গুনাহ্‌র ব্যাপারে ভীত ছিল সে উহা প্রকাশে আগ্রহী হইয়া উঠিল।) (তিরমিযী)

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি সেই ব্যক্তিকে জানি যে দোযখ হইতে সর্বশেষ বাহির হইবে। সে বসিয়া মাটি হেঁচড়াইয়া দোযখ হইতে বাহির হইয়া আসিবে। তাহাকে বলা হইবে, যাও, বেহেশতে প্রবেশ কর। সে বেহেশতে প্রবেশ করিতে যাইয়া দেখিবে, লোকেরা স্বস্বস্থান দখল করিয়া লইয়াছে। ফিরিয়া আসিয়া বলিবে, আয় পরওয়ারদিগার, লোকেরা তো স্বস্বস্থান দখল করিয়া লইয়াছে। (অর্থাৎ সেখানে তো কোন জায়গা খালি নাই) তাহাকে বলা হইবে, দুনিয়ার প্রশস্ততা তোমার স্মরণ আছে কি? সে বলিবে, হাঁ। তখন তাহাকে বলা হইবে, তোমার মনের সকল আরজু–আকাঙ্খা ব্যক্ত কর। সে উহা ব্যক্ত করিবে। তাহাকে বলা হইবে, তুমি যাহা ব্যক্ত করিয়াছ তৎসহ দুনিয়ার দশগুণ বড় বেহেশত তোমাকে দেওয়া হইল। সে বলিবে, আপনি সকল বাদশাহের বাদশাহ হইয়া আমার সহিত ঠাট্টা করিতেছেন? (অর্থাৎ সেখানে তো সামান্যতম জায়গাও নাই অথচ আপনি দুনিয়ার দশগুণ দান করিতেছেন?) হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, (সেই ব্যক্তির এই কথা নকল করিতে যাইয়া) আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন ভাবে হাসিতে দেখিলাম যে, তাঁহার দান্দান মুবারক প্রকাশ হইয়া পড়িল। (তিরমিযী)

গাম্ভীর্য

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গাম্ভীর্য

হযরত খারেজা ইবনে যায়েদ (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন মজলিসে সর্বাপেক্ষা গাম্ভীর্যপূর্ণ ছিলেন। শরীরের কোন অংশকে অসংযতভাবে বাহির করিয়া রাখিতেন না। (শিফা)

www.BANGLAKITAB.com

হযরত মুআয (রাঃ)এর গাম্ভীর্য

শাহ্‌র ইবনে হাওশাব (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ)দের মজলিসে হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) থাকিলে সকলে তাহার প্রতি ভয়ে ভয়ে চাহিতেন। (আবু নুআঈম)

আবু মুসলিম খাওলানী (রহঃ) বলেন, আমি হিমসের মসজিদে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, সেখানে প্রায় ত্রিশ জনের মত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স্ক সাহাবা (রাঃ) রহিয়াছেন। তন্মধ্যে সুর্মা বর্ণের চক্ষু ও উজ্জ্বল দন্তবিশিষ্ট এক যুবক রহিয়াছেন। তিনি কথা বলেন না, চুপ করিয়া আছেন। যখন অন্যান্যদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতবিরোধ হয় তাঁহারা তাঁহার সরণাপন্ন হন ও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন। আমি আমার পার্শ্বে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইনি কে? সে বলিল, হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ)। শুনিয়া আমার অন্তরে তাঁহার প্রতি মুহাব্বত পয়দা হইল। তাঁহাদের মজলিস শেষ হওয়া পর্যন্ত আমি তাহাদের সহিত রহিলাম। (আবু নুআঈম)

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, একদিন আবু মুসলিম (রহঃ) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা (রাঃ)দের সহিত মসজিদে প্রবেশ করিলেন। সেদিন সাহাবা (রাঃ)দের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)এর খেলাফত আমলের প্রারম্ভিক কাল ছিল। তিনি বলেন, তাঁহাদের এক মজলিসে বসিলাম, যাহাতে ত্রিশজনের অধিক সাহাবা ছিলেন। তাহারা প্রত্যেকেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস সম্পর্কে আলোচনা করিতেছিলেন। উক্ত মজলিসে অত্যাধিক শ্যামলা বর্ণের মিষ্টভাষী উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট, সর্বাপেক্ষা কমবয়স্ক এক যুবক বসিয়াছিলেন। তাঁহাদের কোন হাদীস সম্পর্কে সংশয় হইলে তাঁহারা তাঁহার সরণাপন্ন হন ও তিনি তাঁহাদের হাদীস বলিয়া দেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসা না করিলে তিনি কোন কথা বলেন না। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্‌র বান্দা, আপনি কে? তিনি বলিলেন, আমি মুআয ইবনে জাবাল। (আবু নুআঈম)

ক্রোধ দমন

সাহাবা (রাঃ)দের ক্রোধ দমন

আবু বারযাহ (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত আবু বকর (রাঃ)কে গালাগালি করিল। আবু বারযাহ বলিলেন, আমি তাহার গর্দান উড়াইয়া দিব কি? তিনি তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন, ইহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত আর কাহারো জন্য জায়েয নাই। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, বান্দা যাহা কিছু গলাধঃকরণ করে তন্মধ্যে দুধ ও মধু গলাধঃকরণ অপেক্ষাও উত্তম হইল ক্রোধ গলাধঃকরণ করা।

আত্মমর্যাদাবোধ

হযরত উবাই (রাঃ)এর আত্মমর্যাদাবোধ

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিল, ওমুক ব্যক্তি আমার পিতার স্ত্রীর ঘরে প্রবেশ করে। ইহা শুনিয়া হযরত উবাই (রাঃ) বলিলেন, আমি হইলে তাহাকে তরবারী দ্বারা শেষ করিয়া দিতাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসিয়া বলিলেন, হে উবাই, তোমার মধ্যে কি আশ্চর্য মর্যাদা বোধ! আমি তোমার অপেক্ষা অধিক মর্যাদা বোধ রাখি আর আল্লাহ তায়ালা আমার অপেক্ষা অধিক মর্যাদাবোধ রাখেন।

হযরত সা'দ (রাঃ)এর আত্মমর্যাদাবোধ

হযরত মুগীরাহ (রাঃ) বলেন, হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাহ্ (রাঃ) বলিলেন, আমি যদি কোন পুরুষকে আমার স্ত্রীর সহিত দেখি তবে অবশ্যই তরবারীর ধারালো অংশের আঘাতে তাহাকে শেষ করিয়া দিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাঁহার এই উক্তি পৌছিলে তিনি বলিলেন, তোমরা কি সা'দের আত্মমর্যাদা বোধ দেখিয়া আশ্চর্যবোধ করিতেছ? খোদার কসম, আমি তাহার অপেক্ষা অধিক আত্মমর্যাদা বোধ রাখি। আর আল্লাহ্ তায়ালা আমার অপেক্ষা অধিক আত্মমর্যাদা বোধ রাখেন। আর আত্মমর্যাদা

WWW.BANGLAKITAB.COM

বোধের কারণেই আল্লাহ্ তায়ালা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল ফাহেশা কাজ হারাম করিয়া দিয়াছেন। আর আল্লাহ তায়ালা তওবাকে সর্বাধিক ভালবাসেন বলিয়া ভীতি প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদ দানকারী (নবী–রসূল)গণকে পাঠাইয়াছেন। এবং আল্লাহ্ তায়ালা প্রশংসাকে সর্বাধিক ভালবাসেন বলিয়া বেহেশতের ওয়াদা করিয়াছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) বলেন, হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ) বলিলেন, আমি যদি আমার পরিবারের সহিত কোন পুরুষকে পাই তবে কি চারজন সাক্ষী আনয়নের পূর্বে তাহাকে ছুঁইবোও না? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ। তিনি উত্তর দিলেন, কখনও নহে; বরং সেই পাক যাতের কসম, যিনি আপনাকে হক দিয়া পাঠাইয়াছেন, আমি তাহাকে ইহার পূর্বেই তরবারী দ্বারা শেষ করিয়া দিব। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের সরদার কি বলিতেছে, শুন! অবশ্যই সে অত্যন্ত আত্মমর্যাদা বোধ রাখে তবে আমি তাহার অপেক্ষা অধিক আত্মমর্যাদা বোধ রাখি এবং আল্লাহ্ তায়ালা আমার অপেক্ষা অধিক আত্মমর্যাদা বোধ রাখেন। (মুসলিম)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে এক সুদীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) বলিলেন, তাহাকে (সা'দ (রাঃ)কে) তিরস্কার করিবেন না, তিনি একজন অত্যন্ত আত্মমর্যাদা বোধ সম্পন্ন ব্যক্তি। খোদার কসম, তিনি কখনও কুমারী ব্যতীত বিবাহ করেন নাই, আর তাহার অত্যাধিক আত্মমর্যাদা বোধের দরুন তাহার তালাক দেওয়া কোন মহিলাকে আমরা কখনও বিবাহ করিতে সাহস পাই নাই। হযরত সা'দ (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ্ খোদার কসম, আমি অবশ্যই বিশ্বাস করি যে, ইহা (অর্থাৎ চারজন সাক্ষী হাজিরের বিধান) হক, এবং ইহা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে হুকুম। কিন্তু আমি আশ্চর্য বোধ করিতেছি এই জন্য যে, আমি যদি কোন নষ্টা মেয়েলোকের উরুর উপর উরু রাখিয়া কোন পুরুষকে পড়িয়া থাকিতে দেখি তবে তাহাকে কোনরূপ তাড়া না দিয়া এবং নাড়া না দিয়া চার জন সাক্ষী আনিতে যাইব? খোদার কসম, আমি সাক্ষী আনিতে আনিতে তো সে আপন কার্য সমাধা করিয়া ফেলিবে। (আবু ইয়ালা)

হযরত আয়েশা (রাঃ)এর আত্মমর্যাদাবোধ

হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার রাত্রিবেলা তাহার নিকট হইতে বাহির হইলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, (এইরূপ বাহির হইয়া যাওয়াতে) তাঁহার প্রতি আমার অভিমান হইল। তিনি ফিরিয়া আসিয়া আমার অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, তোমার কি হইয়াছে? হে আয়েশা তোমার কি অভিমান হইতেছে? আমি বলিলাম, আপনার ন্যায় পুরুষের উপর আমার ন্যায় মেয়ের কেন অভিমান হইবে না? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার নিকট তোমার শয়তান উপস্থিত হইয়াছে। তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার সহিত কি শয়তান আছে? তিনি বলিলেন, হাঁ। আমি বলিলাম, আপনার সহিতও কি? ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বলিলেন, হাঁ, তবে আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে সাহায্য করিয়াছেন, যাহাতে আমি নিরাপদ রহিয়াছি। (মুসলিম)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত উম্মে সালামা (রাঃ)কে বিবাহ করিলেন, তখন তাহার রূপের বর্ণনা শুনিয়া আমি অত্যন্ত মর্মাহত হইলাম। তারপর আমি কৌশলে তাহাকে দেখিলাম। দেখিয়া মনে হইল, তাহার রূপ বর্ণনা যাহা শুনিয়াছি, তাহা অপেক্ষা তিনি বহুগুণে বেশী সুন্দরী ও রূপবতী। সুতরাং আমি হযরত হাফসা (রাঃ)এর নিকট ইহার আলোচনা করিলাম। ইহারা উভয়ে একহাত ছিলেন। তিনি বলিলেন, না, খোদার কসম, আত্মাভিমানের দরুনই আপনার এমন মনে হইয়াছে। লোকেরা যেমন বর্ণনা দিয়াছে তিনি তেমন সুন্দরী নহেন। অতঃপর কৌশল করিয়া হযরত হাফসাকেও দেখাইলাম। তিনি দেখিয়া বলিলেন, আমি তাহাকে দেখিয়াছি, না, খোদার কসম, আপনি যেমন বলিতেছেন তেমন তো নহেই বরং উহার কাছাকাছিও নহে। তবে সুন্দরী বটে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, পরে আমি তাহাকে দেখিয়াছি। আমার জীবনের কসম, হযরত হাফসা (রাঃ) যেমন বলিয়াছেন তেমনই মনে হইয়াছে। আসলে আত্মাভিমানের দরুন আমার এইরূপ মনে হইয়াছিল। (ইবনে সা'দ)

www.BANGLAKITAB.com

আত্মমর্যাদাবোধহীনতার প্রতি তিরস্কার

হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, তোমাদের মেয়েদের সম্পর্কে আমার নিকট কি এই সংবাদ পৌঁছে নাই যে, তাহারা বাজারে আজমী (অনারব) লোকদের সহিত ভীড় করিয়া থাকে? তোমাদের কি আত্মমর্যাদা বোধ নাই? যাহার আত্মমর্যাদা বোধ নাই তাহার মধ্যে কোন কল্যাণ নাই।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, তিনি বলিয়াছেন, আত্মমর্যাদা বোধ দুই প্রকার মাত্র। একটি উত্তম স্বভাব হিসাবে গণ্য যাহার কারণে মানুষ তাহার পরিবারের ইসলাহ্ করিতে অনুপ্রাণিত হয়। আর অপরটি (শরীয়ত বিরোধী বলিয়া) তাহাকে দোযখে লইয়া যায়। (কান্য)

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধা প্রদান

পূর্বেকার বাহাত্তর দলের দুই দল সম্পর্কিত হাদীস

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, হে ইবনে মাসউদ! আমি বলিলাম, লাব্বায়েক, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি এইরূপে তিন বার ডাকিলেন। তারপর বলিলেন, জান, সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি কে? আমি বলিলাম, আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বলিলেন, যদি লোকেরা দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করিয়া থাকে তবে তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আমল হিসাবে উত্তম হইবে সেই তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি। তারপর বলিলেন, হে ইবনে মাসউদ! আমি বলিলাম, লাব্বায়েক, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বলিলেন, জান, 'সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী কে?' আমি বলিলাম, 'আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলই ভাল জানেন।' তিনি বলিলেন, 'যখন লোকদের মধ্যে হক লইয়া মতানৈক্য দেখা দেয় তখন যে ব্যক্তি হককে সঠিকভাবে অনুধাবন করিতে পারে সেই সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী। যদিও সে আমলে দুর্বল হইয়া থাকে, আর যদিও সে (আমল করিতে এত অক্ষম হয় যে,) মাটির সহিত কোমরের নিম্নাংশ হেঁচড়াইয়া চলিয়া থাকে। আমার পূর্বেকার লোকেরা বাহাত্তর দলে বিভক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে শুধু তিন দলই নাজাত পাইয়াছে। একদল যাহারা (কাফের) ও জালিম) বাদশাহদের মুখামুখি হইয়া তাহাদের সহিত নিজেদের দ্বীনের খাতিরে অথবা ঈসা ইবনে মারইয়াম

আলাইহিস সালামের দ্বীনের খাতিরে লড়াই করিয়াছে। পরিণামে জালিম বাদশাগণ তাহাদিগকে ধরিয়া কতল করিয়াছে কিম্বা করাত দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করিয়াছে। আরেক দল, যাহাদের মধ্যে না এরূপ জালিম বাদশাদের সম্মুখীন হইবার সামর্থ ছিল আর না তাহাদের এরূপ হিম্মাত ছিল যে, তাহাদের মাঝে অবস্থান করিয়া আল্লাহ্র প্রতি ও ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালামের দ্বীনের প্রতি তাহাদিগকে দাওয়াত দিবে, অতএব তাহারা দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে ও সন্ন্যাস জীবন অবলম্বন করিয়াছে। ইহাদের সম্পর্কেই আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন,—

وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ

অর্থাৎ 'আর তাহারা বৈরাগ্যকে নিজেরা প্রবর্তন করিয়া লইল, আমি তাহাদের উপর উহা বিধিবদ্ধ করি নাই, কিন্তু তাহারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য উহা অবলম্বন করিয়াছিল, কিন্তু উহা তাহারা যথাযথভাবে পালন করে নাই, সুতরাং তাহাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনিয়াছে আমি তাহাদিগকে তাহাদের বিনিময় প্রদান করিয়াছি। আর তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই নাফরমান।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যে আমার প্রতি ঈমান আনিয়াছে ও আমাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছে এবং আমার অনুসরণ করিয়াছে সেই (নিজেদের প্রবর্তিত) বৈরাগ্যকে যথাযথ পালন করিয়াছে। আর যাহারা আমার অনুসরণ করে নাই তাহারাই ধ্বংস হইয়াছে।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, একদল, যাহারা অত্যাচারী রাজা বাদশাদের মুকাবিলায় দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে ঈসা আলাইহিস সালামের দ্বীনের প্রতি দাওয়াত দিয়াছে, পরিণামে তাহাদিগকে ধরিয়া কতল করা হইয়াছে ও করাত দ্বারা চিরিয়া ফেলা হইয়াছে অথবা আগুন দ্বারা জীবন্ত জ্বালাইয়া দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তাহারা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই সকল অত্যাচারের উপর সবর করিয়াছে। এই রেওয়ায়াতের বাকি অংশ উপরোল্লেখিত রেওয়ায়াত অনুযায়ী বর্ণিত হইয়াছে। (তাবরানী)

WWW.BANGLAKITAB.COM

দুই নেশার হাদীস

হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা তোমাদের রব্বের পক্ষ হইতে সুস্পষ্ট পথের উপর পরিচালিত হইতে থাকিবে যতদিন না তোমাদিগকে দুই নেশায় পাইয়া বসে। এক—অজ্ঞতার নেশা। দুই—দুনিয়ার মুহাব্বাতের নেশা। আর তোমরা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের বাধা প্রদান করিতে থাকিবে এবং আল্লাহ্র রাহে জেহাদ করিতে থাকিবে। কিন্তু যখন তোমাদিগকে দুনিয়ার মুহাব্বাত পাইয়া বসিবে তখন আর তোমরা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধা প্রদান করিবে না এবং আল্লাহ্র রাহে জেহাদও করিবে না। সেই সময় যাহারা কিতাব ও সুন্নাত অনুযায়ী কথা বলিবে বা আমল করিবে তাহারা প্রথম যুগের মুহাজিরীন ও আনসারদের সমতুল্য হইবে। (বায্যার)

আল্লাহর বান্দাগণকে আল্লাহর নিকট প্রিয় বানাইবার মেহনত

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমি তোমাদিগকে এমন লোকদের কথা বলিব কি, যাহারা নবী অথবা শহীদ নহে অথচ কেয়ামতের দিন আল্লাহ্র পক্ষ হইতে তাহাদের জন্য নির্ধারিত নূরের মিম্বারে তাহাদিগকে উপবিষ্ট দেখিয়া ও তাহাদের পরিচয় লাভ করিয়া নবী ও শহীদগণ পর্যন্ত তাহাদের প্রতি ঈর্ষা করিতে থাকিবেন? সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা কাহারা হইবে? ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলিলেন, যাহারা আল্লাহ্র বান্দাগণকে আল্লাহ্র নিকট প্রিয় বানাইবার মেহনত করিতে থাকে এবং আল্লাহ্কে তাহার বান্দাগণের নিকট প্রিয় বানাইবার চেষ্টা করিতে থাকে। আর কল্যাণ কামনায় যমীনের বুকে চলা-ফেরা করে। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আল্লাহ্কে তাহার বান্দাগণের নিকট প্রিয় বানাইবার বিষয়টি তো বুঝিতে পারিয়াছি, কিন্তু আল্লাহর বান্দাগণকে আল্লাহর নিকট কিরূপে প্রিয় বানাইবে? তিনি বলিলেন, (উহার পদ্ধতি হইল) তাহাদিগকে আল্লাহ্র পছন্দনীয় কাজের আদেশ করিবে ও আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজ হইতে বিরত রাখিবে। সুতরাং যখন তাহারা আল্লাহ্র হুকুমকে মানিয়া চলিবে, আল্লাহ্ তায়ালা তাহাদিগকে ভালবাসিবেন। (বাইহাক্বী)

লোকেরা সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা দান কখন ছাড়িয়া দিবে

হযরত হোযাইফা (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, লোকেরা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধা প্রদান করা কখন ছাড়িয়া দিবে, অথচ উহা নেক লোকদের সকল নেক আমলের সরদার? তিনি বলিলেন, যখন তাহাদের ঐ অবস্থা হইবে যাহা বনী ইসরাঈলদের হইয়াছিল। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বনি ইসরাঈলদের কি হইয়াছিল? তিনি বলিলেন, যখন তোমাদের নেককারগণ (হক্ব কথা বলিতে) বদকারদের সহিত শিথিলতা করিবে, তোমাদের দুষ্টলোকগণ ফিকাহ্ হাসিল করিবে ও কম বয়স্কদের হাতে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত হইবে সেই সময় ফেৎনা তোমাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিবে। তোমরা বারং বার ফেৎনায় নিপতিত হইবে আর ফেৎনাও বারং বার তোমাদের উপর ঝাপাইয়া পড়িবে। (তাবরানী)

হযরত আবু বকর (রাঃ) কর্তৃক একটি আয়াতের ব্যাখ্যা

কায়েস ইবনে আবু হাযেম (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) খেলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করিবার পর মিম্বারে উঠিয়া আল্লাহ্ তায়ালার প্রশংসা করিলেন। তারপর বলিলেন, হে লোকসকল, তোমরা এই আয়াত পড়িয়া থাক—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ

অর্থ ঃ "হে ঈমানদারগণ নিজেদের (সংশোধন করার) চিন্তা কর, যখন তোমরা (দ্বীনের) পথে চলিতেছ তখন যে পথভ্রষ্ট হয় তাহাতে তোমাদের কোন ক্ষতি নাই।"

কিন্তু তোমরা ইহাকে বেজায়গায় ব্যক্ত করিয়া থাক। (অর্থাৎ ভুল ব্যাখ্যা করিয়া থাক।) আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে

www.BANGLAKITAB.com

শুনিয়াছি যে, যখন মানুষ অসৎ কাজ হইতে দেখিয়া উহাকে পরিবর্তন করিবে না, তখন আল্লাহ্ তায়ালা অতিসত্বর সাধারণভাবে সকলের উপর আযাব নাযিল করিবেন। (বাইহাক্বী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) যেদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খলীফা নিযুক্ত হইলেন, সেদিন তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বারের উপর বসিয়া আল্লাহ্ তায়ালার হামদ ও সানা পড়িলেন ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পাঠ করিয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারের যে স্থানে বসিতেন উহার প্রতি হস্তদ্বয় প্রসারিত করিয়া বলিলেন, আমি আমার হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে এই স্থানে বসিয়া এই আয়াতের—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ

তাফসীর বর্ণনা করিতে শুনিয়াছি। তিনি আমাদিগকে ইহার তাফসীর প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, হাঁ, যখন কোন কাওমের মধ্যে শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ হইতে থাকে ও নোংরা কার্যকলাপ দ্বারা পরিবেশ দুষিত হইতে থাকে আর তাহারা উহাকে পরিবর্তন বা সংশোধন করে না বা উহার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করে না তখন আল্লাহ্ তায়ালা অবশ্যই সাধারণভাবে সকলের উপর আযাব নাযিল করেন এবং অতঃপর তাহাদের দোয়া কবুল করেন না। তারপর হযরত আবু বকর (রাঃ) উভয় কানে আঙ্গুল ঢুকাইয়া বলিলেন, আমি যদি আমার হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ইহা না শুনিয়া থাকি তবে আমার দুই কান যেন বধির হইয়া যায়। (কানযুল উম্মাল)

বাইহাক্বী হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিয়াছেন, যদি কোন জাতির মধ্যে কতিপয় লোক গুনাহের কাজ করে, আর তাহারা উহাদের উপর ক্ষমতাশালী হওয়া সত্বেও উহাকে পরিবর্তন বা সংশোধনের চেষ্টা না করে তবে আল্লাহ্ তায়ালা তাহাদের উপর আযাব নাযিল করিবেন। অতঃপর উহা দূর করিবেন না।

হযরত ওমর ও হযরত ওসমান (রাঃ) কর্তৃক সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের আদেশ

হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা যখন কোন অসভ্য কমীনাকে (গালিগালাজ করিয়া) লোকদের আবরু নষ্ট করিতে দেখ তখন উহার প্রতিবাদ কেন কর না? তাহারা বলিল, আমরা তাহার মুখকে ভয় করি। তিনি বলিলেন, তোমাদের এই নিরব ভূমিকার দরুণ তো তোমরা কেয়ামতের দিন (অন্যান্য নবীদের পক্ষে) সাক্ষী হইতে পারিবে না। (কানযুল)

হযরত ওসমান (রাঃ) বলিয়াছেন, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করিতে থাক। অন্যথায় তোমাদের অসৎদিগকে তোমাদের উপর প্রবল করিয়া দেওয়া হইবে। তখন তোমাদের নেককারগণ তাহাদের বিরুদ্ধে বদ দোয়া করিবেন, কিন্তু উহা কবুল করা হইবে না। (কানযুল)

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ সম্পর্কে হযরত আলী (রাঃ)এর উৎসাহ দান

হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা অবশ্যই সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করিতে থাকিবে এবং আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে মেহনত করিতে থাকিবে অন্যথায় বিভিন্ন জাতি তোমাদের উপর চড়াও হইবে এবং তাহারা তোমাদিগকে সাজা দিবে, আর আল্লাহ্ তায়ালা তাহাদিগকে সাজা দিবেন। (ইবনে আবি শাইবাহ্)

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, তিনি বলিয়াছেন, তোমরা অবশ্যই সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করিতে থাকিবে, অন্যথায় তোমাদের অসৎ লোকদিগকে তোমাদের উপর প্রবল করিয়া দেওয়া হইবে। তখন তোমাদের নেক লোকগণ দোয়া করিবেন, কিন্তু উহা কবুল হইবে না। (ইবনে আবি শাইবাহ্)

অপর রেওয়ায়াতে আছে, তিনি আপন খোত্বায় বলিয়াছেন, হে লোক সকল, তোমাদের পূর্বেকার উম্মাত এইজন্য ধ্বংস হইয়াছে যে, তাহারা গুনাহে লিপ্ত হইত আর নেককার ও আলেমগণ তাহাদিগকে নিষেধ করিত না। তাহারা যখন গুনাহের কাজে সীমা অতিক্রম করিল আর নেককার ও আলেমগণ তাহাদিগকে বাধা দিল না তখন আযাব তাহাদিগকে ধরিল। সুতরাং তোমাদের

www.BANGLAKITAB.com

উপর তাহাদের ন্যায় আযাব নাযিল হইবার পূর্বে তোমরা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করিতে থাক। আর জানিয়া রাখ, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধা প্রদান করা না কাহারো রিযিক বন্ধ করিয়া দেয় আর না মৃত্যু সন্নিকট করিয়া দেয়। (কানয)

এক রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, জেহাদ তিন প্রকার—হাতের জেহাদ, মুখের জেহাদ ও দিলের জেহাদ। সর্বপ্রথম যে জেহাদ বন্ধ হইয়া যাইবে তাহা হইল হাতের জেহাদ। তারপর মুখের জেহাদ। তারপর দিলের জেহাদ। সুতরাং যখন দিল সৎকে সৎ ও অসৎকে অসৎ মনে করিবে না তখন উহাকে উপুড় করিয়া দেওয়া হইবে ও উহার উপরকে নিচ করিয়া দেওয়া হইবে। (বাইহাক্বী)

অপর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, সর্বপ্রথম যে জেহাদ করিতে তোমরা অক্ষম হইবে তাহা হইল হাতের দ্বারা জেহাদ। অতঃপর তোমাদের দিলের দ্বারা জেহাদ। আর যে দিল সৎকে সৎ ও অসৎকে অসৎ বলিয়া চিনিতে পারে না উহার উপরকে নিচ করিয়া উপুড় করিয়া দেওয়া হয়, যেমন থলি উপুড় করিয়া ঝাড়িয়া ফেলা হয়। (কানয)

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ সম্পর্কে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর উক্তি

তারেক ইবনে শিহাব (রহঃ) বলেন, ইতরীস ইবনে উরকূব শাইবানী (রহঃ) হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর নিকট আসিয়া বলিলেন, যে ব্যক্তি সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করে না সে ধ্বংস হইয়াছে। হযরত আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বলিলেন, বরং যাহার দিল সৎকে সৎ ও অসৎকে অসৎ বুঝে না সে ধ্বংস হইয়াছে। (তাবরানী)

অপর রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, তিন প্রকারের মানুষ ব্যতীত আর কাহারো মধ্যে কোন কল্যাণ নাই। এক—যে ব্যক্তি কোন জামাতকে আল্লাহর রাহে লড়াই করিতে দেখিয়া নিজেও আপন জান মাল লইয়া জেহাদে শরীক হইয়া গেল। দুই—যে ব্যক্তি আপন জিহ্বা দ্বারা জেহাদ করিল এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করিল। তিন—যে ব্যক্তি নিজ অন্তর দ্বারা হক্ককে চিনিতে পারিল। (তাবরানী)

ইবনে আসাকির (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, মুনাফিকদের সহিত আপন হস্ত দ্বারা জেহাদ কর। আর যদি তাহা না পার তবে অন্ততঃপক্ষে তাহাদের সম্মুখে ভ্রুকুঞ্চিত করিতে পারিলেও কর। (কানয)

ইবনে আবি শাইবাহ্ (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, তুমি যদি অসৎকাজ হইতে দেখ, আর উহা পরিবর্তন বা সংশোধনের তোমার কোনরূপ ক্ষমতা না থাকে তবে তোমার জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, আল্লাহ্ তায়ালা যেন জানিতে পারেন যে, তুমি উহাকে অন্তর দ্বারা ঘৃণা করিতেছ। (কানয)

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, তিনি বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তি গুনাহের স্থলে উপস্থিত থাকিয়া যদি উহাকে ঘৃণা বা অপছন্দ করিয়া থাকে তবে সে সেখানে অনুপস্থিত ব্যক্তির ন্যায় (বেগুনাহ) হইবে। আর যদি অনুপস্থিত থাকিয়াও উহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে তবে সে উপস্থিত ব্যক্তির ন্যায় (গুনাহগার) হইবে। (কানয)

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, নেকলোকগণ একের পর এক চলিয়া যাইবেন। সংশয়ীগণ অবশিষ্ট থাকিয়া যাইবে, যাহাদের নিকট সৎ অসতের কোন ভেদাভেদ থাকিবে না। (আবু নুআঈম)

হযরত হোযাইফা (রাঃ)এর উক্তি

আবুর রাকাদ (রহঃ) বলেন, আমি আমার মালিকের সহিত বাহির হইলাম। আমি অল্প বয়স্ক বালক ছিলাম। অতঃপর আমি হযরত হোযাইফা (রাঃ)এর মজলিসে পৌঁছিয়া শুনিলাম, তিনি বলিতেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে যে কথা বলিলে কেহ মুনাফিক সাব্যস্ত হইত, তাহা আমি তোমাদের কাহারো মুখ হইতে একই মজলিসে চার চার বার উচ্চারণ হইতে শুনিতেছি। তোমরা সৎকাজের আদেশ করিবে, অসৎকাজে নিষেধ করিবে, নেক আমলের প্রতি উৎসাহিত করিবে, অন্যথায় আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের সকলকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া দিবেন অথবা তোমাদের দুষ্ট লোকদিগকে

www.BANGLAKITAB.com

তোমাদের শাসক নিযুক্ত করিয়া দিবেন। অতঃপর তোমাদের নেক লোকগণ দোয়া করিবেন কিন্তু তাহা কবুল হইবে না। (আবু নুআঈম)

অপর রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তায়ালার লা'নত হোক তাহাদের উপর যাহারা আমাদের দলভুক্ত নহে। খোদার কসম, তোমরা অবশ্যই সৎকাজের আদেশ করিবে, অসৎকাজে বাধা প্রদান করিবে অন্যথায় তোমরা পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হইবে। অতঃপর তোমাদের অসৎলোকগণ সৎলোকদের উপর বিজয়ী হইবে এবং তাহাদিগকে এরূপ কতল করিবে যে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করিবার আর কেহ অবশিষ্ট থাকিবে না। তখন তোমরা আল্লাহ্র নিকট দোয়া করিবে, কিন্তু তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়ার দরুন তিনি উহা কবুল করিবেন না।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, তিনি বলিয়াছেন, তোমাদের উপর এমন যুগ আসিবে যখন তোমাদের নিকট উত্তম ব্যক্তি সেই হইবে যে সৎকাজের আদেশ না করে ও অসৎকাজে নিষেধ না করে। (আবু নুআঈম)

হযরত আদি ও হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর উক্তি

হযরত আদি ইবনে হাতেম (রাঃ) বলিয়াছেন, তোমাদের অদ্যকার সৎকাজ বিগত যুগে অসৎ বলিয়া গণ্য করা হইত। আর তোমাদের অদ্যকার অসৎ আগামীতে সৎ হিসাবে পরিগনিত হইবে। যতদিন তোমরা অসৎকে অসৎ বলিয়া মনে করিতে থাকিবে ও সৎকে অসৎ মনে না করিবে, আর তোমাদের আলেমগণ কোন রূপ শৈথিল্য ব্যতিরেকে তোমাদের মাঝে নসীহত করিতে থাকিবেন, ততদিন তোমরা কল্যাণের উপর থাকিবে। (ইবনে আসাকির)

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি এরূপ সৎকাজের আদেশও করি যাহা নিজে করি না (অর্থাৎ নিজে করিবার ক্ষমতা রাখি না)। তথাপি এই সৎকাজে আদেশের বিনিময়ে আল্লাহ্র নিকট আমি সওয়াবের আশা রাখি। (ইবনে আসাকির)

হযরত ওমর (রাঃ) কর্তৃক নিজ পরিবারকে অসৎকাজে নিষেধ করা

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, হযরত ওমর (রাঃ) যখন লোকদেরকে কোন জিনিষ হইতে নিষেধ করিতে চাহিতেন, প্রথমে নিজ পরিবারস্থ লোকদিগকে নিষেধ করিতেন। তিনি বলিতেন, আমি কাহারো সম্পর্কে যদি জানিতে পারি যে, সে আমার নিষেধকৃত কাজ করিয়াছে, তবে আমি তাহাকে দ্বিগুণ সাজা দিব। (ইবনে আসাকির)

ইবনে শিহাব (রহঃ) বলেন, হযরত হিশাম ইবনে হাকীম ইবনে হিযাম (রাঃ) কতিপয় লোক সঙ্গে লইয়া সৎ কাজের আদেশ করিতেন। আর হযরত ওমর (রাঃ) বলিতেন, আমি ও হিশাম জীবিত থাকিতে এরূপ (অসৎকাজ সংঘটিত) হইতে পরিবে না। (কান্‌য)

হযরত ওমায়ের (রাঃ)এর অসিয়ত

আবু জা'ফর খাত্‌মী (রহঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাহার দাদা ওমায়ের ইবনে হাবীব ইবনে খুমাশাহ্ (রাঃ) সাবালক অবস্থায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাইয়াছেন। তিনি আপন ছেলেকে অসীয়ত করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, হে বেটা, অসৎলোকের সংসর্গ হইতে দূরে থাকিও, কারণ তাহাদের সংসর্গ (চারিত্রিক) রোগ (সৃষ্টি করে)। আর যে ব্যক্তি অসৎলোকদের (কটু কথার জবাব না দিয়া) সহ্য করিয়া যাইবে সে (পরে) আনন্দ লাভ করিবে, আর যে তাহাদের কথার জবাব দিবে সে পরে আফসোস করিবে। আর যে অসৎলোকদের অল্প দুর্ব্যবহারে তৃপ্ত হয় না, সে অধিক দুর্ব্যবহারে তৃপ্ত হইবে। তোমাদের যে কেহ সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধা প্রদান করিতে ইচ্ছা করে সে যেন নিজেকে অত্যাচার সহ্যের অভ্যস্ত বানায় ও আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ হইতে সওয়াবের পূর্ণ আশা করে। কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পক্ষ হইতে পূর্ণ সওয়াবের আশা করিবে অত্যাচারে তাহার কোন ক্ষতি হইবে না।

হযরত আবু বাকরাহ (রাঃ)এর আশঙ্কা

আব্দুল আযীয ইবনে আবি বাকরাহ্ (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বাকরাহ (রাঃ) বনু গুদানাহ্ গোত্রীয় এক মহিলাকে বিবাহ করিলেন। তারপর উক্ত মহিলাটির ইন্তেকাল হইলে তাহাকে করবস্থানে লইয়া গেলেন। মহিলার ভাইগণ তাহাকে জানাযার নামায পড়াইতে বাধা দিল। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন,

WWW.BANGLAKITAB.COM

তোমরা আমাকে বাধা দিও না, কারণ আমি তোমাদের অপেক্ষা নামায পড়াইবার অধিক হক্ব রাখি। সুতরাং তাহারা বলিল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী সত্য বলিয়াছেন। অতঃপর তিনি নামায পড়াইলেন ও কবরে নামিলেন। তাহার ভাইয়েরা তাঁহাকে সজোরে ধাক্কা দিল। তিনি পড়িয়া অজ্ঞান হইয়া গেলেন। তাঁহাকে তাহার পরিবারের নিকট উঠাইয়া আনা হইল। সে সময় ঘরে তাহার বিশজন ছেলেমেয়ে ছিল। আব্দুল আযীয (রহঃ) বলেন, আমি তন্মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলাম। তাহারা তাহার জন্য চিৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তিনি সামান্য জ্ঞান ফিরিতেই বলিলেন, তোমরা আমার জন্য চিৎকার করিও না। খোদার ক্বসম, (আজ) যে কোন জান বাহির হওয়া অপেক্ষা আবু বাকরার জান বাহির হইয়া যাওয়া আমার নিকট অধিক প্রিয়। তাঁহার এই কথা শুনিয়া সকলেই ঘাবড়াইয়া গেল এবং তাহারা বলিল, হে আব্বাজান, কি কারণে? তিনি বলিলেন, আমার আশঙ্কা হয়, এমন সময় না আসিয়া পড়ে যখন আমি সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধা প্রদান করিতে না পারি। আর (যেদিন এমন হইবে) সেদিন কোন কল্যাণ অবশিষ্ট থাকিবে না। (তাবরানী)

অত্যাচারের আশঙ্কায় অসৎকাজে বাধা প্রদান না করা

আলী ইবনে যায়েদ (রহঃ) বলেন, যখন হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের সম্মুখে আব্দুর রহমান ইবনে আশআসের (বিদ্রোহের) দরুন গ্রেপ্তারকৃত লোকদিগকে উপস্থিত করা হইতেছিল তখন আমিও তাহার সহিত মহলের ভিতর উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) আসিলেন। তিনি নিকটবর্তী হইলে হাজ্জাজ তাঁহাকে বলিল, "তারপর! ওরে খবীস! ওরে ফেৎনাকারী! কখনও আলী ইবনে আবি তালেবের দলে, কখনও আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবাইরের দলে কখনও ইবনে আশআসের দলে। শুনিয়া রাখ, সেই পাক যাতের কসম, যাহার হাতে আমার প্রাণ, আমি অবশ্যই তোমার এরূপ মূলোৎপাটন করিব, যেরূপ আঠাকে মূলোৎপাটন করিয়া ফেলা হয়। আর তোমার এরূপ চামড়া খুলিয়া লইব, যেরূপ গোসাপের চামড়া খুলিয়া লওয়া হয়।' হযরত আনাস (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ্ তায়ালা আমীরের ভাল করুন, আমীর

কাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছেন? হাজ্জাজ বলিল, আল্লাহ্ তোমার কান বধির করুক, তোমাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছি। হযরত আনাস (রাঃ) ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন পড়িলেন। তারপর তাহার নিকট হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন, যদি আমার সন্তানদের কথা স্মরণ না হইত, আর তাহাদের প্রতি আশঙ্কা না হইত, তবে আজ তাহাকে আমার এই স্থানে এমন কথা বলিতাম যাহার পর সে আমাকে কখনও যিন্দা ছাড়িত না। (তাবারানী)

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমি হাজ্জাজকে খোতবা দিতে শুনিয়াছি। সে আপন খোতবায় এমন কথা বলিয়াছে যাহা আমার নিকট অপছন্দ লাগিয়াছে। আমি তাহাকে বাধা দিতে চাহিলাম, কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীস স্মরণ করিয়া বাধা দিলাম না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, মুমিনের জন্য নিজকে অপদস্থ করা উচিত নহে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, নিজেকে কিরূপে অপদস্থ করিবে? তিনি বলিলেন, নিজেকে এমন বিপদের সম্মুখীন করে যাহা বরদাস্ত করিবার শক্তি তাহার নাই। (বায্যার)

নির্জনতা

হযরত ওমর (রাঃ)এর উক্তি

হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, অসৎ সংসর্গ হইতে একাকী থাকার মধ্যে শান্তি রহিয়াছে। অপর রেওয়ায়াতে আছে, তিনি বলিয়াছেন, নির্জনতা হইতে তোমরা আপন আপন অংশ গ্রহণ কর। (কানয)

মুআফা ইবনে এমরান (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) একদল লোকের পাশ দিয়া যাইতেছিলেন, যাহারা এমন এক ব্যক্তির অনুসরণ করিতেছিল যাহাকে শরীয়ত অনুযায়ী কোন সাজার জন্য ধরা হইয়াছিল। তিনি তাহাদের উদ্দেশ্যে বলিলেন, এই সকল চেহারার জন্য কোন মারহাবা না হোক, যাহাদিগকে অমঙ্গল ব্যতীত আর কোথাও দেখা যায় না। (কানয)

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর উক্তি ও অসিয়ত

আদাসা তায়ী (রহঃ) বলেন, আমি সেরাফ নামক স্থানে ছিলাম। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) সেখানে আসিলে আমার পরিবার কিছু জিনিষ দিয়া আমাকে তাঁহার খেদমতে পাঠাইল। আর আমাদের কতিপয় গোলাম যাহারা চার দিনের দূরত্ব একস্থানে উট চরাইত, তাহারা একটি পাখী শিকার করিয়া আনিয়াছিল। আমি উহা লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই পাখী কোথা হইতে আনিয়াছ? আমি বলিলাম, ইহা আমাদের কতিপয় গোলাম আনিয়াছে, যাহারা চার দিনের দূরত্ব একস্থানে উট চরায়। হযরত আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বলিলেন, আমার ইচ্ছা হয় আমি যদি এমন জায়গায় থাকিতাম যেখানে ইহা শিকার করা হইয়াছে, আর আল্লাহ্র সহিত মিলিত হওয়া পর্যন্ত আমি কাহারো সহিত কোন কথা না বলিতাম এবং আমার সহিতও কেহ না বলিত। (তাবরানী)

কাসেম (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ)কে বলিল, আমাকে কিছু নসীহত করুন। তিনি বলিলেন, তোমার ঘর যেন তোমার জন্য যথেষ্ট হয়, আর তোমার জিহ্বাকে সংযত রাখ এবং নিজের গুনাহকে স্মরণ করিয়া ক্রন্দন কর। (আবু নুআঈম)

ইসমাঈল ইবনে আবি খালেদ (রহঃ) বলেন, হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) আপন ছেলে আবু ওবাইদাকে তিনটি কথা বলিলেন, হে বেটা, তোমাকে আল্লাহ্র তাক্ওয়ার অসিয়াত করিতেছি, আর তোমার ঘর যেন তোমার জন্য যথেষ্ট হয় এবং নিজের গুনাহের উপর ক্রন্দন করিতে থাক। (আবু নুআঈম)

নির্জনতা অবলম্বনে সাহাবা (রাঃ)দের আগ্রহ

হযরত হোযাইফা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমার যদি প্রয়োজন পরিমাণ মাল হইত আর আমি আমার দরজা বন্ধ করিয়া দিতাম, যাহাতে আল্লাহ্র সহিত মিলিত হওয়া পর্যন্ত কেহ আমার নিকট না আসিতে পারে, আর আমাকেও কাহারো নিকট যাইতে না হয়। (হাকেম)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, যদি ওয়াস ওয়াসার ভয় না হইত তবে এমন দেশে চলিয়া যাইতাম যেখানে পরিচিত কেহ না থাকে। মানুষকে

তো মানুষেই খারাপ করে। (কান্য)

মালেক (রহঃ) বলেন, আমি ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ (রহঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি যে, হযরত আবুল জাহাম ইবনে হারিস ইবনে সাম্মাহ্ (রাঃ) আনসাদের মজলিসে বসিতেন না। তাহাকে এরূপ নিঃসঙ্গতার কথা বলা হইলে তিনি বলিতেন, মানুষের সহিত মেলামেশা নিঃসঙ্গতা অপেক্ষা খারাপ। (কান্য)

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলিয়াছেন, মুসলমান ব্যক্তির ঘর তাহার জন্য কি সুন্দর এবাদতখানা! যেখানে সে আপন নফস চক্ষু ও লজ্জাস্থানকে সংযত রাখিতে পারে। বাজারে বসা হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিবে। কারণ উহা তোমাকে অনর্থক ও বেকার জিনিষে লিপ্ত করিবে। (ইবনে আসাকির)

হযরত মুআয (রাঃ)এর নির্জনতা অবলম্বন

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আম্র (রাঃ) হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ)এর নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। দেখিলেন, তিনি দরজায় দাঁড়াইয়া হাত নাড়িতেছেন, যেন আপন মনের সহিত কথা বলিতেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আম্র (রাঃ) বলিলেন, হে আবু আবিদর রহমান, আপনার কি হইয়াছে, আপন মনে কথা বলিতেছেন? তিনি বলিলেন, কি করিব? আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে যাহা শুনিয়াছি, আল্লাহ্র দুশমন (শয়তান) আমাকে উহা হইতে সরাইতে চাহিতেছে। সে বলিতেছে, ঘরে বসিয়া আর কতকাল কষ্ট করিবে। মজলিসে যাও না? অথচ আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় বাহির হয় সে আল্লাহ্র দায়িত্বে থাকে। যে ব্যক্তি কোন অসুস্থকে দেখিতে যায় সে আল্লাহর দায়িত্বে থাকে। যে ব্যক্তি সকালে অথবা বিকালে মসজিদের দিকে যায় সে আল্লাহর দায়িত্বে থাকে। যে ব্যক্তি ইমামের (শাসকের) নিকট যায় তাহাকে সাহায্য ও সম্মান করিবার উদ্দেশ্যে সে আল্লাহ্র দায়িত্বে থাকে। আর যে ব্যক্তি নিজ ঘরে বসিয়া থাকে, কাহারো নিন্দা গায় না সে আল্লাহ্র দায়িত্বে থাকে। এখন আল্লাহ্র দুশমন (শয়তান) আমাকে আমার ঘর হইতে মজলিসে লইয়া যাইতে চাহিতেছে। (তাবরানী)

www.BANGLAKITAB.com

অল্পে তুষ্টি

অল্পে তুষ্টির প্রতি হযরত ওমর (রাঃ)এর উৎসাহ দান

আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওবায়েদ (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হযরত আহনাফ (রাঃ)এর গায়ে একটি কোর্তা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আহনাফ, এই কোর্তা কত দ্বারা খরিদ করিয়াছ? তিনি বলিলেন, বার দেরহাম দ্বারা। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তোমার নাশ হোক, ছয় দেরহামে কেন খরিদ করিলে না? আর অতিরিক্ত দেরহাম তোমার জানা মত অন্য প্রয়োজনে খরচ করিতে পারিতে। (কান্য)

হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)এর নিকট লিখিলেন, তুমি দুনিয়াতে আপন রিযিকের উপর সন্তুষ্ট থাক। কারণ খোদায়ে রহমান কোন কোন বান্দার রিযিক তাহার অপর বান্দার উপর বাড়াইয়া দিয়াছেন, বরং প্রত্যেককে উহা দ্বারা পরীক্ষা করিতেছেন। যাহার রিযিক বাড়াইয়া দিয়াছেন, তাহার পরীক্ষা হইল এই যে, সে উহার মধ্যে কিরূপ শোকর করে। আর উহার শোকর হইল আল্লাহ্‌র দেওয়া রিযিক ও নেয়ামতের মধ্যে তাঁহার ফরজকৃত হক্ক আদায় করা। (কান্য)

হযরত আলী (রাঃ)এর অল্পেতুষ্টি ও অসিয়ত

আবু জাফর (রহঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ) শুষ্ক কয়েকটি খেজুর খাইয়া উহার উপর পানি পান করিলেন। তারপর আপন পেটের উপর চাপড় মারিয়া বলিলেন, যাহার পেট তাহাকে আগুনে (দোযখে) প্রবেশ করায় আল্লাহ্ তায়ালা তাহাকে রহমত হইতে দূরে রাখেন। অতঃপর এই কবিতা আবৃত্তি করিলেন—

فَاِنَّكَ مَهْمَا تُعْطِ بَطْنَكَ سُؤْلَه وَفَرْجَكَ نَالَا مُنْتَهَى الذَّمِّ اَجْمَعَا

অর্থাৎ তুমি যখনই তোমার পেট ও লজ্জাস্থানের বাসনা পূর্ণ করিবে তখনই উহারা উভয়েই চূড়ান্ত দুর্নাম অর্জন করিবে।

শা'বী (রহঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন, হে আদম সন্তান, তুমি আজকের দিনে আগামীকল্যের চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত হইও না। আগামীকল্য

যদি তোমার মৃত্যু না হয় তবে অবশ্য তোমার রিযিক তোমার নিকট পৌঁছিবে। আর জানিয়া রাখ, তুমি তোমার জন্য নির্ধারিত রিযিকের অতিরিক্ত মাল উপার্জন করিতে পারিবে না। অবশ্য যদি তুমি পরের মালের খাজাঞ্চী হও তবে আলাদা কথা। (কান্য)

হযরত সা'দ (রাঃ)এর অসিয়ত

ইবনে আসাকির (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত সা'দ (রাঃ) আপন ছেলেকে বলিয়াছেন, হে বেটা, তুমি যদি ধনী হইতে চাহ, তবে উহা অল্পে তুষ্টির মধ্যে তালাশ কর। কারণ যাহার অল্পে তুষ্টি নাই মাল–দৌলত তাহাকে ধনী বানাইতে পারে না।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)দের বিবাহের তরীক্বাহ

নবী করীম (সাঃ)এর সহিত হযরত খাদীজা (রাঃ)এর বিবাহ

হযরত জাবের ইবনে সামুরাহ্ (রাঃ) অথবা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা(রাঃ)দের মধ্য হইতে কোন এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকরি চরাইতেন। তারপর বকরি চরানো ছাড়িয়া তিনি এবং তাঁহার এক সঙ্গী উট চরাইতে আরম্ভ করিলেন। তারপর তাহারা মজদুরির বিনিময়ে হযরত খাদীজা (রাঃ)এর বোনের কাজ করিতে আরম্ভ করিলেন। একবার তাহারা এক সফর শেষ করিয়া ফিরিলে তাহাদের কিছু মজদুরি তাহার নিকট বাকী রহিয়া গেল। তাঁহার সঙ্গী হযরত খাদীজা (রাঃ)এর বোনের নিকট যাইয়া মজদুরির জন্য তাগাদা দিত। সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিত আপনিও চলুন। তিনি বলিতেন, তুমি যাও, আমার শরম লাগে। একবার তাঁহার সঙ্গী তাগাদা করিতে আসিলে সে জিজ্ঞাসা করিল, মুহাম্মাদ কোথায়? সে উত্তর দিল, আমি তাঁহাকে বলিয়াছি, কিন্তু তিনি বলেন, তাঁহার শরম লাগে। হযরত খাদীজা (রাঃ)এর বোন বলিল, আমি তাঁহার ন্যায় অধিক লজ্জাশীল, চরিত্রবান এবং এরূপ এরূপ আর কাহাকেও দেখি নাই। ইহা শুনিয়া তাহার বোন—হযরত খাদীজা

www.BANGLAKITAB.com

(রাঃ)এর মনে তাঁহার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হইল। তিনি তাঁহার নিকট এই মর্মে সংবাদ পাঠাইলেন যে, আপনি আমার পিতার নিকট আমাকে বিবাহের পয়গাম দিন। তিনি উত্তর দিলেন, তোমার পিতা তো ধনী লোক, তিনি এই পয়গামে রাজী হইবেন না। হযরত খাদীজা (রাঃ) বলিলেন, আপনি আসিয়া দেখা করুন ও পয়গাম দিন। বাকী কাজ আমার দায়িত্বে রহিল। কিন্তু আপনি তাহার নেশা অবস্থায় আসিবেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাই করিলেন এবং তিনি আসিলে তাঁহার নিকট বিবাহ দিয়া দিলেন। হযরত খাদীজা (রাঃ)এর পিতা পরদিন সকাল বেলা মজলিসে বসিলে কেহ বলিল, আপনি খুব ভাল করিয়াছেন, মুহাম্মাদের নিকট (খাদিজাকে) বিবাহ দিয়া দিয়াছেন। পিতা শুনিয়া বলিলেন, সত্যই কি আমি এরূপ করিয়াছি? সকলে বলিল, হাঁ। তিনি উঠিয়া হযরত খাদীজা (রাঃ)এর নিকট গেলেন এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, লোকে বলে, আমি তোমাকে মুহাম্মাদের নিকট বিবাহ দিয়াছি, ইহা কি সত্য? হযরত খাদীজা (রাঃ) বলিলেন, হাঁ, তবে আপনি আপনার পূর্ব সিদ্ধান্তকে দুর্বল করিবেন না। কারণ মুহাম্মাদ এই রকম এই রকম গুণাবলীর অধিকারী। তিনি তাহাকে এইভাবে বুঝাইতে থাকিলেন। অবশেষে তিনি রাজী হইয়া গেলেন। তারপর হযরত খাদীজা (রাঃ) হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দুই উকিয়া (একুশ তোলা) পরিমাণ স্বর্ণ অথবা রূপা পাঠাইয়া বলিলেন, ইহা দ্বারা এক জোড়া কাপড় খরিদ করিয়া আমাকে হাদিয়া দিন এবং একটি দুম্বা ও এই, এই জিনিষ খরিদ করুন। তিনি তাহাই করিলেন, (তাবরানী)

বায্যারের এক রেওয়ায়াতে তাঁহার নেশার সময়ের পরিবর্তে তাহার খুশীর সময় আসিবেন ও এক জোড়া কাপড় খরিদ করিয়া আমাকে এর পরিবর্তে তাহাকে (অর্থাৎ পিতাকে) হাদিয়া দিন বর্ণিত হইয়াছে।

ইমাম আহমাদও তাবরানী (রহঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণনাকারী হাম্মাদ (রহঃ)এর ধারণা মতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত খাদীজা (রাঃ) সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, তাহার পিতা এই বিবাহে প্রস্তুত ছিলেন না। সুতরাং হযরত খাদীজা (রাঃ) খানা ও শারাব তৈয়ার করিয়া

তাহার পিতা ও কোরাইশের কিছু লোককে দাওয়াত করিলেন। তাহারা খাওয়া দাওয়া শেষে সরাব পান করিল এবং যখন তাহাদের নেশা ধরিল, হযরত খাদীজা (রাঃ) (পিতাকে) বলিলেন, মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ্ আমাকে বিবাহের পয়গাম দিতেছেন, আপনি আমাকে তাঁহার নিকট বিবাহ দিয়া দিন। তাহার পিতা বিবাহ দিয়া দিলেন। তারপর তিনি তাহাকে খালুক (এক প্রকার খুশবু) মাখিয়া দিলেন ও এক জোড়া নূতন কাপড় পরাইয়া দিলেন। সে যুগে বিবাহের পর মেয়েদের আপন পিতার সহিত এরূপ করিবার রীতি ছিল। অতঃপর তাহার নেশা কাটিয়া গেলে নিজের শরীরে খুশবু ও নতুন কাপড় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার কি হইয়াছে? এইগুলি কি? হযরত খাদীজা (রাঃ) বলিলেন, আপনি আমাকে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহের নিকট বিবাহ দিয়াছেন। পিতা বলিলেন, আবু তালেবের এতীম ভ্রাতুষ্পুত্রের নিকট আমি বিবাহ দিব! অসম্ভব, আমার জীবনের শপথ! হযরত খাদীজা (রাঃ) বলিলেন, আপনার কি লজ্জা হয় না? আপনি কি লোকদিগকে আপন নেশার অবস্থা জানাইয়া কোরাইশের নিকট নিজেকে হেয় করিতে চাহিতেছেন? এইরূপে বুঝাইয়া বুঝাইয়া শেষ পর্যন্ত তাহাকে রাজী করিয়া ফেলিলেন।

নাফীসাহ (রহঃ) বলেন, হযরত খাদীজা (রাঃ)কে আল্লাহ্ তায়ালা যে সম্মান ও কল্যাণ দান করিয়াছিলেন, এতদ্ব্যতীত তিনি একজন বিচক্ষণ হুঁশিয়ার ও শরীফ মহিলা ছিলেন। তখনকার সময়ে তিনি কোরাইশের মধ্যে উচ্চবংশীয়া ও উচ্চ সম্মানিতা ছিলেন। মাল দৌলতের দিক দিয়াও সকলের উপরে ছিলেন। তাঁহার বংশের সকলেই পারিলে তাহাকে বিবাহ করিতে আগ্রহী ছিল। তাহারা ইহার জন্য যথেষ্ট চেষ্টাও করিয়াছে এবং মালও খরচ করিয়াছে। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার শাম দেশীয় সফর হইতে ফিরিয়া আসার পর হযরত খাদীজা (রাঃ) আমাকে তাঁহার নিকট তাঁহার দিলের ইচ্ছা জানিবার জন্য পাঠাইলেন। সুতরাং আমি যাইয়া বলিলাম, হে মুহাম্মাদ, আপনি কেন বিবাহ করেন না? তিনি বলিলেন, আমার হাতে তো এত মাল নাই যে, বিবাহ করিব। আমি বলিলাম, কেহ যদি আপনার এই দায়িত্ব গ্রহণ করে, এবং রূপ ও মাল এবং সম্মান ও সমবংশীয় সম্বন্ধের প্রতি যদি আপনাকে আহবান করে, তবে আপনি রাজী আছেন, কি? তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,

www.BANGLAKITAB.com

কে সেই মহিলা? আমি বলিলাম, খাদীজা। তিনি বলিলেন, ইহা কিরূপে সম্ভব হইবে? নাফীসাহ বলেন, আমি বলিলাম, তাহা আমার দায়িত্বে। তিনি বলিলেন, তবে আমিও রাজী আছি। নাফীসাহ্ বলেন, আমি হযরত খাদীজা (রাঃ)কে যাইয়া সংবাদ দিলাম। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে, অমুক সময় আপনি উপস্থিত হইবেন। অতঃপর হযরত খাদীজা (রাঃ) তাহাকে বিবাহ দিবার জন্য তাহার চাচা আমর ইবনে আসাদকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাহার চাচা উপস্থিত হইলেন, এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার চাচাদের সহিত উপস্থিত হইলেন এবং তাহাদের মধ্য হইতে একজন বিবাহ পড়াইয়া দিলেন। অতঃপর আমর ইবনে আসাদ আরবের একটি প্রবাদ বাক্য বলিলেন, ইহা এমন নর যাহার নাকে আঘাত করা হইবে না। (অর্থাৎ উপযুক্ত সম্বন্ধ হইয়াছে, ইহা প্রত্যাখ্যান করা যায় না।) বিবাহের সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স পঁচিশ বৎসর ও হযরত খাদীজা (রাঃ) চল্লিশ বৎসর বয়স্কা ছিলেন। তিনি ফীলের ঘটনার পনের বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। (ইবনে সা'দ)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত হযরত আয়েশা ও সাওদা (রাঃ)এর বিবাহ

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হযরত খাদীজা (রাঃ)এর ইন্তেকালের পর হযরত ওসমান ইবনে মাযঊন (রাঃ)এর স্ত্রী হযরত খাওলা বিনতে হাকীম ইবনে আওকাস (রাঃ) মক্কাতেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ আপনি বিবাহ করিবেন না? তিনি বলিলেন, কাহাকে? খাওলা (রাঃ) বলিলেন, কুমারী চাইলে কুমারী আর বিধবা চাহিলে বিধবা। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কুমারী হইলে কে? খাওলা (রাঃ) বলিলেন, আপনার সর্বাপেক্ষা প্রিয় ব্যক্তির মেয়ে আয়েশা বিনতে আবি বকর (রাঃ)। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, বিধবা কে? খাওলা (রাঃ) বলিলেন, সাওদা বিনতে যামআহ্ (রাঃ)। আপনার প্রতি ঈমান আনিয়াছে ও আপনার দ্বীনে আপনার অনুসারী হইয়াছে। তিনি বলিলেন, যাও, উভয়ের নিকট আমার পয়গাম দাও। হযরত খাওলা (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)এর ঘরে গেলেন। ঘরে হযরত আয়েশা (রাঃ)এর

মা হযরত উম্মে রোমান (রাঃ)কে পাইলেন। বলিলেন, হে উম্মে রোমান, আল্লাহ্ তায়ালা কতই না খায়ের ও বরকত তোমাদের ঘরে দিয়াছেন! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আয়েশার জন্য পয়গাম দিয়া পাঠাইয়াছেন। উম্মে রোমান (রাঃ) বলিলেন, আমিও ইহাই চাহিয়াছি, তবে একটু অপেক্ষা কর, আবু বকর আসিতেছেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) আসিলে খাওলা (রাঃ) বলিলেন, হে আবু বকর, আল্লাহ্ তায়ালা কতই না খায়ের ও বরকত আপনাদের ঘরে দান করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আয়েশার জন্য পয়গাম দিয়া পাঠাইয়াছেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আয়েশা কি তাঁহার জন্য দুরুস্ত হইবে? সে তো তাঁহার ভাইয়ের মেয়ে। খাওলা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরিয়া আসিয়া ইহা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, যাইয়া বল, তুমি আমার ইসলামী ভাই, আর আমিও তোমার অনুরূপ ভাই, সুতরাং তোমার মেয়ে আমার জন্য দুরুস্ত হইবে। তিনি আসিয়া হযরত আবু বকর (রাঃ)কে জানাইলে তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার নিকট ডাকিয়া আন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসিলে বিবাহ পড়াইয়া দিলেন। (তাবরানী)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহাকে যাইয়া বল যে, আমি তোমার ও তুমি আমার ইসলামী ভাই; আর তোমার মেয়ে আমার জন্য দুরুস্ত আছে। খাওলা (রাঃ) ফিরিয়া আসিয়া হযরত আবু বকর (রাঃ)কে জানাইলে তিনি তাহাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন। হযরত উম্মে রোমান (রাঃ) বলেন, মুত্ইম ইবনে আদি ইতিপূর্বে নিজের ছেলের জন্য আয়েশার বিষয়ে প্রস্তাব দিয়াছিল। খোদার কসম, হযরত আবু বকর (রাঃ) কখনও ওয়াদা ভঙ্গ করেন নাই। সুতরাং তিনি মুতইম ইবনে আদির নিকট গেলেন। তাহার নিকট তাহার স্ত্রী অর্থাৎ উক্ত ছেলের মাও উপস্থিত ছিল। মুতইম ইবনে আদির স্ত্রী সেখানে হযরত আবু বকর (রাঃ)কে এমন কিছু কথা বলিয়াছিল যাহাতে মুতইমের সহিত ওয়াদার দরুন তাহার অন্তরে যে দ্বিধা ছিল তাহা দূর হইয়া গেল। কারণ হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন মুতইমকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে,

www.BANGLAKITAB.com

এই মেয়ের বিবাহের বিষয়ে তুমি কি বল? তখন সে তাহার স্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিল, তুমি কি বল? তাহার স্ত্রী হযরত আবু বকর (রাঃ)এর দিকে ফিরিয়া বলিল, আমরা যদি এই ছেলেকে এখানে বিবাহ করাই তবে তুমি তাহাকে তোমার ধর্মে ধর্মান্তর করাইয়া ফেলিবে। তারপর হযরত আবু বকর (রাঃ) মুতইমের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, তুমি কি বল? সে বলিল, আমার স্ত্রীকে যাহা বলিতে শুনিয়াছ। অতঃপর তিনি সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং তাহার অন্তরে সেই ওয়াদার দরুন যে দ্বিধা ছিল তাহা আল্লাহ্ তায়ালা দূর করিয়া দিলেন। অতএব খাওলা (রাঃ)কে বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার নিকট ডাকিয়া আন। তিনি ডাকিয়া আনিলে হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত আয়েশার সহিত তাঁহার বিবাহ পড়াইয়া দিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ)এর বয়স তখন ছয় বৎসর ছিল। অতঃপর খাওলা (রাঃ) হযরত সাওদা বিনতে যামআহ্ (রাঃ)এর নিকট গেলেন এবং বলিলেন, আল্লাহ্ তায়ালা কতই না খায়ের ও বরকত তোমার মধ্যে দান করিয়াছেন! তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন উহা কি? খাওলা (রাঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তোমার প্রতি তাঁহার পয়গাম দিবার জন্য পাঠাইয়াছেন। তিনি বলিলেন, আমিও তাহাই চাহিয়াছি। যাও, আমার পিতার নিকট বল। তাহার পিতা অত্যন্ত বৃদ্ধ ও অধিক বয়সের দরুন অচল হইয়া গিয়াছিলেন। আর সে জন্যই হজ্বে যাইতে পারেন নাই। হযরত খাওলা (রাঃ) তাহার নিকট যাইয়া জাহিলিয়াতের নিয়মে তাহাকে অভিবাদন জানাইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কে? উত্তর দিলেন, আমি খাওলা বিনতে হাকীম। জিজ্ঞাসা করিলেন, কি খবর লইয়া আসিয়াছ? বলিলেন, আমাকে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ্ সাওদার প্রতি পয়গাম দিবার জন্য পাঠাইয়াছেন। তিনি বলিলেন, সম্মানিত সম্বন্ধ, তবে তোমার বান্ধবী কি বলে? বলিলেন, সে ইহা পছন্দ করিয়াছে। পিতা বলিলেন, তাঁহাকে অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার নিকট ডাকিয়া আন। তিনি আসিলে সাওদা (রাঃ)এর সহিত তাঁহার বিবাহ পড়াইয়া দিলেন। পরে তাহার ভাই আব্দ ইবনে যামআহ হজ্ব হইতে ফিরিয়া (এই বিবাহের কথা শুনিয়া দুঃখে ও আফসোসে) আপন মাথায় ধুলা ছিটাইতে লাগিল। পরবর্তীকালে মুসলমান

হইবার পর তিনি বলিয়াছেন, যেদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত সাওদার বিবাহের কথা শুনিয়া দুঃখ করিয়া আপন মাথায় ধুলা ছিটাইয়া ছিলাম, আমার জীবনের কসম, সেদিন আমি একটা নিরেট মুর্খ ছিলাম।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হিজরতের পর আমরা যখন মদীনায় আসিলাম, তখন সুনূহ নামক স্থানে বনু হারিস ইবনে খাযরাজ গোত্রের নিকট উঠিলাম। একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ঘরে আসিলেন। আমি তখন খেজুরের ডালে বাঁধা দোলনায় দোল খাইতেছিলাম। এমন সময় আমার মা আসিয়া আমাকে দোলনা হইতে নামাইয়া লইয়া গেলেন। আমার মাথায় ঘাড় পর্যন্ত ছোট ছোট চুল ছিল। তিনি আমার চুল আঁচড়াইয়া দিলেন ও পানি দ্বারা আমার মুখমণ্ডল ধুইয়া দিলেন। তারপর আমাকে টানিয়া লইয়া চলিলেন। দরজার নিকট পৌঁছিয়া দাঁড়াইলাম। (খেলাধুলার দরুন) আমার তখনও জোরে জোরে শ্বাস ওঠানামা করিতেছিল। উহা শান্ত হইলে তিনি আমাকে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলাম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ঘরের একটি খাটের উপর বসিয়া আছেন, তাহার আশে পাশে অনেক আনসারী পুরুষ ও মহিলারাও আছেন। আমার মা আমাকে একটি ঘরের ভিতর বন্ধ করিয়া বলিলেন, ইহারা আপনার পরিবার। আল্লাহ্ তায়ালা ইহাদের মধ্যে আপনার জন্য বরকত দান করুন ও ইহাদের জন্য আপনার মধ্যে বরকত দান করুন।

অতঃপর পুরুষ ও মহিলাগণ সেখান হইতে দ্রুত বাহির হইয়া গেলেন। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ঘরে আমার সহিত বাসর কাটাইলেন। আমার বিবাহে না কোন উট জবাই হইয়াছে আর না ছাগল জবাই হইয়াছে। বরং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেদিন তাহার কোন বিবির ঘরে যাইতেন সেদিন হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ) খাঞ্চায় করিয়া কিছু খানা তাঁহার ঘরে পাঠাইতেন। হযরত সা'দ (রাঃ) সেদিন সে খানা আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আমার বয়স তখন সাত বৎসর হইয়াছিল। (বুখারী ইত্যাদি হইতে সহী রেওয়ায়াতে উক্ত সময়ে তাহার বয়স নয় বৎসর বর্ণিত হইয়াছে।)

WWW.BANGLAKITAB.COM

হযরত হাফসা বিনতে ওমর (রাঃ)এর সহিত তাঁহার বিবাহ

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত হাফসা (রাঃ)এর স্বামী খুনাইস ইবনে হুযাফাহ (রাঃ) মদীনাতে ইন্তেকাল করিলেন। তিনি বদর যুদ্ধে শরীক হইয়াছিলেন। হযরত হাফসা (রাঃ) বিধবা হইবার পর হযরত ওমর (রাঃ)এর সহিত হযরত ওসমান (রাঃ)এর দেখা হইল। তিনি বলিলেন, তুমি যদি চাহ হাফসাকে তোমার নিকট বিবাহ দিয়া দিব। হযরত ওসমান (রাঃ) বলিলেন, আমি একটু ভাবিয়া দেখি। তারপর কয়েকদিন অপেক্ষা করিয়া বলিলেন, আমার বিবাহ না করাই সমীচীন মনে হইতেছে। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, তারপর আমি হযরত আবু বকর (রাঃ)কে বলিলাম, আপনি যদি চাহেন হাফসাকে আপনার সহিত বিবাহ দিয়া দিব। তিনি নিশ্চুপ রহিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, হযরত ওসমান (রাঃ)এর জবাব অপেক্ষা হযরত আবু বকর (রাঃ)এর চুপ থাকাতে আমার অন্তরে অধিক ব্যথা লাগিল। কিছু দিন পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার জন্য পয়গাম দিলেন এবং তাঁহার নিকট তাহাকে বিবাহ দিয়া দিলাম। তারপর হযরত আবু বকর (রাঃ)এর সহিত আমার দেখা হইলে তিনি আমাকে বলিলেন, হাফসার ব্যাপারে আমার চুপ থাকাতে তুমি মনে ব্যথা পাইয়াছ হয়ত। আমি বলিলাম, হাঁ। তিনি বলিলেন, আমি তোমাকে এই জন্য জবাব দেই নাই, যেহেতু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া আমি জানিতে পারিয়াছি। সুতরাং আমি তাঁহার গোপন কথা ফাঁস করিতে চাহি নাই। তিনি যদি পরিত্যাগ করিতেন তবে অবশ্যই আমি তাহাকে গ্রহণ করিতাম। (বুখারী ও নাসায়ী)

বাইহাকী ও ইমাম আহমাদ (রহঃ) হইতে অতিরিক্ত ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হযরত ওসমান (রাঃ)এর জবাব সম্পর্কে অভিযোগ করিলাম। তিনি শুনিয়া বলিলেন, হাফসার বিবাহ ওসমান অপেক্ষা উত্তম ব্যক্তির সহিত হইবে। আর ওসমানের বিবাহ হাফসা অপেক্ষা উত্তম মেয়ের সহিত হইবে। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওসমান (রাঃ)এর সহিত নিজের মেয়েকে বিবাহ দিলেন।

উম্মে সালামা বিনতে আবি উমাইয়াহ (রাঃ)এর সহিত তাঁহার বিবাহ

হযরত উম্মে সালামাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, তাহার ইদ্দাত পূর্ণ হইলে হযরত আবু বকর (রাঃ) তাহাকে বিবাহের পয়গাম দিলেন। কিন্তু তিনি তাহার সহিত বিবাহে রাজী হইলেন না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার নিকট বিবাহের পয়গাম দিয়া পাঠাইলেন। তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বল আমি অতিশয় আত্মাভিমানিনী আর আমি সন্তান সন্ততির জননী, আমার কোন ওলী উপস্থিত নাই। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি উত্তরে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তাহাকে বল, তুমি যে আত্মাভিমানের কথা বলিয়াছ, আমি আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করিব তাহা দূর হইয়া যাইবে। আর তোমার সন্তান সন্ততি, উহাদেরও ব্যবস্থা করা হইবে। আর তোমার কোন ওলী উপস্থিত নাই বলিয়াছ, অবশ্য উপস্থিত ও অনুপস্থিত তোমার কোন ওলীই ইহাতে আপত্তি করিবেন না। অতঃপর হযরত উম্মে সালামাহ (রাঃ) আপন ছেলে ওমরকে বলিলেন, উঠ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহ পড়াইয়া দাও। অতএব সে বিবাহ পড়াইয়া দিল। (নাসায়ী)

হযরত উম্মে সালামাহ্ (রাঃ) হইতে বর্ণিত অপর রেওয়ায়াতে আছে যে, তিনি মদীনায় আসিবার পর লোকদের নিকট নিজের পরিচয় দিতে যাইয়া বলিলেন যে, তিনি আবু উমাইয়া ইবনে মুগীরার মেয়ে। লোকেরা তাহার কথা বিশ্বাস করিল না। কিছু দিন পর যখন কতিপয় লোক হজ্বের উদ্দেশ্যে যাইতেছিল তখন লোকেরা (তাহার কথার সত্যতা যাচাই করিবার উদ্দেশ্যে) তাহাকে বলিল, (মক্কায় অবস্থিত) তোমার পরিবার পরিজনের নিকট চিঠি লিখিয়া দাও। তিনি তাহাদিগকে চিঠি লিখিয়া দিলেন। অতঃপর তাহারা মদীনায় ফিরিয়া আসিয়া তাহার কথার সত্যতা স্বীকার করিল, আর লোকের নিকট তাহার সম্মানও বাড়িয়া গেল।

হযরত উম্মে সালামাহ্ (রাঃ) বলেন, (আমার মেয়ে) যায়নাব প্রসব হইবার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট আসিয়া আমাকে বিবাহের পয়গাম দিলেন। আমি বলিলাম, আমার ন্যায় বয়সী মেয়েলোককে

www.BANGLAKITAB.com

কি কেহ বিবাহ করে? আমার মধ্যে কোন সন্তান সম্ভাবনা নাই, উপরন্তু আমি অতিশয় আত্মাভিমানিনী ও সন্তান সন্ততির মা। তিনি বলিলেন, আমি তো তোমার অপেক্ষা বয়স্ক। আর আত্মাভিমান, আল্লাহ্ তায়ালা উহা দূর করিয়া দিবেন। আর সন্তান সন্ততি, তাহারা আল্লাহ্ ও তাহার রাসূলের দায়িত্বে থাকিবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বিবাহ করিলেন। বিবাহের পর তিনি তাহার নিকট আসা যাওয়া করিতেন (কিন্তু রাত্রি যাপন করিতেন না) এবং (তাহার কোলের মেয়েটি সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করিয়া বলিতেন, যানাব (অর্থাৎ যায়নাব) কোথায়? অবশেষে একদিন হযরত আম্মার (রাঃ) আসিয়া মেয়েটিকে এই বলিয়া লইয়া গেলেন যে, মেয়েটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য বাধা হইতেছে। কারণ হযরত উম্মে সালামাহ্ (রাঃ) উহাকে দুধ পান করাইতেন (বলিয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহা নিকট রাত্রি যাপন করিতেন না)। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, যানাব কোথায়? হযরত উম্মে সালামাহ (রাঃ)এর বোন ক্বারীবাহ বিনতে আবি উমাইয়াহ্ (রাঃ) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন, ইবনে ইয়াসির উহাকে লইয়া গিয়াছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি আজ রাত্রে তোমাদের নিকট আসিব। হযরত উম্মে সালামাহ্ (রাঃ) বলেন, আমি যাঁতার নিচে চামড়া বিছাইয়া ঘড়ার মধ্য হইতে কিছু যবের দানা বাহির করিলাম। আর কিছু চর্বি বাহির করিলাম। (তারপর উহা মিলাইয়া রান্না করিলাম)। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রি যাপন করিলেন। সকাল বেলা তিনি বলিলেন, তোমার বংশে যেহেতু তোমার যথেষ্ট সম্মান রহিয়াছে, সুতরাং তুমি যদি চাহ তোমার জন্য একাধারে সাতদিনের পালা নির্ধারণ করিতে পারি। তবে তোমার জন্য সাত দিন করিলে অন্যান্য বিবিদের জন্যও সাতদিন করিয়া হইবে। (ইবনে আসাকির)

উম্মে হাবীবাহ বিনতে আবি সুফিয়ান (রাঃ)এর সহিত তাঁহার বিবাহ

ইসমাঈল ইবনে আম্র (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত উম্মে হাবীবাহ

বিনতে আবি সুফিয়ান (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি হাবশায় থাকাকালীন হঠাৎ একদিন আবরাহা নামক এক বাঁদী হাবশার বাদশাহ—নাজাশী (রহঃ)এর পক্ষ হইতে সংবাদ লইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইল। বাদশাহের কাপড়, তৈল ও খুশবু এই বাঁদীর দায়িত্বে ছিল। সে আসিয়া ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাহিল। আমি তাহাকে অনুমতি দিলাম। ঘরে প্রবেশ করিয়া সে বলিল, বাদশাহ আপনার নিকট এই মর্মে সংবাদ পাঠাইতেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তাঁহার সহিত আপনার বিবাহ পড়াইয়া দিবার জন্য পত্র লিখিয়াছেন। হযরত উম্মে হাবীবাহ (রাঃ) বলেন, আমি আবরাহাকে বলিলাম, আল্লাহ্ তায়ালা তোমাকে শুভসংবাদ দান করুন! তারপর সে বলিল, বাদশাহ্ বলিতেছেন, আপনাকে বিবাহ দিবার জন্য আপনি কাহাকেও উকিল নিযুক্ত করুন। হযরত উম্মে হাবীবাহ (রাঃ) বলেন, আমি খালেদ ইবনে সাঈদ ইবনে আস (রাঃ)কে ডাকিয়া তাহাকে উকিল নিযুক্ত করিলাম। আর আবরাহাকে (এই সুসংবাদে আনন্দিত হইয়া পুরস্কারস্বরূপ) রূপার দুইখানা চুড়ি ও দুইখানা রূপার খাড়ু যাহা আমার শরীরে ছিল, আর আমার পায়ের প্রত্যেক আঙ্গুল হইতে আঙ্গটি খুলিয়া তাহাকে দিয়া দিলাম। সন্ধ্যার পর নাজাশী হযরত জাফর ইবনে আবি তালিব (রাঃ) ও উপস্থিত অন্যান্য মুসলমানদিগকে হাজির হইতে বলিলেন। অতঃপর নাজাশী (রহঃ) এইরূপ খোতবা পাঠ করিলেন—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْمُؤْمِنِ الْعَزِيْزِ الْجَبَّارِ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا
اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَاَنَّهُ الَّذِىْ بَشَّرَ بِهٖ عِيْسَى
بْنُ مَرْيَمَ، اَمَّا بَعْدُ:

তারপর বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে হাবীবাহ বিনতে আবি সুফিয়ানকে তাঁহার সহিত বিবাহ দিবার জন্য আমাকে আদেশ করিয়াছেন। আমি তাঁহার আদেশ যথাযথ পালন করিলাম। এবং তাহার মোহরানাস্বরূপ চার শত দীনার দিলাম। তারপর তিনি সকলের সম্মুখে দীনারগুলি ঢালিয়া দিলেন। অতঃপর খালেদ ইবনে সাঈদ (রাঃ) খোতবা পাঠ

www.BANGLAKITAB.com

করিলেন—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَحْمَدُهٗ وَاَسْتَغْفِرُهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اَرْسَلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ. اَمَّا بَعْدُ

তারপর বলিলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহবানে সাড়া দিলাম এবং উম্মে হাবীবাহ বিনতে আবি সুফিয়ানকে তাঁহার নিকট বিবাহ দিয়া দিলাম, আল্লাহ্ তায়ালা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বরকত দান করুন।"

নাজাশী (রহঃ) দীনারগুলি হযরত খালেদ ইবনে সাঈদ (রাঃ)এর নিকট হস্তান্তর করিলেন, এবং তিনি উহা গ্রহণ করিলেন। তারপর তাহারা উঠিতে চাহিলে নাজাশী (রহঃ) বলিলেন, আপনারা বসুন। বিবাহের পর খানা খাওয়া নবীদের সুন্নাত। সুতরাং তিনি খানা আনাইলেন। তাহারা খানা খাইয়া উঠিয়া গেলেন। (বিদাইয়াহ)

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত উম্মে হাবীবাহ (রাঃ) বলেন, আমি একদিন আমার স্বামী ওবায়দুল্লাহ্ ইবনে জাহাশকে অত্যন্ত খারাপ ও কুশ্রী অবস্থায় স্বপ্নে দেখিয়া ভীত হইলাম। মনে মনে বলিলাম, খোদার কসম, নিশ্চয়ই তাহার অবস্থা পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। সকাল বেলা দেখি, সত্যই সে বলিতেছে, হে উম্মে হাবীবাহ, আমি দ্বীন সম্পর্কে চিন্তা করিয়া এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি যে, নাসরানী দ্বীন অপেক্ষা উত্তম আর কোন দ্বীন নাই। সুতরাং আমি পূর্বে উহা গ্রহণ করিয়াছিলাম, তারপর দ্বীনে মুহাম্মাদী গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু এখন আমি পুনরায় নাসরানী দ্বীন গ্রহণ করিয়াছি। আমি বলিলাম, খোদার কসম, তোমার (কপালে) মঙ্গল (লেখা হয়) নাই। তারপর আমি স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছিলাম তাহা বলিলাম। কিন্তু সে উহার কোন পাত্তা দিল না। শারাব পানে মশগুল হইয়া গেল এবং শেষ পর্যন্ত এই অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করিল। তারপর আমি স্বপ্নে দেখিলাম, কেহ যেন আমাকে ডাকিয়া বলিতেছে,

হে উম্মুল মুমিনীন! আমি ঘাবড়াইয়া গেলাম এবং উহার ব্যাখ্যা এই করিলাম যে, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বিবাহ করিবেন। তিনি বলেন, তারপর আমার ইদ্দাত পূর্ণ হইতেই দেখি, নাজাশী (রহঃ)এর সংবাদবাহক আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তারপর হাদীসের বাকী অংশ উপরোক্ত রেওয়ায়াত অনুযায়ী বর্ণিত হইয়াছে, তবে এই রেওয়ায়াতে অতিরিক্ত ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত উম্মে হাবীবাহ (রাঃ) বলেন, আমার নিকট (মোহরানার) মাল পৌঁছিলে আমি আবরাহা—যে আমাকে সুসংবাদ দিয়াছিল, তাহাকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলাম, সেদিন আমার নিকট তেমন কোন মাল ছিল না তথাপি যৎসামান্য যাহা পারিয়াছি তোমাকে দিয়াছি। এখন তুমি এই পঞ্চাশ দীনার গ্রহণ কর, নিজ প্রয়োজনে খরচ করিও। সে একটি কৌটা বাহির করিল যাহার মধ্যে আমার দেওয়া সব কিছুই ছিল। সে উহা আমাকে ফেরৎ দিয়া বলিল, বাদশাহ্ আমাকে কড়া নির্দেশ দিয়াছেন যে, আপনার নিকট হইতে যেন কোন কিছু গ্রহণ করিয়া আপনার ক্ষতি না করি। আর আমিই বাদশাহের কাপড় ও তৈলাদির দায়িত্বে নিয়োজিত। আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীনের অনুসারী হইয়াছি। আল্লাহ্র জন্য ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি। বাদশাহ্ তাহার বেগমদিগকে আদেশ করিয়াছেন যে, তাহাদের নিকট যত আতর আছে সবই যেন আপনার জন্য পাঠাইয়া দেয়। সুতরাং পরদিন ঊদ, ওয়ারস, আম্বর ও যাবাদ—বিভিন্ন প্রকারের আতর বিপুল পরিমাণে আমার নিকট পৌঁছিয়া গেল। আমি এই সব কিছু লইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছিয়াছি। এবং তিনি আমাকে এই সমস্ত ব্যবহার করিতে দেখিয়াছেন, কিন্তু নিষেধ করেন নাই।

তারপর আবরাহা আমাকে বলিল, আপনার নিকট আমার একটি প্রয়োজন আছে। আর তাহা এই যে, আপনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আমার সালাম পৌঁছাইবেন এবং তাঁহাকে বলিবেন যে, আমি তাহার দ্বীনের অনুসরণ করিয়াছি। হযরত উম্মে হাবীবাহ (রাঃ) বলেন, তারপর সে আমার খুবই খাতির যত্ন করিল, এবং সেই আমার সব কিছু গোছ গাছ করিয়া দিয়াছিল। আর যখনই আমার নিকট আসিত, বলিত, আপনার নিকট আমার প্রয়োজনটি ভুলিয়া যাইবেন না।

www.BANGLAKITAB.com

হযরত উম্মে হাবীবাহ (রাঃ) বলেন, যখন আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছিলাম, আমি তাঁহাকে বিবাহের পয়গাম কিরূপে পৌঁছিয়া ছিল এবং আবরাহা কি কি করিয়াছিল সকল কথা বলিলাম। তিনি (শুনিয়া) মুচকি হাসিলেন। তারপর আমি তাহার সালাম পৌঁছাইলাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার সালামের জবাব দিলেন, ওয়া আলাইহাস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

যায়নাব বিনতে জাহাশ (রাঃ)এর সহিত তাঁহার বিবাহ

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, হযরত যায়নাব (রাঃ)এর ইদ্দাত পূর্ণ হইলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়েদ (রাঃ)কে বলিলেন, যাও, যায়নাবকে আমার পক্ষ হইতে বিবাহের পয়গাম দাও। হযরত যায়েদ (রাঃ) তাহার নিকট এমন সময় আসিলেন যখন তিনি আটা খামির করিতে–ছিলেন। হযরত যায়েদ (রাঃ) বলেন, তাহাকে দেখামাত্র আমার অন্তরে তাহার প্রতি এমন ভক্তি পয়দা হইয়া গেল যে, আমি তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করিতে পারিতেছিলাম না। কারণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। সুতরাং আমি পিছু হটিয়া আসিলাম ও তাহার দিকে পিঠ দিয়া দাঁড়াইলাম। এবং বলিলাম, হে যায়নাব, সুসংবাদ গ্রহণ কর, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তোমার নিকট বিবাহের পয়গাম দিয়া পাঠাইয়াছেন। তিনি বলিলেন, আমি আমার পরওয়ারদিগারের সহিত পরামর্শ ব্যতীত কোন কাজ করিব না। তারপর তিনি নিজ মুসল্লায় (নামাযে) দাঁড়াইয়া গেলেন। আর এ দিকে কোরআন নাযিল হইল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি ব্যতিরেকেই তাহার ঘরে প্রবেশ করিলেন।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন যায়নাব (রাঃ)এর ঘরে প্রবেশ করিলেন তখন আমাদিগকে এই উপলক্ষে রুটি–গোশত খাওয়াইলেন। খাওয়ার পর লোকজন বাহির হইয়া আসিলে কিছু লোক ঘরের ভিতর বসিয়া আলাপ করিতে লাগিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। আমিও তাহার পিছন

পিছন চলিলাম। তিনি তাঁহার অন্যান্য বিবিগণের এককেজনের ঘরে যাইয়া তাহাদিগকে সালাম করিতে লাগিলেন। আর তাঁহারাও জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আপনার পরিবারকে কেমন পাইলেন? অতঃপর আমার স্মরণ নাই, আমিই তাহাকে খবর দিলাম, অথবা আর কেহ খবর দিল যে, লোকজন ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে। অতএব তিনি যাইয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। আমিও তাহার সহিত ঘরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে তিনি আমার ও তাঁহার মাঝে পরদা ফেলিয়া দিলেন। তারপর পরদা সম্পর্কে আয়াত নাযিল হইল এবং লোকদিগকে আল্লাহ্ তায়ালা যাহা নসীহত করিবার তাহা করিলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ .... بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝

অর্থ ঃ 'হে মুমিনগণ, তোমরা নবীর গৃহসমূহে প্রবেশ করিও না, কিন্তু যখন তোমাদিগকে আহারের জন্য অনুমতি দেওয়া হয় (তখনও) এইরূপে (প্রবেশ হওয়া আবশ্যক) যে, উহা (খাদ্য) তৈয়ারীর প্রতীক্ষায় না থাকিতে হয়, অবশ্য যখন তোমাদিগকে (খাওয়ার জন্য) ডাকা হইবে, তখন প্রবেশ করিও, অতঃপর যখন আহার সমাপ্ত কর, তখন উঠিয়া চলিয়া যাইও এবং কথোপকথনে লিপ্ত হইয়া বসিয়া থাকিও না, ইহা নবীর পক্ষে কষ্টকর হইয়া থাকে, কিন্তু তিনি তোমাদের খাতির করেণ (তাই কিছু বলেন না,) আর আল্লাহ তায়ালা পরিস্কার কথা বলিতে লজ্জাবোধ করেন না, আর যখন তোমরা তাঁহাদের নিকট কিছু চাহিবে তখন পর্দার বাহির হইতে চাহিও, ইহা তোমাদের অন্তরসমূহ ও তাহাদের অন্তরসমূহ পবিত্র থাকার উত্তম উপায়। এবং তোমাদের পক্ষে জায়েয নহে যে, রাসূলুল্লাহ্‌কে কষ্ট দাও, এবং ইহাও জায়েয নহে যে, তোমরা তাঁহার পর কখনও তাঁহার বিবিগণকে নেকাহ্ কর, ইহা আল্লাহ্‌র নিকট অতীব গুরুতর ব্যাপার। (এবং এই সম্পর্কে মুখে কিছু প্রকাশ করা কিংবা অন্তরে ইচ্ছা পোষণ করাও পাপ) যদি তোমরা (এই সম্বন্ধে) কোন কিছু প্রকাশ কর কিংবা উহা গোপন রাখ তবে আল্লাহ্ (এতদুভয় সহ) প্রত্যেক বিষয়েই খুব অবগত আছেন।'

ইমাম বুখারী (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.BANGLAKITAB.com

ওয়াসাল্লাম হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ (রাঃ)কে বিবাহ করার পর রুটি ও গোশত দ্বারা ওলীমা করিলেন। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, লোকদিগকে খাওয়ার জন্য ডাকিতে আমাকে পাঠান হইল। লোকরা একদল আসিয়া খাওয়া শেষ করিয়া বাহির হইয়া যাইত। তারপর আর একদল আসিত এবং খাওয়ার পর বাহির হইয়া যাইত। এইভাবে ডাকিয়া আনিতে আনিতে আমি আর কাহাকেও পাইলাম না। অতএব আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্র নবী! আমি ডাকিবার মত আর কাহাকেও পাইতেছি না। তিনি বলিলেন, তোমাদের খাবার উঠাইয়া লও। অতঃপর তিন ব্যক্তি ঘরের ভিতর বসিয়া আলাপে রত হইল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাহাদিগকে আলাপ রত দেখিয়া) ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং হযরত আয়েশা (রাঃ)এর ঘরে গেলেন এবং বলিলেন, আসসালামু আলাইকুম, আহলাল বাইত ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। হযরত আয়েশা (রাঃ) জবাব দিলেন, ওয়া আলাইকাস সালাম ওয়া রাহমাতুলল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আপনার পরিবারকে কেমন পাইলেন? আল্লাহ্ তায়ালা আপনাকে বরকত দান করুন। এইরূপে একে একে সকল বিবির ঘরে গেলেন এবং হযরত আয়েশা (রাঃ)কে যেরূপ বলিয়াছেন তাহাদিগকেও সেইরূপ বলিলেন। আর তাহারাও হযরত আয়েশা (রাঃ)এর ন্যায় প্রতি উত্তর করিলেন। তারপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, উক্ত তিনজন ঘরের ভিতর পূর্বের ন্যায় আলাপে রত আছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত লাজুক ছিলেন। তিনি পুনরায় হযরত আয়েশা (রাঃ)এর ঘরের দিকে রওয়ানা হইলেন। ইতিমধ্যে আমার স্মরণ নাই আমি অথবা আর কেহ তাঁহাকে এই সংবাদ দিল যে, তাহারা বাহির হইয়া গিয়াছে। সুতরাং তিনি ফিরিয়া আসিলেন এবং এক পা দরজার চৌখাটে রাখিয়া অপর পা বাহিরে থাকিতেই আমার ও তাহার মধ্যে পরদা ঝুলাইয়া দিলেন। তারপর পরদার আয়াত নাযিল হইল।

ইবনে আবি হাতেম (রহঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আপন স্ত্রীগণের মধ্য হইতে নব বিবাহিতা কোন এক জনের সহিত বাসর রাত্রির দিন হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) (খেজুর, ঘী ও পনীর দ্বারা প্রস্তুত একপ্রকার

খাদ্য) হাইস তৈয়ার করিলেন এবং উহা একটি পাত্রে ঢালিয়া আমাকে বলিলেন, যাও, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিয়া আস এবং তাঁহাকে বলিও যে, আমাদের পক্ষ হইতে এই যৎসামান্য জিনিষ তাঁহার জন্য।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, সে সময় অভাবের দরুন লোকদের অতিকষ্টে দিন কাটিতেছিল। আমি উম্মে সুলাইম (রাঃ)এর দেওয়া হাইস লইয়া উপস্থিত হইলাম এবং বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, এইগুলি উম্মে সুলাইম আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন। তিনি আপনাকে সালাম বলিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন যে, আমাদের পক্ষ হইতে যৎসামান্য তাঁহার জন্য। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহার প্রতি চাহিয়া দেখিলেন। তারপর বলিলেন, ইহা ঘরের এক কোণায় রাখ, এবং কতিপয় লোকের নাম উল্লেখ করিয়া বলিলেন, যাও, অমুক অমুককে এবং মুসলমানদের মধ্য হইতে যাহার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হয় তাহাকে আমার নিকট ডাকিয়া আন। সুতরাং যাহাদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন তাহাদিগকেও যাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল এরূপ সকলকে আমি দাওয়াত দিলাম। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, ঘর, সুফ্ফা ও হুজরা লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি হযরত আনাস (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আবু ওসমান, তাহারা কতজন ছিলো। তিনি বলিলেন, তিনশতের কাছাকাছি।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, আন। আমি উহা তাঁহার নিকট আনিলাম। তিনি উহার উপর আপন হাত মুবারক রাখিয়া আল্লাহ্ তায়ালার নিকট যাহা খুশী দোয়া করিলেন। তারপর বলিলেন, "দশ দশ জন করিয়া গোলাকার হইয়া বসিয়া যাও এবং বিসমিল্লাহ্ বলিয়া খাইতে আরম্ভ কর, আর প্রত্যেকেই নিজ নিজ সম্মুখ হইতে খাইবে।" অতএব তাহারা বিসমিল্লাহ্ বলিয়া খাইতে আরম্ভ করিলেন এবং সকলেই খাওয়া শেষ করিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, উঠাইয়া রাখ। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, 'আমি পাত্রটি লইলাম এবং উহার প্রতি চাহিয়া দেখিলাম, কিন্তু আমি বলিতে পারিতেছি না যে, যখন রাখিয়াছি তখন বেশী ছিল, না যখন উঠাইয়াছি তখন বেশী ছিল। তারপর সকলেই চলিয়া গেলে কতিপয় লোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে বসিয়া আলাপে রত হইল। আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু

WWW.BANGLAKITAB.COM

আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বিবির ঘরে সকলকে লইয়া খাওয়া দাওয়া করিলেন তিনি দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া রহিলেন। তাহারা দীর্ঘ সময় আলাপে রত রহিল যাহাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কষ্ট হইল। তিনি সর্বাপেক্ষা লাজুক ছিলেন। আর তাহারাও যদি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কষ্টের কথা বুঝিতে পারিতেন তবে তাহাদের নিকটও ইহা কষ্টকর হইত। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠিয়া অন্যান্য বিবিদের প্রত্যেকের ঘরে গেলেন ও তাহাদিগকে সালাম করিলেন। তারপর তাহারা যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফিরিয়া আসিতে দেখিল তখন তাঁহাকে কষ্টের মধ্যে ফেলিয়াছে ভাবিয়া তাহারা দ্রুত দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল। তিনি আসিয়া পরদা ফেলিয়া দিলেন এবং ঘরে প্রবেশ করিলেন। তখন আমি হুজরার ভিতর ছিলাম। ঘরে প্রবেশ করিবার কিছুক্ষণ পরই আল্লাহ্ তায়ালা কোরআন নাযিল করিলেন। আর তিনি এই আয়াত পড়িতে পড়িতে বাহির হইয়া আসিলেন—

لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ

(আয়াত দ্বয়ের অর্থ পূর্বে উল্লেখ হইয়াছে।)

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, সকলের পূর্বে তিনি এই আয়াত আমাকে পড়িয়া শুনাইলেন, আর আমিই সর্বাগ্রে উহা শুনিয়াছি।

(মুসলিম, নাসায়ী, তিরমিযী ও বুখারী)

সফিয়্যাহ বিনতে হুয়াই ইবনে আখ্তাব (রাঃ)এর সহিত তাঁহার বিবাহ

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, খাইবারের বন্দীদিগকে একত্রিত করা হইলে হযরত দেহইয়াহ্ (রাঃ) আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, বন্দীদের মধ্য হইতে আমাকে একটি বাঁদী দান করুন। তিনি বলিলেন, যাও, তুমি একটি লইয়া লও। তিনি সফিয়্যাহ্ বিনতে হুয়াইকে লইলেন। অতঃপর এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিল, হে আল্লাহ্র নবী, আপনি দেহইয়াকে দান করিয়াছেন! বর্ণনাকারী ইয়াকুব (রহঃ) বলেন, অর্থাৎ

আপনি বনু কুরাইযা ও বনু নযীরের সর্বাপেক্ষা সম্মানিতা মহিলা সফিয়্যাহ বিনতে হুইয়াইকে দিয়া দিয়াছেন, অথচ এই মেয়ে তো একমাত্র আপনারই যোগ্য। তিনি বলিলেন, তাহাকে উক্ত মেয়ে সহ ডাকিয়া আন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই মেয়েকে দেখিয়া বলিলেন, তুমি বন্দীদের মধ্য হইতে ইহাকে ব্যতীত অন্য একজন লইয়া লও। পরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে মুক্ত করিয়া দিয়া বিবাহ করিয়াছেন। (আবু দাউদ)

বুখারী হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে, হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমরা যখন খাইবারে আসিলাম, আর আল্লাহ্ তায়ালা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (খাইবারের) কিল্লার উপর বিজয় দান করিলেন তখন কেহ সফিয়্যাহ বিনতে হুয়াই ইবনে আখতাবের রূপ ও সৌন্দর্য্যের কথা তাঁহার নিকট আলোচনা করিল। তাহার স্বামী খাইবার যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল। সে সময় তিনি নববিবাহিতা দুলহান বেশে ছিলেন। তাহার এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে নিজের জন্য বাছিয়া লইলেন। তারপর তিনি তাহাকে লইয়া রওয়ানা হইলেন এবং 'সাদ্দাস সাহ্বা' নামক স্থানে পৌছিলে হযরত সফিয়্যাহ্ (রাঃ) হায়েজ হইতে পবিত্র হইলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে তাহার সহিত প্রথম রাত্রি যাপন করিলেন। অতঃপর তিনি এই উপলক্ষে হাইস (এক প্রকার খাদ্যদ্রব্য) তৈয়ার করিয়া ছোট একটি চামড়ার দস্তরখানার উপর তাহা রাখিলেন, এবং আমাকে বলিলেন, তোমার আশে পাশে যাহারা আছে তাহাদিগকে দাওয়াতের সংবাদ দাও। ইহাই হযরত সফিয়্যাহ (রাঃ)এর ওলীমাহ ছিল। তারপর আমরা মদীনার পথে রওয়ানা হইলাম। আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়াছি, তিনি নিজের আবা দ্বারা তাঁহার পিছনে হযরত সফিয়্যাহ্ (রাঃ)এর জন্য আড়াল তৈয়ার করিতেন এবং তিনি নিজ হাটু ভাঁজ করিয়া বসিয়া যাইতেন, আর হযরত সফিয়্যাহ্ (রাঃ) তাঁহার হাটুর উপর পা রাখিয়া উটের উপর চড়িতেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আনাস (রাঃ) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবার ও মদীনার মধ্যবর্তী একস্থানে তিন দিন অবস্থান করিয়া হযরত সফিয়্যাহ্ (রাঃ)এর সহিত প্রথম রাত্রি যাপন

www.BANGLAKITAB.com

করিলেন। আমি মুসলমানদিগকে তাঁহার ওলীমার দাওয়াত দিয়াছি। আর এই ওলীমায় কোন রুটি বা গোশত ছিল না, বরং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বেলাল (রাঃ)কে ছোট ছোট দস্তরখানা বিছাইবার আদেশ করিলেন। উহা বিছানো হইলে তিনি উহার উপর খেজুর, পনীর ও ঘী ঢালিয়া দিলেন। মুসলমানরা আলোচনা করিলেন, ইনি অর্থাৎ হযরত সফিয়্যাহ্ (রাঃ) কি উম্মুল মুমিনীনগণের মধ্য হইতে একজন হইলেন, না তাঁহার বাঁদী হিসাবে থাকিলেন? কেহ কেহ বলিলেন, যদি তিনি পর্দা করেন তবে তো উম্মুল মুমিনীনগণের মধ্য হইতে একজন বুঝা যাইবে। আর যদি পর্দা না করেন, তবে বাঁদী হিসাবে বুঝা যাইবে। অতঃপর যখন রওয়ানা হইলেন, তখন তিনি তাহাকে নিজের পিছনে বসাইলেন এবং পর্দা টানিয়া দিলেন। (বুখারী)

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) বলেন, হযরত সফিয়্যাহ্ বিনতে হুয়াই ইবনে আখতাব (বন্দিনী হিসাবে) যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাঁবুতে প্রবেশ করিলেন তখন নিজের জন্য কিছু অংশ পাইবার আশায় অনেক লোকের সহিত আমিও সেখানে উপস্থিত হইলাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁবু হইতে বাহিরে আসিয়া বলিলেন, তোমরা তোমাদের মায়ের নিকট হইতে চলিয়া যাও। তারপর এশার সময় আমরা উপস্থিত হইলে তিনি নিজের চাদরের এক কোণায় দেড় মুদ (সোয়াসের) পরিমাণ আজওয়া খেজুর লইয়া বাহিরে আসিলেন এবং বলিলেন, তোমাদের মায়ের ওলীমা খাও। (আহমাদ)

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, হযরত সফিয়্যাহ্ (রাঃ)এর চোখে নীল দাগ দেখিয়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার চোখে এই নীল দাগ কিসের? তিনি বলেন, আমি বলিলাম, আমি আমার স্বামীকে একদিন বলিলাম, আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যে, আমার কোলে চাঁদ আসিয়া পড়িয়াছে। ইহা শুনিয়া আমার গালে চড় মারিয়া বলিল, তুই মদীনার বাদশাহকে পাইবার আশা করিতেছিস? হযরত সফিয়্যাহ্ (রাঃ) বলেন, আমার পিতা ও স্বামীকে হত্যা করার দরুন আমার নিকট রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা ঘৃণিত আর কেহ ছিল না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট নিজের অনুপায়ের

জন্য মার্জনা চাহিতে লাগিলেন, এবং বলিলেন, হে সফিয়্যাহ্, তোমার পিতা আমার বিরুদ্ধে সমগ্র আরবকে একত্রিত করিয়াছে এবং এই করিয়াছে, এই করিয়াছ। অবশেষে আমার অন্তর হইতে সেই ঘৃণা দূর হইয়া গেল।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে রাত্রে হযরত সফিয়্যাহ্ (রাঃ)এর ঘরে প্রবেশ করিলেন, সে রাত্রে হযরত আবু আইউব (রাঃ) দরজায় পাহারারত রহিলেন। সকাল বেলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়া তিনি তাকবীর দিলেন। তাহার সহিত তরবারী ছিল। তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলল্লাহ্, সফিয়্যাহ্ যেহেতু নব পরিণীতা আর তাহার পিতা, ভাই ও স্বামীকে আপনি কতল করিয়াছেন, সেহেতু আপনাকে তাহার পক্ষ হইতে নিরাপদ মনে করিতেছিলাম না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনিয়া হাসিলেন এবং তাহার প্রশংসা করিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত অপর রেওয়ায়াতে আছে যে, হযরত আবু আইউব (রাঃ) ইহাও বলিলেন যে, যদি সে সামান্য নড় চড় করিত তবে আমি আপনার নিকটেই ছিলাম। (হাকেম)

আতা ইবনে ইয়াসার (রহঃ) বলেন, হযরত সফিয়্যাহ্ (রাঃ) যখন খাইবার হইতে আসিলেন তখন হারেসাহ ইবনে নু'মান (রাঃ)এর একটি ঘরে তাহাকে রাখা হইল। আনসারী মেয়েরা এই সংবাদ পাইয়া তাহার রূপ ও সৌন্দর্য দেখিবার জন্য আসিল। হযরত আয়েশা (রাঃ)ও নেকাব পরিয়া দেখিতে আসিলেন। তিনি যখন দেখিয়া বাহির হইলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাহার পিছু পিছু চলিলেন। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আয়েশা, কেমন দেখিলে? তিনি জবাব দিলেন, এক ইহুদিনীকে দেখিলাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এমন বলিও না, কারণ সে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। আর তাহার ইসলাম উত্তম হইয়াছে। (ইবনে সা'দ)

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব (রহঃ) হইতে সহী সনদে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত সফিয়্যাহ্ (রাঃ) যখন আসিলেন, তখন তাহার কানে স্বর্ণের দুল ছিল। তিনি তাহা হযরত ফাতেমা (রাঃ) ও তাঁহার সঙ্গে উপস্থিত মেয়েদিগকে দিয়া দিলেন। (এসাবাহ)

www.BANGLAKITAB.com

হযরত জুআইরিয়া বিনতে হারিস খুযাইয়াহ (রাঃ)এর সহিত তাঁহার বিবাহ

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বনুমুস্তালিক গোত্রের বন্দীদিগকে (মুজাহিদগণের মধ্যে) বন্টন করিলেন, তখন জুআইরিয়া বিনতে হারিস (রাঃ) হযরত সাবেত ইবনে কায়েস ইবনে শিমাস (রাঃ)এর অংশে অথবা তাহার চাচাতো ভাইয়ের অংশে পড়িলেন। হযরত জুআইরিয়া (রাঃ) তাহার সহিত মুক্তিপণ করিলেন। তিনি এরূপ সুন্দরী ও লাবণ্যময়ী ছিলেন যে, যে কেহ তাহাকে দেখিত তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া যাইত। তিনি তাহার মুক্তিপণের ব্যাপারে সাহায্যের জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, খোদার কসম, তাহাকে আমার হুজরার দরজায় দেখিয়া আমার খারাপ লাগিল। আমার মন বলিল, আমি যেরূপ তাহাকে দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়াছি, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাহাকে দেখিয়া সেরূপ আকৃষ্ট হইয়া পড়িবেন। তিনি ভিতরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমি নিজ কওমের সরদার হারিস ইবনে আবি দেরার–এর মেয়ে জুআইরিয়া। আমার বিপদের কথা আপনার অজানা নহে। আমি সাবেত ইবনে কায়েস ইবনে শিমাস অথবা বলিলেন, তাহার চাচাত ভাইয়ের অংশে পড়িয়াছি। এবং আমি তাহার সহিত নিজের জন্য মুক্তিপণে আবদ্ধ হইয়াছি। আপনার নিকট আমার মুক্তিপণের ব্যাপারে সাহায্য চাহিতে আসিয়াছি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইহা অপেক্ষা উত্তম জিনিষে তুমি রাজী হইবে কি? তিনি বলিলেন, উহা কি? ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বলিলেন, আমি তোমার পক্ষ হইতে পণ আদায় করিয়া দিয়া তোমাকে বিবাহ করি। হযরত জুআইরিয়া (রাঃ) বলিলেন, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমি উহাতে রাজী আছি। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, লোকদের মধ্যে এই খবর প্রচার হইয়া গেল যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুআইরিয়া বিনতে হারিসকে বিবাহ করিয়াছেন। লোকেরা বলিল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্বশুর বংশ!! সুতরাং তাহারা আপন আপন বন্দীদিগকে মুক্ত করিয়া দিল। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বিবাহ করার

দরুন বনু মুসতালিকের একশত পরিবার মুক্তি লাভ করিল। আমি আপন কাওমের জন্য তাহার ন্যায় বরকতময় মেয়ে আর দেখি নাই। (বিদায়াহ)

ওরওয়া (রহঃ) বলেন, হযরত জুআইরিয়া বিনতে হারিস (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিবার পূর্বে তিন রাত্রি এই স্বপ্ন দেখিয়াছি, যেন ইয়াসরাব অর্থাৎ মদীনা হইতে চাঁদ আসিয়া আমার কোলের উপর পড়িয়াছে। আমি এই স্বপ্ন কাহাকেও জানানো পছন্দ করিতেছিলাম না। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন ঘটিল। আমরা যখন বন্দী হইলাম তখন আমি আমার স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হইবার আশা করিতে লাগিলাম। তিনি বলেন, সুতরাং (যাহা আশা করিয়াছিলাম তাহাই ঘটিল।) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে মুক্ত করিয়া দিয়া বিবাহ করিলেন। আর খোদার কসম, আমি আমার কাওমের ব্যাপারে তাঁহার নিকট কোন সুপারিশ করি নাই। বরং মুসলমানরা নিজেরাই তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। আমার এক চাচাত বোন আসিয়া আমাকে এই বিষয়ে সংবাদ দিবার পূর্বে আমি কিছুই জানিতে পারি নাই। অতঃপর আমার কাওমের মুক্তি সংবাদ পাইয়া আমি আল্লাহ্ তায়ালার প্রশংসা করিয়াছি। (বিদায়াহ্)

হযরত মাইমূনাহ্ বিনতে হারিস হেলালিয়াহ (রাঃ)এর সহিত তাঁহার বিবাহ

ইবনে শিহাব (রহঃ) বলেন, হুদাইবিয়ার পরবর্তী বৎসর সপ্তম হিজরীর জিলকদ মাসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওমরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন। (গত বৎসর) এই মাসেই মুশরিকগণ তাঁহাকে মসজিদে হারাম হইতে বাধা দিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াজুজ নামক স্থানে পৌঁছিয়া হযরত জা'ফর ইবনে আবি তালিব (রাঃ)কে হযরত মুইমূনাহ্ বিনতে হারিস ইবনে হাযান আমেরিয়্যাহ (রাঃ)এর নিকট অগ্রে পাঠাইলেন। তিনি তাহাকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হইতে বিবাহের পয়গাম দিলেন। হযরত মাইমূনাহ (রাঃ) নিজের বিষয়টি হযরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রাঃ)এর দায়িত্বে দিলেন। কারণ তাহার বোন

www.BANGLAKITAB.com

উম্মুল ফজল হযরত আব্বাস (রাঃ)এর স্ত্রী ছিলেন। হযরত আব্বাস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত তাহার বিবাহ দিয়া দিলেন। ইহার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারেফ নামক স্থানে কিছু সময় অবস্থান করিলেন। হযরত মাইমূনা (রাঃ) সেখানে পৌছিলে তিনি তাহার সহিত সারেফেই প্রথম রাত্রি যাপন করিলেন। আর আল্লাহ তায়ালা তক্বদীরে এ রকমই লিখিয়াছিলেন যে, হযরত মাইমূনাহ্ (রাঃ) ইহার কিছুকাল পর সেই জায়গায়ই ইন্তেকাল করিলেন যেখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার সহিত প্রথম রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মাইমূনাহ্ (রাঃ)কে বিবাহ করার পর তিনদিন মক্কা শরীফে অবস্থান করিলেন। তৃতীয় দিন হুওয়াইতাব ইবনে আব্দুল উয্যা কুরাইশদের একদল লইয়া উপস্থিত হইল, এবং তাহারা বলিল, আপনার সময় শেষ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং আপনি আমাদের শহর হইতে বাহির হইয়া যান। তিনি বলিলেন, তোমরা যদি আমাকে তোমাদের মধ্যে থাকিয়া বাসর রাত্রি যাপনের সুযোগ দাও, আর আমি তোমাদের জন্য খানা প্রস্তুত করি এবং তোমরাও উহাতে শরীক হও তবে তোমাদের কি ক্ষতি? তাহারা বলিল, আপনার খানার আমাদের প্রয়োজন নাই, আপনি আমাদের শহর হইতে বাহির হইয়া যান। অতএব তিনি হযরত মাইমূনাহ্ বিনতে হারিস (রাঃ)কে লইয়া বাহির হইয়া গেলেন এবং সারেফ নামক স্থানে পৌছিয়া তাহার সহিত প্রথম রাত্রি যাপন করিলেন। (ইবনে শিহাব)

হযরত ফাতেমা (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ)এর বিবাহ

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হযরত ফাতেমা (রাঃ)এর জন্য (অন্যান্যদের পক্ষ হইতে) বিবাহের পয়গাম আসিলে আমাকে আমার এক বাঁদী বলিল, আপনি কি জানেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হযরত ফাতেমা (রাঃ)এর জন্য পয়গাম আসিয়াছে? আমি বলিলাম, না। সে বলিল, (অন্যান্যদের পক্ষ হইতে) তাহার জন্য পয়গাম আসিয়াছে। আপনি কেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের নিকট যান না? হয়ত আপনার নিকট বিবাহ দিয়া দিবেন। আমি বলিলাম, আমার নিকট কি কিছু আছে যে, আমি বিবাহ করিব? সে বলিল, আপনি যদি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যান তবে আপনার সহিত বিবাহ দিয়া দিবেন। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, খোদার কসম, সে আমাকে এইরূপে আশা দিতে লাগিল যে, শেষ পর্যন্ত আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলাম। কিন্তু তাঁহার সম্মুখে বসিয়া আমার মুখ বন্ধ হইয়া গেল। খোদার কসম, তাঁহার বুযুর্গী ও ভয়ে আমি বাকশক্তি হারাইয়া ফেলিলাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কেন আসিয়াছ? কোন প্রয়োজন আছে কি? হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমি নিশ্চুপ রহিলাম। তিনি বলিলেন, তুমি বোধ হয় ফাতেমার জন্য বিবাহের পয়গাম দিতে আসিয়াছ। আমি বলিলাম, হাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নিকট কি এমন কিছু আছে যাহা দ্বারা তাহাকে হালাল করিবে? (অর্থাৎ মোহর দিবার মত কিছু আছে কি?) আমি বলিলাম, না, খোদার কসম, ইয়া রাসুলাল্লাহ্! তিনি বলিলেন, আমি তোমাকে যে লৌহ বর্ম দিয়াছিলাম, তাহার কি হইল? হযরত আলী (রাঃ) বলেন, সেই পাক যাতের কসম যাহার হাতে আমার প্রাণ, উহা একটি হুতামী অর্থাৎ হুতামা ইবনে মুহারিব গোত্রের তৈরী বর্ম ছিল, যাহার দাম চার দেরহামও হইবে না। (অপরাপর সহীহ রেওয়ায়াত অনুযায়ী উহার মূল্য চারশত আশি দেরহাম ছিল।) আমি বলিলাম, উহা আমার নিকট আছে। তিনি বলিলেন, আমি তোমার নিকট তাহাকে বিবাহ দিয়া দিলাম। সুতরাং তুমি উহা তাহার নিকট পাঠাইয়া দিয়া তাহাকে তোমার জন্য হালাল কর। ইহাই ছিল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়ে হযরত ফাতেমা (রাঃ)এর মোহর।

হযরত বুরাইদাহ্ (রাঃ) বলেন, কিছু সংখ্যক আনসারী (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)কে বলিলেন, আপনি হযরত ফাতেমা (রাঃ)এর জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বিবাহের প্রস্তাব করুন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আবুতালিবের বেটা কি প্রয়োজনে আসিয়াছে? তিনি জবাব দিলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেটি ফাতেমার জন্য বিবাহের

www.BANGLAKITAB.com